উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৭৩০.২৩ (+৭৪০.৩০)
নিফটি : ২২,৩৩৭.৩০ (+২৫৪.৬৫)

শুল্ক যুদ্ধ 'এপ্রিল ফুল' নয়
ভারত-চিনের সঙ্গে কার্যত শুল্ক যুদ্ধ শুরু করছে আমেরিকা। বুধবার তা স্পষ্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২ এপ্রিল থেকেই শুরু হচ্ছে এই নতুন শুল্কনীতি। » ৭

গোয়েন্দা ব্যর্থতা, মত কোর্টের
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলায় পুলিশের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা দেখছে হাইকোর্ট। এমন হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৩°	১৪°	১৫°

অক্সফোর্ডে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন মমতা

শিলিগুড়ি ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 6 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 286

বরফের চাদরে

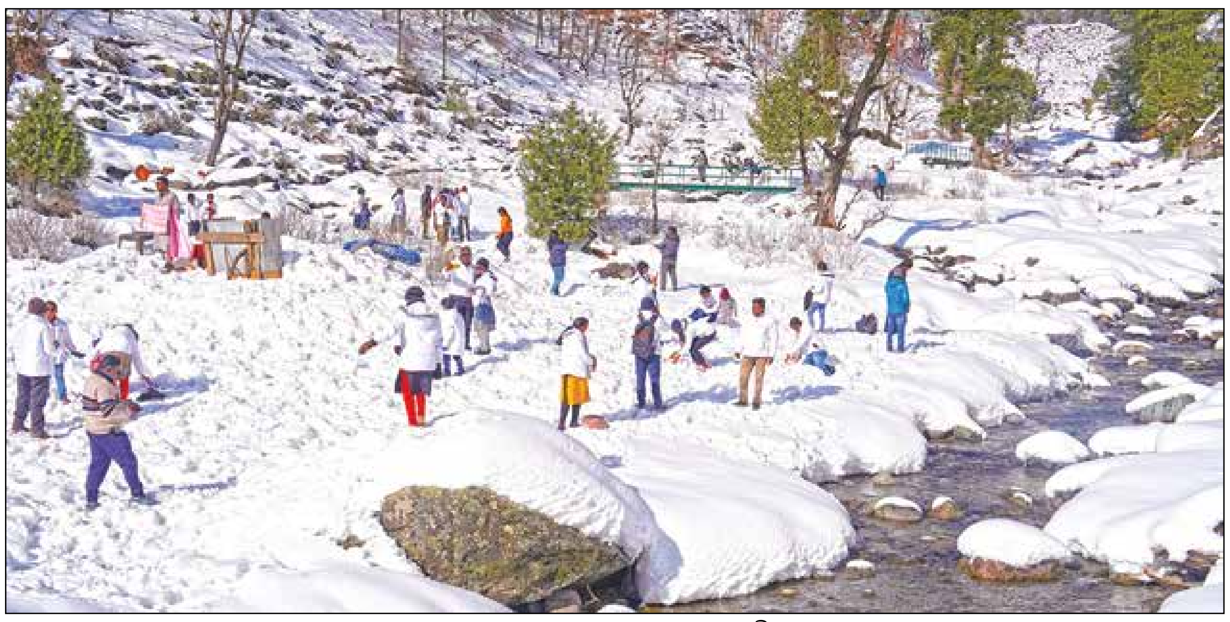

যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফ আর বরফ। তুষারপাতের পর কাশ্মীরের পহলগামে। বুধবার।

মেয়রের মুখে 'মন্ত্রীর' ফিরিস্তি

পুরনিগমে ওয়াক-আউট বামেদের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : বেআইনি নির্মাণের 'ঢাল' উন্নয়ন। এমনকি তার সময়কাল '১১-র পরবর্তী পাঁচ বছর। আর তাকে কেন্দ্র করেই বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন তপ্ত হল। শাসক-বিরোধী তর্জায় ওয়াক-আউট করল বামেরা। তবে দমানো যায়নি মেয়র গৌতম দেবকে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে তাঁর সময়কালে কী কী কাজ হয়েছে, সেই ফিরিস্তি তিনি শুনিয়ে যান প্রায় ৩০ মিনিট ধরে।

পুরনিগমের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলকে প্যাঁচে ফেলতে এদিন প্রথম থেকেই বেআইনি নির্মাণ এবং অনুন্নয়ন নিয়ে সরব হন বাম কাউন্সিলাররা। পরোক্ষভাবে বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে শাসকদলের যোগসাজশের অভিযোগও কার্যত তুলে দেওয়া হয় কৌশলে। তা থেকেই তপ্ত হতে থাকে মাসিক অধিবেশন বা বোর্ড সভা। বাম পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের অভিযোগ, শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণে ছেয়ে গিয়েছে। অনেক নির্মাণের ক্ষেত্রে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেয় না নির্মাণকারীরা। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টে যেখানে গ্যারাজ থাকার কথা, সেখানে অধিকাংশ নির্মাণকারী তা রাখছেন না। পরিবর্তে দোকান বা গোডাউন হয়ে যাচ্ছে। আর সেই অ্যাপার্টমেন্টের গাড়িগুলি থাকছে রাস্তায়। নুরুল বলেন, 'অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিয়ে ফ্ল্যাট ব্যবহার হওয়ায় পুরনিগমে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। গ্যারাজের জায়গায় ঘর বানিয়ে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।' এদিন নগরায়ণের ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ না করে যেভাবে বৃক্ষচ্ছেদন করা হচ্ছে, তারও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। এই সময় হাসি ফুটে উঠেছিল মৌসুমি হাজরা সহ বাম কাউন্সিলারদের মুখে।

আরে মশাই হচ্ছেটা কী! গৌতমের উদ্দেশে হাত উঁচিয়ে নুরুল ইসলাম।

ঘুরিয়ে জবাব

- আইনি নির্মাণ এবং অনুন্নয়ন নিয়ে সরব বাম কাউন্সিলাররা
- শহরজুড়ে বৃক্ষচ্ছেদন নিয়েও সমালোচনা
- মন্ত্রী থাকাকালীন গৌতম কী কী করেছেন, সেই ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন
- বিরক্তি প্রকাশ করে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে দেখা যায় বাম কাউন্সিলারদের

জবাব দিতে গৌতম বলেন, 'আমাদের মতো সবুজ নিয়ে ভাবনা আগে কোনওদিন ছিল না। নুরুলবাবু যে ওয়ার্ডে থাকেন, সেখানকার অধিকাংশ গাছ আমি নিজে হাতে বুনেছিলাম আটের দশকে। ওঁরা কী এসব দেখতে পান না? ওঁদের সামনে বাঘা যতীন পার্কের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে।' বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে গৌতমের দাবি, 'সিপিএমের বোর্ডে ১৮টি বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছিল। কিন্তু গত তিন বছরে ভাঙা হয়েছে ২৭৮টা। আরও ভাঙব। কে কোথায় থাকে, কী করে, কোন রঙের পতাকা নিয়ে হাঁটে, এটা কোনও ব্যাপার নয়। কতদিন ক্ষমতায় থাকলাম, সেটা বড় কথা নয়।' পাশাপাশি ২০১১ থেকে '১৬ পর্যন্ত তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন বেঙ্গল সাফারি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সহ কী কী কাজ করেছেন, তার তালিকা তুলে ধরেন গৌতম। এসময়ই বিরক্তি প্রকাশ করে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে দেখা যায় বাম কাউন্সিলারদের। পরে নুরুল বলেন, 'এমনভাবে বলা হচ্ছে যেন আমরা কিছুই করিনি। বরোর কাজ করতে চাইছেন না ঠিকাদাররা। ওয়ার্ক অর্ডারের পরেও অনেকে বালি-পাথর নেই বলে কাজ করছেন না।'

অন্যদিকে, এদিনের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করে শহরের প্রতিটি প্রবেশ ও প্রস্থান কেন্দ্রগুলিতে সিসি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, পার্ক, স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে থাকবে ক্যামেরা। মধ্যরাতে শহরে যাতে ওষুধের অভাব না হয়, তার জন্য পুরনিগমের মাতৃসদনে ২৪ ঘণ্টা ওষুধের দোকান খোলা রাখার বিষয়ে একটি সিলেকশন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মেয়র।

অস্থির বাংলাদেশ

ভারতে থাকলেও হাসিনার বিচার হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৫ মার্চ : মহাচাপে মুহাম্মদ ইউনূস। উভয়সংকট তাঁর। দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন হোক। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপ দিচ্ছে খালেদা জিয়ার দল। যা এককথায় নাকচ করা মুশকিল প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে। অন্যদিকে, নবগঠিত জাতীয় পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা সারজিস আলম মঙ্গলবারই হুমকি দিয়েছিলেন, হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ নির্বাচনের কথা না বলে।

এই দুই চাপের মুখে বুধবার ইউনূস প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত বিচারের কথা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলে তো হল না। শেখ

হুঁশিয়ারি ইউনূসের

হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁকে প্রত্যর্পণের অনুরোধে এখনও সাড়া দেয়নি নয়াদিল্লি। তাতে কী? ইউনূসের কথায়, 'হাসিনা বাংলাদেশে থাকুন বা না থাকুন, উনি ভারতে থাকলেও আমরা তাঁর বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পারি।'

তবে শেষপর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন হলে সদ্যগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। বুধবার দলের নেতা সামান্তা শারমিন বলেন, 'দেশে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমাদের।' হাসিনার বিচারের কথা বললেও ভিনদেশে থাকাকালীন কীভাবে সম্ভব, তা স্পষ্ট করেননি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

ব্রিটেনের একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার বিচার হবেই।

এরপর দশের পাতায়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ফাইনালে রোহিতদের সামনে নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড-৩৬২/৬
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩১২/৯

লাহোর, ৫ মার্চ : দুবাই থেকে নাইরোবির দূরত্ব সাত হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। সময়ের নিরিখে ব্যবধান ২৫ বছরের।

গুলিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা? একটু খোলসা করা যাক। ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (তখন নাম ছিল আইসিসি নক আউট ট্রফি) দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনালে নাইরোবিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেই ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার। ২৫ বছর পর এবার রোহিত শর্মার ভারতের সামনে মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ড।

অধিনায়ক স্যান্টনার (৪৩/৩), যিনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৩ উইকেট তুললেন। যার সুবাদে নিউজিল্যান্ড ৫০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে তৃতীয়বার ফাইনালে উঠল।

তার আগে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন স্যান্টনার। শুরুতেই উইল ইয়ংকে (২১) ফেরান লুঙ্গি এনগিডি। তবে দ্বিতীয় উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (১০৮) ও কেন উইলিয়ামসনের (১০২) ১৫৪ বলে ১৬৪ রানের জুটিতে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে ঠিক হয়ে যায়। রাচিন এবং উইলিয়ামসন- দুজনেরই ক্যাচ ফেলেন হেনরিচ ক্লাসেন। যার পুরো ফায়দা তুলে দুজনেই শতরান করে যান। রাচিনের মোট ৫ ওডিআই শতরানের মধ্যে সবক'টিই এল আইসিসি প্রতিযোগিতায়। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মাত্র ২৫ বছরেই এই নজির গড়লেন তিনি। অন্যদিকে, উইলিয়ামসন এদিন ওডিআইয়ে ১৫তম শতরানে পৌঁছান ৯১ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচে শতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। স্লগ ওভারে ড্যারিল মিচেল (৩৭ বলে ৪৯) ও গ্লেন ফিলিপসের (২৭ বলে অপরাজিত ৪৯) ক্যামিওতে কিউয়িরা ৩৬২/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সর্বাধিক দলগত স্কোর।

রান তাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারা শুরুতেই ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে (১৭) হারায়। তারপর কিছুটা চেষ্টা করেন অধিনায়ক

এরপর দশের পাতায়

সরকারি জমিতেই নেতার স্কুল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : তথ্য জানার অধিকার আইনে 'বেআব্রু' জমি কেলেঙ্কারি। সরকারি জমিতেই যে তৃণমূল নেতার বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে, তা অবশেষে স্বীকার করে নিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সরকারি নথিতে তা স্পষ্ট হওয়ার পর মাসের পর মাস কেটে গেলেও মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং চলছে দায় ঠেলাঠেলি। ফলে তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের বেআইনি স্কুল ভবনটিতে হাত পড়বে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে মাটিগাড়ার শিবমন্দির-আঠারোখাইতে। তবে কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না বলে নতুন করে হুমকি দিয়েছে বিজেপি। প্রয়োজনে সমস্ত নথি নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা।

দলের শিবমন্দির-আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'প্রশাসন যতই তৃণমূল নেতা এবং তাঁর স্কুলটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করুক, আমরা ছেড়ে দেব না। এর শেষ দেখে ছাড়ব। বেআইনি স্কুলটি না ভাঙা পর্যন্ত বিজেপি লড়াই জারি রাখবে।'

প্রশাসনের মদতে সরকারি জমিতে গড়ে উঠেছে তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের স্কুল ভবন, এই সংক্রান্ত খবর প্রথম প্রকাশ্যে আনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পের জমিতেই যে বেসরকারি স্কুলটি গড়ে উঠেছে, তদন্তমূলক সেই প্রতিবেদনও প্রকাশ্যে আনা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা সরাসরি মানতে চাননি মাটিগাড়ার ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। 'ওই তৃণমূল নেতাকে নথি সহ হাজির হতে বলা হয়েছে', 'তদন্ত চলছে' -বারবার এমন যুক্তি খাড়া করা হয়েছে প্রশাসনের

স্বীকার করলেও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন

তরফে। যে কারণে প্রতাপকে বাঁচাতে প্রশাসন সচেষ্ট বলে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু অবশেষে তথ্য জানার অধিকার আইনে 'প্যাঁচে পড়ে' অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিল ব্লক প্রশাসন।

জমিটি কার? তথ্য জানার অধিকার আইনে গত বছরের ৪ অক্টোবর জানতে চেয়েছিলেন শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ সাহা। জবাবে মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জানান, ২৩৪২ খতিয়ানের ৮৭ নম্বর এলআর প্লটটিতে রয়েছে ০.১৫ একর জমি।

এরপর দশের পাতায়

তৃণমূল নেতার অবৈধ স্কুল ভাঙার দাবিতে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ বিজেপির। বুধবার।

১০৭ শিক্ষককে সিবিআই তলব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : রাজ্যের ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করল সিবিআই। তাঁরা সকলেই ২০১৪ সালে শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছেন। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন। কোচবিহারের তিনজন শিক্ষক হলেন মোস্তাফিজুর রহমান, কমলকুমার বর্মন ও সুজিত বিশ্বাস। এর মধ্যে মোস্তাফিজুর কোচবিহারের দিনহাটার ওয়েস্ট সার্কেলে, কমলকুমার বামনহাট সার্কেলে ও সুজিত মাথাভাঙ্গা-২ সার্কেলের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।

কোচবিহার ছাড়াও সিবিআইয়ের তালিকায় বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর দিনাজপুর মোট ১৪ জেলার শিক্ষক রয়েছেন। সিবিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে কলকাতায় সিবিআইয়ের দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে হাজিরা দেওয়ার তারিখ সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক নয়। কোচবিহারে ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের কাছে ৪ মার্চ ওই চিঠি এসে পৌঁছেছে। তাতে আগামী ৬ মার্চ কোচবিহার জেলার ওই তিন শিক্ষককে কলকাতায় গিয়ে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের এভাবে সিবিআই তলবের কথা জানাজানি হতেই রাজ্যের শিক্ষা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তলব পাওয়া শিক্ষক মোস্তাফিজুর বলেন, 'কেন সিবিআই ডাকল তা জানি না। আমাদের নিয়োগের তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন,

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট
খোলা জানালা
পেতাম যদি সিংহাসন
আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

শীতের 'ছুটি'-তে মন খারাপ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : শরতের আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর উধাও হওয়ার আগেই উপস্থিতি ঘটে ওঁদের। উৎসব শেষে মলিন মুখ যখন থাকে সকলের, তখন ওঁদের মুখে দেখা যায় হালকা হাসির রেখা। যা সময়ের সঙ্গে চওড়া হয়। এতদিন এটাই ছিল চিরন্তন। কিন্তু সেই হাসি এবার অসময়ে হারিয়ে গিয়েছে শীতের সঙ্গেই।

শিলিগুড়ির শীতের বাজার বলতেই ভুটিয়া মার্কেট। শুধু শিলিগুড়ি কেন, একটা সময় তো জলপাইগুড়ি, ইসলামপুরের বাসিন্দারাও এখানে ছুটে আসতেন গরম পোশাকের টানে। পাহাড়ি ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বোনা সোয়েটার, টুপি, মাফলার কিনতে ভিড় জমাতেন প্রচুর মানুষ। সময়ের সঙ্গে তাঁদের সংখ্যা কমলেও, তাঁরা যে গরম পোশাক নিয়ে এখানে আর আসেন না, তা কিন্তু নয়। স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁরা মিলেমিশে একাকার। তবে এবছর যেমন সেই ভিড় জমাট বাঁধেনি, তেমনই তেমনভাবে লাভের মুখ দেখতে পারেননি গরম পোশাকের ব্যবসায়ীরা। প্রকৃতি যেন নিজের খেয়ালে সব তছনছ করে দিয়েছে।

কেন জাঁকিয়ে শীত পড়ল না, কেন শীতের আগাম বিদায় ঘটল বা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব কতটা- এসব ওঁরা বোঝেন না, বুঝতেও চান না। শীতের শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে চান ওঁরা। তাই গোটা মরশুমে কেমন ব্যবসা হল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁদের মুখে শুধুই হতাশা। এখানকার গরম পোশাক বিক্রেতা সুমিত সরকার বললেন, 'ভারী জিনিসগুলি তো বিক্রিই হয়নি তেমন। হালকা পাতলা সোয়েটারগুলিই বেশি বিক্রি হয়েছে। আসলে শীতটা তেমন জাঁকিয়ে পড়েনি।' নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে ব্যবসায়ী রাজনি গুরুং বলছিলেন, 'আগে এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা মুখিয়ে থাকতাম ভুটিয়া মার্কেটে ব্যবসার জন্য। এখানে এসেও সোয়েটার, মাফলার বোনার কাজ চলত। এবার তো দেখছি যা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলিই সব বিক্রি হয়নি।' বাজার শুরুর মুখে কিছুটা ব্যবসা হলেও পরবর্তীতে তেমন কিছুই হয়নি বলে জানাচ্ছেন অনেকেই। সানি নামের এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'এভাবে চলতে থাকলে আর কতদিন ভুটিয়া মার্কেট টিকে থাকবে, তা নিয়ে সংশয় আছে।'

একটি মাফলারের খোঁজে এখানে এসেছিলেন নন্দিতা দত্ত।

এরপর দশের পাতায়

ব্যবসাই হল না ভুটিয়া মার্কেটে

ক্রেতা নেই। শীতও শেষ। এবার ফেরার পালা।

বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছান প্রধান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : সিনেমার মতো গল্প। আসলে সত্যি। মানুষের কাছে পরিচিত নাম 'প্রধান'। পেশায় রান্নার গ্যাসের এজেন্ট। কারণ সামান্য সাম্মানিকে মাস চলে না। তাই সংসারের জোয়াল টানতে ভরসা অন্য রোজগার। এক বছর ধরে রায়গঞ্জের ১২ নং বড়ুয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ভবানন্দের জীবন এভাবেই চলছে।

ভবানন্দ বর্মন। ভোর হলেই বাড়ি লাগোয়া দোকান খুলে দেন। ২০ থেকে ২৫টা সিলিন্ডার থাকে সেখানে। একপাশে পুরোনো ভাঙা টেবিলচেয়ার। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। এরপর সকাল ১০টার আগে ঘরে যান। স্নান-খাওয়া সেরে পৌঁছান পঞ্চায়েত অফিসে। অফিসের কাজ সেরে আবার ফিরে যান দোকানে। যদিও প্রতিদিন এক রুটিনে চলে না। মাঝেমধ্যে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হয়। ভবানন্দের বাবা সুনীল বর্মন দীর্ঘ ১০ বছর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। আজও তাঁদের আস্তানা একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। প্রধানের স্ত্রী শিল্পী বর্মনও এই কাজকে সমর্থন করেন।

পাশের গ্রামের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য মানিক বর্মনের বক্তব্য, 'এক বছর হল দেখছি প্রধান গ্যাসের একটি দোকান দিয়েছেন। সকালের দিকে সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। আগে তো রায়গঞ্জে কাজ করতেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। সবার কথা শোনেন।'

সাইকেলে সিলিন্ডার বহন পঞ্চায়েত প্রধান ভবানন্দ বর্মনের। -সংবাদচিত্র

২০২৩ সালে তাহেরপুর সংসদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সাইকেলে করে গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। তবে নিজের গ্রামের আশপাশের বাড়িতেই এই কাজ করেন। আগে রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ায় একটি মৎস্য হ্যাচারিতে কাজ করতেন। প্রধান হওয়ার পর সেই কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রধান হিসেবে মাসিক যে সাম্মানিক পান, তা দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে ভারত গ্যাস কোম্পানির এক ডিস্ট্রিবিউটারের অধীনে সামান্য পুঁজি লাগিয়ে তাহেরপুর নোয়াপাড়া গ্রামে আইডি নম্বর নেন। বাড়ির সামনে দোকান তৈরি করে সেখান থেকেই ব্যবসা করেন। ইতিমধ্যে ২০০ গ্রাহক তৈরি করেছেন এলাকায়।

ভবানন্দের কথায়, 'মাসিক পাঁচ হাজার টাকা সাম্মানিকে সংসার চলে না। তাই কাজ করতে হয়। কাজ না করলে চুরি করতে হবে। স্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। যা আয় হয়, তা দিয়ে চলে যায়।'

তবে তিনি ভবিষ্যতের চিন্তা করেন। তাঁর আরও মন্তব্য, 'পাঁচ বছর পরে যদি প্রধান না থাকি, তখন তো কিছু করেই খেতে হবে। মানুষের সেবা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। চুরি না করে সবার মতো কাজ করে রোজগার করলে গ্রামের লোকজন সম্মান করবে।'

প্রধানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'এমন প্রধান এর আগে দেখিনি। নিজেই সিলিন্ডার পৌঁছে দেন।' ওই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি বীণা ঝা জানান, 'আমরা আলাদা দল করলেও প্রধান খুব ভালো। এমনটাই চেয়েছিলাম।'

বাজার মাতাচ্ছে বাজাজ গোগো

নিউজ ব্যুরো

৫ মার্চ : স্বনামধন্য কোম্পানি বাজাজ অটো লিমিটেড বাজারে এনেছে তাদের নয়া ইলেক্ট্রনিক অটো ব্র্যান্ড 'বাজাজ গোগো'। পি৫০০৯, পি৫০১২ এবং পি৭০১২-এই তিনটি ভ্যারিয়েন্টে মিলবে এই অটো। এই গাড়িটি একবার চার্জে ২৫১ কিমি পর্যন্ত চলতে সক্ষম। অটো হ্যাজার্ড, অ্যান্টি রোল ডিটেকশন, শক্তিশালী এলইডি লাইট এবং হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট-এর মতো ফিচারগুলির কারণে গাড়িগুলি ক্রেতাদের মধ্যে সেরা পছন্দ হয়ে উঠেছে। দেশজুড়ে সমস্ত বাজাজ অটো ডিলারশিপে এগুলির বুকিং শুরু হয়েছে।

বাজাজ অটো বহু বছর ধরে নিজের সুনাম বজায় রেখেছে। থ্রি-হুইলার শিল্পে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে তারা। যার নবতম সংযোজন বাজাজ গোগো। বাজাজ গোগো ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল থ্রি-হুইলার শিল্প এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রতীক।

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Offline tenders are being invited from reputed agencies for disposal of Live Trees & fire woods and online corrigendum published for Tender ID : **2025_UBKV_821758_1**. For details please visit www.ubkv.ac.in & www.wbtenders.gov.in
Registrar (Actg.)

কর্মখালি

হোটেলের জন্য ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং বিরিয়ানি জানা কারিগর প্রয়োজন। (M) 9434301993. (C/115163)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/115217)

বিক্রয়

দিনহাটা, বড় আটিয়াবাড়ি, রাধানগর কলোনি স্কুল মাঠের নিকটস্থ ৮½ কাঠা জমি পাকা রোডের পূর্ব পার্শ্বে, বাড়ি ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ত। বিক্রয় হইবে। (M) 9733132282. (U/D)

অ্যাফিডেভিট

I, Sona Roy, S/o Srimanta Roy, R/o Samar Nagar, Kalkut, Pradhan Nagar, Darjeeling, W.B.-734003 have changed my name to Sanatan Roy vide affidavit dt. 05/03/2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Siliguri for all future purposes. (C/113434)

গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউওআর/২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ মালিগাঁও (মুখ্য কার্যালয়) মণ্ডলেঃ (পার্টএ) গোশালা এবং নামবাড়ি এলাকায় স্থিত সেবা ভবন এবং আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের উপরে ৫ বৎসরের এএমসি/সিএমসি সহিত ১৭৩৩ কেডব্লিউপি গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯,২১,৭৭,৪৬০.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬,১০,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ. সিই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

HIRING ADMISSION MANAGER
Company - Moople Institute of Animation & Design
Salary - upto 35,000 fixed + incentives
Experience - Minimum 5 years in education sales
Baghajatin Park, Siliguri
Walk in Interview!
Date: 8th March'25
Time: 11am – 4pm
91470 11862

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ হোলি স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **শিয়ালদহ এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে** একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

শিয়ালদহ- নিউ জলপাইগুড়ি			০৩১০৫ ০৩১০৬	নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি, মঙ্গল	-	২৩.৪০	↓ শিয়ালদহ	০১.০৫	-	মঙ্গল, বৃহস্পতি
সোম, বুধ	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.৩৩	২৩.৩৫	সোম, বুধ
	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	
	১০.৪৫	-	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ শিয়ালদহ থেকে ০৩১০৫ ঃ** ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) এবং ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২ টি ট্রিপ। **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১০৬ ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) এবং ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২ টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩টিয়ার — ০৪, স্লিপার শ্রেণি — ১০, দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৩ এবং এলএসএলআরডি — ০২ = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গন্ডার শুমারিতে দেখা একাধিক শাবকের

শুভদীপ শর্মা ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

লাটাগুড়ি ও মাদারিহাট, ৫ মার্চ : উত্তরের দুই জাতীয় উদ্যানে বুধবার শুরু হল গন্ডার শুমারি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুমারি চলবে। গরুমারায় প্রথম দিনের শুমারি শেষে বনকর্তাদের আশা, ৫৫ থেকে বেড়ে এবার সেখানে গন্ডারের সংখ্যা ৬০-এর মতো হবে। তবে একই গন্ডারকে দু'বার গোনা হয়েছে কি না, সেটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরেই প্রকৃত গন্ডারের সংখ্যা জানা যাবে বলে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন।

এদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে শুমারি শুরু হয় গরুমারায়। বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে মোট ১৮০ জন একাজ করছেন। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা গরুমারা ও চাপড়ামারি জঙ্গলের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি বন বিভাগের নাথুয়া, রামশাই, লাটাগুড়ি ও নাথুয়া রেঞ্জের জঙ্গলে এবার গন্ডার শুমারি হচ্ছে। তার কারণ, গরুমারার পাশাপাশি এই সমস্ত জঙ্গলও গন্ডারদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। শুমারির কাজে নিযুক্ত কর্মীরা এদিন ছোট ছোট ৪৫টি দল গঠন করে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে খোঁজ করেছেন গন্ডারের। ১৮টি কুনকি হাতিকেও কাজে লাগানো হয়েছে। ডিএফও জানান, গন্ডারগুলির বৈশিষ্ট্য দেখেই সেগুলির নামকরণ হবে আগামীতে। বড় গন্ডারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি শাবকের দেখাও মিলেছে এদিনের শুমারিতে।

শেষ ২০২২ সালে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হয়েছিল। তখন গন্ডার ছিল ৫৫। গত তিন বছরে খুব একটা বেশি গন্ডারের মৃত্যু হয়নি সেখানে। পাশাপাশি, কয়েকটি শাবকের জন্ম হওয়ায় বনকর্তারা নিশ্চিত গরুমারায় বাড়ছে গন্ডারের সংখ্যা। শুমারির কাজে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য নন্দু রায় জানান, গরুমারা জঙ্গলের মূর্তি নদীর চর, নাথুয়ার জঙ্গল ও জলঢাকার চরে একাধিক শাবক সহ গন্ডারের দেখা মিলেছে। ডিএফও জানান, শুমারির সমস্ত রিপোর্ট আসার পর তা পর্যালোচনা করা হবে। দেখা হবে গরুমারায় থাকা বিভিন্ন ট্র্যাপ ক্যামেরার ফুটেজ। তারপরেই গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা বলা সম্ভব হবে। তা জানার পরেই গন্ডার সংরক্ষণে আর কী কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হবে বলে ডিএফও জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবারও সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চলবে শুমারির কাজ। শুমারির জন্য দু'দিন গরুমারা জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে, জলদাপাড়ায় গন্ডার গণনার কাজে যুক্ত করা হয়েছে ৭০টি কুনকি হাতিকে। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, ১৯৩টি দলে ৪০০ জন কর্মীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যও রয়েছেন। পাঁচটি রেঞ্জে একসঙ্গে শুমারি চলছে।

কুনকির পিঠে চড়ে চলছে গন্ডার শুমারি। বুধবার গরুমারায়।

বাড়ছে সংখ্যা

- গরুমারায় বনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে মোট ১৮০ জন একাজ করছেন
- ৪০০ কর্মী কাজ করছেন জলদাপাড়ায়
- বনকর্তারা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত গরুমারায় বাড়ছে গন্ডারের সংখ্যা

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer Sadar Block, Jalpaiguri
N.I.Q No:- 669, Dated:- 03.03.2025 invited by the undersigned for the Supply of 250 RIR/LIT Poultry Bird per batch including packing and Transportation at Sadar Block Jalpaiguri. Last of submission of quotation dated :- 10.03.2025 up to 14.00 hours.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ-এর নিযুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি, তারিখঃ ৩০-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি। **কাজের নাম ঃ** ৩৬-মাসের জন্য এনএফআর-এর পাঁচটি ডিভিশনকে আওতাভুক্ত করে এনএফআর-এর সিএও/সি/আরএসপি/ মালিগাঁও অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ নিযুক্তির অধীনে মূল কর্মী। আনুমানিক মূল্য ঃ ২৫,৫৯,৮৮,৭৯৮.৪২ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসঅ্যান্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি_ সিওএন_২০২৪_০৮। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৪_০৮_০৭। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার-কুমেদপুর ডাবল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি স্টেশনে যেমন, মনিয়ান (এমআইওয়াইএন), কুরেথা (কেইউকিউ), লাভা (এলএভি), কুমেদপুর (কেডিপিআর) ও কাটিহার (কাটিহার-নর্থ প্যানেল) স্টেশনে ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং গিয়ার সরবরাহ, ইনস্টল, টেস্ট ও কমিশন করা এবং সেই সঙ্গে এগুলির সঙ্গে যুক্ত নানা কাজ, সেই সঙ্গে, কাটিহার ডিভিশনে কেআইআর (কাটিহার) থেকে কেডিপিআর (কুমেদপুর) সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং-এর কাজ এবং এন. এফ. রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর কাটিহার-কুমেদপুর সেকশন (২৯.৫৩ কিমি)-তে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং গেটের ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭২,৭৬,১৩,২৩৩.৬৫/-টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩৭,৮৮,১০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ সিগনাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/নির্মাণ, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৪৫, তারিখঃ ০৩.০৩.২০২৫। কাজের নামঃ** "মালদাতে বন্দে ভারত ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাবলী উন্নতিকরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫৫,৫৭,৩২৯.৯৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৩.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-238/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বেহুলা লখিন্দর, ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ নবাব, ১.০০ নবাংশ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৪০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.৪৫ জামাই ৪২০, রাত ১০.৩০ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, দুপুর ২.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.০০ স্বার্থপর, ১২.৩০ তিন ইয়ারি কথা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বোবা সানাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৮ হিরো-দ্য বুলেট, দুপুর ২.২৬ ভীমা, বিকেল ৫.১৫ নাগভূমি, রাত ৮.০০ সনম তেরি কসম, ১১.০১ পাথু থালা

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৪ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৪০ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৪.০১ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.২১ সাহো

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৯ দুশমন, দুপুর ১.৩৪ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫৬ শোলা অওর শবনম, রাত ১০.৫৯ রং

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হোম অ্যালোন-থ্রি, বিকেল ৩.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং, ৫.০০ লাইফ অফ পাই, সন্ধে ৭.০০ দ্য সুইসাইড স্কোয়াড, রাত ৯.০০ রাইজ অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ১০.৪৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড

এমএনএক্স : দুপুর ১.২৫ দ্য সার্কাস, ২.৪০ আই অ্যাম র‍্যাথ, বিকেল ৪.০৫ সাংহাই নাইটস, ৫.৫৫ হট টাব টাইম মেশিন-টু, সন্ধে ৭.৩০ লেডি ব্লাডফাইট, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৫ ওয়াইল্ড কার্ড, ১১.৫০ দ্য বিগ ব্যাং

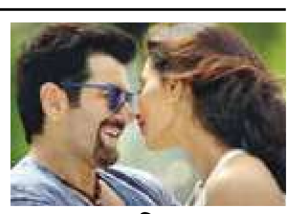

বাঘ বন্দি খেলা
বিকেল ৪.৪০ জলসা মুভিজ

চোরি চোরি চুপকে চুপকে
বিকেল ৪.০১ অ্যান্ড পিকচার্স

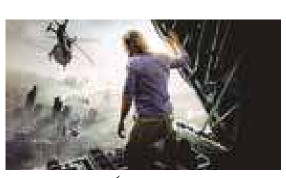

ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড
রাত ১০.৪৫ স্টার মুভিজ

দ্য গ্রিন প্ল্যানেট
সন্ধে ৬.২৭
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

Government of India
Directorate of Revenue Intelligence, Siliguri Regional Unit,
"Dey Bhawan", Ashutosh Mukherjee Road, College Para, Siliguri – 734001
[E-mail: dri.siliguri@gov.in]

The Directorate General of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, invites online tender (e-tender) for hiring suitable office accommodation on rent having Net Carpet area of 4300 Square feet approx., for its Regional Office, at Siliguri (Office of the Deputy Director, DRI Siliguri Regional Unit), from the legal owners / power of attorney holders of suitable building (as detailed in the Terms & Conditions of this Tender), located in the following station / city within 10 kms from the preferred location, mentioned in the table given below, on long term basis.

Type of Office	"Name of the Station / City"	"Preferred location"	Approximate Net Carpet Area (Sq.ft.)
Central Government Office (Office of the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence Siliguri Regional Unit)	Siliguri West Bengal	Within a radius of 10 kms from the main city of Siliguri	4300 Sq. ft.

The interested bidders may download the Tender Documents from the Central Public Procurement Portal(CPPP) website https://eprocure.gov.in/eprocure/app or www.cbic.gov.in and follow the instructions given there for submitting their e-tender. Please note that, no **tender shall be accepted /entertained by fax, email or submitted in person or any other such means and beyond the specified date / time.**

For any further details, Sh. Pankaj Kumar, Senior Intelligence Officer, DRI, Siliguri Regional Unit, Siliguri may be contacted (Ph no. +91 94341 31325).

Sd/-
Deputy Director
DRI, Siliguri Regional Unit

Cooch Behar Panchanan Barma University
Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar-736101, West Bengal, India
Walk-in-interview for the position of one JRF under WBDST, will be held at Dept. of Physics, CBPBU on 10th March 2025. For details visit : **"http://cbpbu.ac.in/advertisement.php".**
Ref. No.: F23.V1/REG/0203-25
Date : 05.03.2025
Sd/-
Registrar
For online application click on : https://admission.cbpbu.ac.in/

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৭ অব ২০২৫; তারিখঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক)** ডিইএন/লাইন/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-কিশানগঞ্জ সেকশনের মধ্যে কিমি ২৬.৮ থেকে ২৭.৯০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩৬.৫০ থেকে ৩৭.১০, ৩৭.৭০ থেকে ৩৮.৫০, ৪৩.৫০ থেকে ৪৩.৮০ (আপ লাইন), ২২.০ থেকে ২২.৬০, ২৭.৫০ থেকে ২৮.৭০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩১.২০ থেকে ৩২.২০, ৩৬.২৩ থেকে ৩৭.২০ কিমি (ডাউন লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিক্সি টিআরআর (পি)। (মোট = ৭.৬ কিমি) (খ) ডিইএন/লাইন/ কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনের মধ্যে কিমি ৪.৭ থেকে ৬.৫ কিমি (ডাউন লাইন), নিউ জলপাইগুড়ি-রাঙ্গিনগর জলপাইগুড়ি সেকশনের মধ্যে ৫.০ থেকে ৭.৯ কিমি (আপ লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিক্সি টিআরআর (পি)। (মোট = ৪.৭ কিমি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭৪,০৭,৬৪০.৭৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার- ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে অতিরিক্ত সিঁড়ি দিয়ে টপ ফ্লোরের জন্য ইমার্জেন্সি এগজিট নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২১,০৫,৯২৫.৩২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,১০,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি- সিনি. ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীন স্টেশনগুলিতে যথাক্রমে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-১'এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৭৬,৪৮,৩৪৫.৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৩৮,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবে ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২৫/২০২৫, তারিখ ঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নংঃ১; টেন্ডার নং ঃ ০১২৪৫২০৩। টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০২৫

কাজের বর্ণনা	টেন্ডারের পরিমাণ
(i) এসইজে -এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং.আরটি/৯৬৭৭ অনুযায়ী।	(i) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১২৭২ = ২৫২টি।
(ii) থিক ওয়েব এসইজে-এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৮৩৮ অনুযায়ী।	(ii) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১৪৪২ = ২৬৫০টি।
(iii) ৬০ কেজি ডেরাইলিং সুইচ স্লিপার উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি/৬০৬৮ অনুযায়ী।	(iii) পিএল নং. ৬০০৬০৪১৪ = ৬ সেট।
(iv) টার্নআউট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ লেআউট আরটি- ৪২১৮।	(iv) পিএল নং. ৬০০৬০৪৭৫ = ১০ সেট।
(v) বৃহত্তর বেস লেভেল জিং স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি-৮৯৬৯ অনুযায়ী।	(v) পিএল নং. ৬০০৬০৪৮৭ = ৪২০টি।
(vi) প্রিস্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৮৩৬ থেকে ৬০৬৮ অনুযায়ী।	(vi) পিএল নং. ৬০১৯০০৮৫ = ৭ সেট।
(vii) ৬০ কেজির জন্য ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য ওয়াইডার প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ অনুযায়ী।	(vii) পিএল নং. ৬০১৯০১০৩ = ১৩২০টি।
(viii) ১ ইন ১২ টার্নআউট ৬০ কেজি ওজনের পিএসসি স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ (টি-৪২১৮)।	(viii) পিএল নং. ৬০১৯০১৭০০০৪০ = ৪৫ সেট।
(ix) ব্রিজ অ্যাপ্রোচের জন্য ৬০ কেজি চওড়া প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ থেকে ৮৯৭৮ অনুযায়ী।	(ix) পিএল নং. ৬০১৯০২০৯০০১৪ = ৩০ সেট।
(x) তীক্ষ্ণ বাঁকানো রাস্তার জন্য প্রশস্ত পিএসসি স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ ডিআরজি নং. আরডিএসও/টি-৮৯৭৯ থেকে আরডিএসও/টি-৮৯৮২ ইত্যাদি অনুযায়ী।	(x) পিএল নং. ৬০১৯০২৭৩০০১৫ = ৫০০টি।

দ্রষ্টব্যঃ- টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা লগ ইন করতে পারেন (www.ireps.gov.in) উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বৃষ : কাজের চাপ বাড়বে। সংসারে পুরোনো কোনও অশান্তি মিটে যেতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ভাগ্যোন্নতির সুযোগ মিলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। কর্কট : শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা হতে পারে। সিংহ : বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কন্যা : ব্যবসায়িক লেনদেনে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তুলা : পুরোনো সম্পদ নিয়ে যাঁরা কেনাবেচা করেন, তাঁরা ভালো লাভ করতে পারবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির কোনও গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা। মকর : ভালো কথার জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন। স্ত্রীর সহযোগিতায় বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। কুম্ভ : দানধ্যান করে মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মীন : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা দূর হবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৫ ফাল্গুন, ৬ মার্চ, ২০২৫, ২১ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন সুদি, ৫ রমজান। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৫।৩৮। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৩।২৭। রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৯। বিষ্ণুভযোগ রাত্রি ১২।৪৬। বণিজকরণ দিবা ৩।২৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৩০ গতে ববকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে বায়ুকোণে নৈরঋতেও নিষেধ, দিবা ২।৪৩ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।২৭ গতে মতান্তরে দীক্ষা, দিবা ২।৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন নবান্ন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে ৫।৫৯ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং অষ্টমীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ১০।২৭ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৫১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জুনিয়ারদের ভরসায় চিকিৎসা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে

থাকেন না সিনিয়ার ডাক্তাররা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 'রোগ' এখন নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। এখানেও সিনিয়ার চিকিৎসকদের দেখা মেলা ভার। খোঁজ করলেই উত্তর মেলে, 'এই তো চা খেতে সামনের দোকানে গিয়েছেন'। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা হয় প্রাইভেট চেম্বারে বসে রোগী দেখছেন অথবা সতীর্থ চিকিৎসকের ঘরে বসে গল্পে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে আউটডোর থেকে জরুরি পরিষেবায় ভরসা ইন্টার্নরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে আসা জুনিয়ার চিকিৎসকরাই মূলত দেখছেন রোগী। অভিযোগ, খোদ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কুন্তল ঘোষকেও তাঁর চেম্বারে দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। তবে দার্জিলিংয়ের ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ে আমি সিএমওএইচের সঙ্গে কথা বলব। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হবে।'

প্রশিক্ষণরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের ভরসায় চলছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। অথচ হাসপাতাল সূত্রেই খবর, এই হাসপাতালে রয়েছেন ছয়জন মেডিকেল অফিসার। তাঁদের অনুপস্থিতি নিয়ে রোগীদের ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে নকশালবাড়িতে। যেমন, বুধবার এক রোগী আউটডোরে পরিষেবা নিতে গিয়ে টিকিটে উল্লিখিত চিকিৎসককে সংশ্লিষ্ট জায়গায় না পেয়ে জরুরি বিভাগে পরিষেবা নিতে বাধ্য হন। এদিনই কেটুগাবুরজোতের বাসিন্দা হাবিবা খাতুন তাঁর দেড় বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে আউটডোরে যান। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর প্রায় ১টা নাগাদ হাতে টিকিট পান। টিকিটে দুই সিনিয়ার চিকিৎসকের নাম উল্লেখ থাকলেও হাসপাতালের বহির্বিভাগে তাঁদের দেখা যায়নি।

তবে আউটডোরে ঢুকতেই কর্তব্যরত এক চিকিৎসককে টিকিট দেখাতেই তিনি বলেন, 'টিকিটে যে চিকিৎসকদের নাম উল্লেখ রয়েছে, তাঁকেই দেখাতে হবে।' যথারীতি ওই মহিলাও জরুরি বিভাগের টিকিট কেটে পরিষেবা নেন। এতেই হাসপাতালের সিনিয়ার চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ডিউটি অবস্থায় এইসব চিকিৎসকরা যান কোথায়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আরও অনেকের সঙ্গে হাবিবা। তিনি বলেন, 'দিনের পর দিন সিনিয়ারদের পাওয়া যায় না। তাঁরা কোথায় থাকেন, কেউ বলতে পারেন না। দুর্ভোগে পড়তে হয় আমাদের।'

এই ঘটনা নিত্যদিনের বলে দাবি রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের। হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় বিষ্ণু বর্মন বলেন, 'সিনিয়ার চিকিৎসকদের আউটডোরে কম, চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে বেশি দেখা যায়। কেউ আবার প্রাইভেট চেম্বারে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতি চলছে হাসপাতালটিতে। এই নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে বিএমওএইচকে তার অফিসেই খুঁজে পাওয়া যায় না।' একই বক্তব্য অন্যদেরও।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে মোট ৬ জন মেডিকেল অফিসার রয়েছেন। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতিদিন ৫ জন জুনিয়ার চিকিৎসক হাসপাতালে আসেন। তাতে তিনজন জুনিয়ার চিকিৎসক সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আউটডোরে পরিষেবা দেন। বাকি দুজন জেনারেল ওয়ার্ডে পরিষেবায় যুক্ত।

এ বিষয়ে নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কুন্তল ঘোষকে একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলে, তাঁকে পাওয়া যায়নি। হাসপাতালে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে গেলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ফোনে পাওয়া যায়নি সিএমওএইচ ডাঃ তুলসী প্রামাণিককে। মেসেজেরও উত্তর দেননি তিনি।

ক্ষোভ বাড়ছে

- সিনিয়ার চিকিৎসকদের উপস্থিতি শুধু কাগজে-কলমে
- ওপিডিতে পাওয়া যায় না সিনিয়ার চিকিৎসকদের
- নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল সামলাচ্ছেন জুনিয়াররা
- পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণের মধ্যে

বেলা সাড়ে ১২টাতেও চেম্বারে দেখা নেই সিনিয়ার ডাক্তারের। বুধবার।

নয়াপাড়ায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে ১০ পরিবার

পুনর্বাসনই সার, মিলছে না পরিষেবা

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : জমিজটের কারণে পুর এলাকা থেকে ঠাঁই হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সমস্ত পরিষেবার। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পুনর্বাসন পাওয়া ১০টি পরিবারের সদস্যদের। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। উপপ্রধান অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

তিন বছর আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১০টি পরিবারকে সাহুডাঙ্গি সংলগ্ন নয়াপাড়ায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ওই এলাকায় পানীয় জল, পথবাতি, রাস্তার সমস্যা রয়েছে। যার জেরে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। স্থানীয় বাসিন্দা সংগীতা মণ্ডল বলেন, 'পুরনিগম আমাদের এখানে এনে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা করেনি। জল, পথবাতি, রাস্তা- কিছুই নেই।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিন বছরেও এখানে কোনও রাস্তা বা নিকাশিনালা নির্মাণ করা হয়নি। বর্ষাকালে এলাকায় জল জমে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা রিতা রায়ের কথায়, 'বর্ষাকালে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। জল জমে থাকে রাস্তায়। জলকাদা মাড়িয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হয়। কুয়োর জলও ঘোলা। পানীয় জল আনতে অনেক দূরে যেতে হয়। এসব বিষয়ে নজর দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।'

এর পাশাপাশি এলাকায় কোনও পথবাতি বসানো হয়নি। বাসিন্দারা বলছেন, রাতেরবেলায় যাতায়াত করা ভীষণ মুশকিল। সন্ধ্যার পর মহিলা ও শিশুরা একপ্রকার বাড়ির বাইরে বের হন না।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপাই সাহা শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের পুনর্বাসন দিয়েছে ভালো কথা। তবে একইসঙ্গে এই এলাকায় যেসব সমস্যা রয়েছে, তারও সমাধান করা জরুরি।' রাস্তা, পানীয় জল এবং নিকাশিনালার জন্য প্রধানের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে তাঁদের তরফে। কিন্তু সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

এবিষয়ে প্রধান সুনীতা রায় বলেছেন, 'কেউ আবেদন করেছেন কি না, আমার জানা নেই। এলাকা পরিদর্শন না করে কিছু বলতে পারব না।' তবে উপপ্রধান আনন্দ সিনহার বক্তব্য, 'ওঁদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।' আবার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রাজেশ প্রসাদ বলেছেন, 'আমাকে এ বিষয়ে কেউ জানায়নি। তবে আমি বাসিন্দাদের সমস্যা নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা বলব।'

নয়াপাড়ার এই রাস্তা নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দারা।

সমস্যা কোথায়

- তিন বছর আগে ৪০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১০টি পরিবারকে নয়াপাড়ায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল
- অভিযোগ, ওই এলাকায় পানীয় জল, পথবাতি, রাস্তার সমস্যা রয়েছে
- বর্ষাকালে জলকাদা মাড়িয়েই যাতায়াত করতে হয়
- কুয়োর জল ঘোলা, পানীয় জল আনতে অনেক দূরে যেতে হয়
- পথবাতি বসানো হয়নি

কোভিড যোদ্ধাদের নিয়োগের দাবি

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : কোভিড যোদ্ধাদের নিয়োগের দাবিতে বুধবার সুশ্রুতনগর নাগরিক মঞ্চের তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। অভিযোগ, অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোভিড যোদ্ধাদের বাদ দিয়ে বহিরাগতদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিবাকর সরকারের বক্তব্য, 'কোভিডের সময় যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। আগে কোভিড যোদ্ধাদের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছিল। নিয়োগকারী সংস্থা সংবাদমাধ্যমে দাবি করছে যে কোভিড যোদ্ধাদের নিয়োগ করছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোভিড যোদ্ধাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলে আমরা বড় আন্দোলনে নামব।'

ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

খড়িবাড়ি, ৫ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচারের অভিযোগে একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। বুধবার দুপুরে ভূমি দপ্তর পানিট্যাঙ্কিতে আচমকা অভিযানে নামে। সেই সময় একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটকানোর চেষ্টা করেন কর্মীরা। ট্র্যাক্টর নিয়ে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় চালক। পিছুধাওয়া করে তাকে বাতাসি সংলগ্ন এলাকায় আটক করা হয়। চালক নদী থেকে বালি তোলার বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ট্র্যাক্টরটি খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয় ভূমি দপ্তর। খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা জানান, চালককে মোটা টাকা জরিমানা করা হবে। লাগাতার এমন অভিযান চলবে।

অনুমোদন বাতিল

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : নাম বিভ্রাটে সিকিম সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন প্রত্যাহার করে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট (এসএনটি)-এর জমিতে ১০ তলার বাস টার্মিনাস, স্বাস্থ্যসেবা ও গেস্টহাউস ভবনের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রাজ্যজুড়ে ব্যাপকভাবে আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার পরিচালনা করছে তাই সিকিম সুস্বাস্থ্য ভবন নামটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এর পাশাপাশি পুরনিগম অনুমোদন প্রত্যাহারের কারণ হিসেবে বলেছে, তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস প্রস্তাবিত ভবনের কাছে থাকায় ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্ভিস রোডের প্রস্থ যথেষ্ট নয়। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার সিকিম সরকারের পরিবহণ বিভাগের সচিবকে বিষয়টি জানিয়ে দেবেন ও এর অনুলিপি সিকিম সরকারের মুখ্যসচিবকে পাঠানো হবে।'

হর্নবিলের মধ্যাহ্নভোজন। রংটংয়ে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

জোড়া লজ্জা

বৃদ্ধার সঙ্গে কুকর্মে ধৃত

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ : আদিবাসী ৮০ বছরের বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। গুরুতর অসুস্থ ওই বৃদ্ধা বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আদিবাসী ওই বৃদ্ধা স্বামী হারিয়েছেন বছর ১৫ আগে। বর্তমানে তিনি তাঁর মেয়ে ও নাতির সঙ্গে নিজের বাড়িতেই থাকেন। নাতি ও নাতির স্ত্রী এক ঘরে ও পাশের ঘরে ওই বৃদ্ধা তাঁর মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। তাঁর নাতি বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে মা দিদাকে ঘরে রেখে পাশেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায়। রাতে দিদা ঘরে ঘুমিয়েছিল। গভীর রাতে দিদা প্রতিবেশী অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি থেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পায়। দিদার সন্দেহ হয় মা হয়তো পাশের বাড়িতে কোনও সমস্যায় জড়িয়েছে। তাই দিদা পাশের বাড়ি যাবে বলে ঘর থেকে বের হয়।' এদিন দুপুরে বিষয়টি ময়নাগুড়ি থানায় জানান ওই বৃদ্ধার নাতি।

নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৫ মার্চ : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে বানারহাটে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকা মঙ্গলবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজির পর রাত ১১টা নাগাদ চুনাভাটি চা বাগানের ৭০ নম্বর সেকশন থেকে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি মোটরবাইক পড়ে ছিল। ওই মোটরবাইকের মালিককে নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে যেতে দেখেছিল এলাকার কয়েকটি বাচ্চা। তাদের কাছে শোনার পরই ওই তরুণের উপর স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বানারহাট থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাকে জলপাইগুড়ি কোর্টে তোলা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা একইসঙ্গে শ্রমিকের কাজ করত। সেই সূত্রেই ওই তরুণের নাবালিকার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। স্থানীয় কয়েকটি বাচ্চা মঙ্গলবার ওই তরুণের সঙ্গে এই নাবালিকাকে যেতে দেখেছিল। সম্ভবত ওই তরুণ নাবালিকাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে চা বাগানে দুষ্কর্ম করে। পরে ভয়ে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এদিকে, নাবালিকাকে বাড়িতে না পেয়ে বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুজির পরও তাকে না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা চামুর্চি ফাঁড়ির পুলিশকে জানান।

জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বুধবার অভিযুক্ত তরুণকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে বানারহাট পুলিশ।

ব্যাংককর্মীকে মারধর, টাকা ছিনতাই

চাকুলিয়া, ৫ মার্চ : একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীকে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার চাকুলিয়ার পাগলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মারধরে আহত ওই কর্মীর নাম আহমেদ মুস্তাকিম (৩৫)। তাঁর বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে। তিনি ব্যাংকের চাকুলিয়া শাখায় কাজ করেন। মুস্তাকিমকে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন মুস্তাকিম শিসাবাড়ি এলাকা থেকে ঋণের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে বাইকে চাকুলিয়ায় ফিরছিলেন। অভিযোগ, পাগলা এলাকায় আসার সময় তাঁর পথ আটকায় কিছু দুষ্কৃতী। তাঁদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তি চলাকালীন দুষ্কৃতীরা আচমকা লোহার রড দিয়ে ওই ব্যাংককর্মীর মাথায় আঘাত করে। এতে মুস্তাকিম জ্ঞান হারান এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা টাকা নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন। আহত তরুণকে উদ্ধার করে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করান। ব্যাংকের চাকুলিয়া শাখার ম্যানেজার সুকুমার বর্মন বলেছেন, 'আমাদের কর্মীকে মারধর করে এদিন কিস্তির কয়েক হাজার টাকা ছিনতাই করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আমরাও আতঙ্কিত। চাকুলিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ : ফের এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক তরুণের। বুধবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের ভুসকাডাঙ্গা আশ্রম মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম সৌভিক দাস (২২)। তাঁর বাড়ি মাথাভাঙ্গার কুয়ারডারা এলাকায়। এদিন সকালে মাথাভাঙ্গা থেকে সৌভিক তাঁর এক আত্মীয় রাহুল সরকারকে সঙ্গে নিয়ে মোটর সাইকেলে শিলিগুড়িতে নতুন কাজের খোঁজে যাচ্ছিলেন। রাহুলই বাইক চালাচ্ছিলেন। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একেবারে ডাম্পারের তলায় ঢুকে যায়। সৌভিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। রাহুলকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি বাইক ও ডাম্পারটিও আটক করে।

সিডেটিভ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : বাড়ি ভাড়া নিয়ে সিডেটিভ ড্রাগসের গোডাউন বানিয়ে ফেলেছিল ৫ তরুণ। সেই অবৈধ কারবার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল তারা।

ভক্তিনগর থানা সূত্রে খবর, গত কুড়িদিন ধরে নিরঞ্জননগর এলাকার একটি বাড়ি ভাড়া করে অভিযুক্তরা সেই সিডেটিভ ড্রাগস মজুত করা শুরু করেছিল। সবমিলিয়ে ৪৮টি কার্টন থেকে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৫২টি ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রাজা দাস ও সম্রাট ঘোষ হায়দরপাড়ার শিবরামপল্লির বাসিন্দা, গৌতম বর্মন সুকান্তনগরের বাসিন্দা, পাপ্পু ঘোষ ও সন্তু সাহা চয়নপাড়ার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ট্যাবলেট মজুত করার খবর পেয়ে গোটা চক্রের মূলচক্রী রাজার সঙ্গে ক্রেতা হিসেবে যোগাযোগ শুরু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এদিন অভিযুক্তরা মাল ডেলিভারির জন্য ওই ভাড়াবাড়িতে জড়ো হতেই পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। কোথা থেকে এত বিপুল পরিমাণে সিডেটিভ ড্রাগস এনে মজুত শুরু করেছিল ওই অভিযুক্তরা, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ৫ মার্চ : মমতানগরে লোকনাথ মন্দির কমিটির উদ্যোগে এক ব্যবসায়ীর সহায়তায় স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। বুধবার মন্দির সংলগ্ন কমিউনিটি হলে শিবিরটি হয়েছে।

শিবিরে ব্লাড সুগার পরীক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। চোখ পরীক্ষার পর বহু মানুষকে বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হয়েছে।

মহম্মদ সইদুলকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে। বুধবার।

সইদুলের পুলিশ হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ৫ মার্চ : অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে অপরাধের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল চটহাটে। বেসরকারি থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত, দু'ধরনের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং সেই টাকা বিদেশে পাঠানোর ঘটনায় মূল পান্ডা মহম্মদ সইদুল এবং তার শাগরেদ তপন গোপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে জামিন পায় দুজন। বুধবার ফের দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় পুলিশ। বিচারক ধৃতদের ছ'দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

সইদুলের আইনজীবী শৌভিক সেনগুপ্ত এদিন বলেছেন, 'সইদুলের জামিনের বিরোধিতা করার জন্য বিচারকের চেম্বারে ঢুকে পুলিশ প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আইনজীবীদের এসডিপিও ম্যাডাম ধমকেছেন। আমরা বিচারককে রিকিউজ করার দরখাস্ত দিয়েছি।'

আইনজীবী এসডিপিও নেহা জৈনকে নিশানা করেছেন। পালটা শৌভিককে কটাক্ষ করেছেন এসডিপিও। তাঁর কথা, 'হাজার হাজার মানুষের থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে ধৃত দু'জন। মামলা থেকে রেহাই পেতে তারা সব চেষ্টা করছে। আইনজীবী অভিযোগ করতেই পারেন। বিচারপতির সঙ্গে মামলা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। পুলিশ এই চক্রে জড়িত সকলকে ধরার চেষ্টা করছে। আমরা দ্রুত সফল হব।'

এরই মাঝে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেই লক্ষ্যে এদিন গোয়ালটুলি এবং চটহাটে ব্যাংকের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে (সিএসপি) গিয়ে সেখানকার যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপি'র সঙ্গে মিলে এই সমস্ত অ্যাকাউন্ট তৈরির অভিযোগ পাওয়া যায়। সূত্রের খবর, সে কারণেই এদিন সিএসপিগুলোতে পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার।

ভেষজ আবির তৈরির ব্যস্ততা ধন্দুগছে

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ মার্চ : স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে বাজারে চাহিদা বেড়েছে ভেষজ আবিরের। দোকানে গিয়ে অনেকেই খোঁজেন রাসায়নিকমুক্ত আবির বা রং। তা মাথায় রেখে ভেষজ আবির তৈরি করছেন সোনাপুরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। বুধবার সোনাপুরের ধন্দুগছ এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, আবির তৈরির ব্যস্ততা। এলাকার অঞ্জলি বোস দাস, শ্রীমতী বিশ্বাস, অণিমা মজুমদার, রিতা দাসের মতো গোষ্ঠীর অন্য মহিলারা একমনে কাজ করে চলেছেন। কারণ, দোল যে দোরগোড়ায়। রয়েছে ভেষজ আবির বাজারে পাঠানোর তাড়া। সেকারণে সকলেই নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলেছেন। এবিষয়ে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মা বলেছেন, 'ধন্দুগছ এলাকায় দুটি স্বনির্ভর দলের মহিলারা মিলিতভাবে প্রতিবার ভেষজ আবির তৈরি করেন। এবারও করছেন।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সারাবছর মাশরুম চাষ, জৈব সার উৎপাদন সহ নানা কাজে যুক্ত থাকেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তবে প্রতিবার দোল উৎসবের আগে তাঁরা ভেষজ আবির তৈরি করেন। এজন্য ব্যবহার করা হয় গাঁদা ফুল, হলুদ, বিট, গোলাপ, পলাশ সহ নানা উপকরণ। তাঁদের তৈরি আবির চোপড়া, ইসলামপুর, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি তো বটেই এমনকি কোচবিহারেও পাঠানো হয়। বাজারে চাহিদাও রয়েছে ভালো।

শ্রীমতী বিশ্বাস বললেন, 'গোষ্ঠীর মহিলারা সারাবছর কোনও না কোনও কাজে যুক্ত থাকেন। দোলের আগে আমরা ভেষজ আবির তৈরি করি। তা বিক্রি করে উপার্জনও মন্দ হয় না। এখন তো কাজের চাপে দম ফেলারও ফুরসত পাচ্ছি না।' ডঃ শর্মার বক্তব্য, 'গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে অন্য কাজের পাশাপাশি ভেষজ আবির তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।' বর্তমানে মহিলাদের তৈরি ভেষজ আবিরের প্যাকেটে চলছে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের লেবেল সাঁটার কাজ। তবে হলুদ, গোলাপি ও কমলা রংয়ের আবির তৈরি করা সম্ভব হলেও সবুজ রংয়ের আবির বানানো যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন গোষ্ঠীর মহিলারা।

আবির তৈরিতে ব্যস্ত মহিলারা। বুধবার সোনাপুরে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

> গোষ্ঠীর মহিলারা সারাবছর কোনও না কোনও কাজে যুক্ত থাকেন। দোলের আগে আমরা ভেষজ আবির তৈরি করি। তা বিক্রি করে উপার্জনও মন্দ হয় না। এখন তো কাজের চাপে দম ফেলারও ফুরসত পাচ্ছি না।
>
> **-শ্রীমতী বিশ্বাস**
> *স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সলীল কান্তি দাস - কে 23.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74L 22375 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ এবং স্থিতিশীল করেছে এবং অল্প কিছু টাকা খরচ করে আমাকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে। জীবনে এই স্তরের সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। আমাকে এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সিম কিনতে পুলিশের সতর্কবার্তা

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : ভুয়ো সিম কার্ড কাণ্ডের পর থেকে সতর্কতা বাড়াচ্ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সিম কেনার আগে সাধারণ মানুষ কোনওভাবে যাতে নতুন করে ফাঁদে না পড়েন, সেইজন্য একাধিক সতর্কতামূলক বার্তা দিচ্ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সাইবার ক্রাইম থানার কর্তাদের তরফে পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে, সিম বানাতে গিয়ে একবারের বদলে কেউ যদি দু'বার ভোটার কার্ডের ফোটোকপি চায় তাহলে যেন যাচাই করে নেওয়া হয়।

এদিকে, ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া বিপ্লব মল্লিককে জেরা করে বিহারের এক তরুণের নাম পেলেও সেই তরুণ বিহারের ঠিক কোথায় থাকে, সেসংক্রান্ত কোনও তথ্য এখনও পর্যন্ত পুলিশ পায়নি। সেব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। প্রয়োজনে বিহারে একটি টিম যাওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। চারদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে বৃহস্পতিবার ধৃত বিপ্লবকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ফের নিজেদের হেপাজতে চাইতে পারে পুলিশ।

এদিকে, গোটা ঘটনার পর থেকেই শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউই যাতে আর সিম কার্ড কোম্পানির স্টোর ছাড়া অন্য কোনও জায়গা থেকে সিম কার্ড না কেনেন সেব্যাপারে বিশেষ বার্তা দিচ্ছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সিম কার্ড কিনতে হলে কেউই যাতে সিম কার্ড কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির থেকে সিম কার্ড না কেনেন।

সিম কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় 'ডকুমেন্ট' হিসেবে শুধু একটা করে কপিই যেন দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে কেউ দুটো কপি চাইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, দুটো কপি কেন চাওয়া হচ্ছে? বায়োমেট্রিক দেওয়ার সময়ও বিশেষভাবে সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বিপ্লবও নানা অছিলায় ঘুরে ঘুরে সিম কার্ড বিক্রির সময় একবারের বদলে দু'বার বায়োমেট্রিকে ক্রেতাদের ছাপ নিয়ে সবমিলিয়ে ১৭টি সিম কার্ড বিহারের এক তরুণকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

ড্রোনের সাহায্য

চোপড়া, ৫ মার্চ : উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও আইএফএফসিও'র যৌথ উদ্যোগে বুধবার চোপড়ায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ফার্মে ড্রোনের মাধ্যমে গমের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে কৃষকদের দেখানো হয়। কৃষি বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'ড্রোনের সাহায্যে কীটনাশক স্প্রে করতে অনেক সুবিধা হয়। তুলনামূলক খরচও কম।' এলাকার কৃষকরা এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন। এদিন কৃষকদের মধ্যে বেশকিছু কৃষি যন্ত্রপাতিও বিতরণ করা হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দস্যিপনা।।।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন দীপাঞ্জয় ঘোষ।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সামনেই মারামারি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ মার্চ : ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং পুলিশের সামনেই বুধবার ইসলামপুর কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, দুই পক্ষ একে অপরকে বহিরাগত বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, টিএমসিপি'র ব্লক সভাপতি বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছেন। কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের নির্দেশেই বিক্ষোভকারীদের মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। কলেজের তরফে দুজনের বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সিমেস্টার ফি বাবদ পড়ুয়াদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি রসিদে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে গত মাসে বিক্ষোভ দেখান কলেজ পড়ুয়াদের একাংশ। যদিও সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে এদিনও দাবি করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

সেই একই দাবিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কাছে জবাব চাইতে এদিন কলেজের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। বিক্ষোভ চলাকালীন টিএমসিপি'র এক গোষ্ঠী বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এরপর বিক্ষোভকারীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অফিসের মেঝেতে বসে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় পুলিশ। আসেন কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হাসমাত আলি।

ইসলামপুর কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অফিসে বিক্ষোভ। বুধবার।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের বাকবিতণ্ডা চলাকালীন হাসমাতের নির্দেশে টিএমসিপি'র এক পক্ষ বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের গায়ে হাত তোলে বলে অভিযোগ। এর পরেই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তৎক্ষণাৎ পুলিশকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে পড়ুয়াদের অফিস থেকে বের করে দেন। এরপর নিজেদের টিএমসিপি'র সদস্য দাবি করে একে অপরকে এসএফআই এবং বহিরাগত

ইসলামপুর কলেজ

বলে কটূক্তি করতে থাকে দুই পক্ষ।

এদিকে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক উজায়ের আহমেদ সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথা, 'বারবার কলেজের গেট আটকে বিক্ষোভের কারণে অন্য পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' বহিরাগতদের কলেজের পরিবেশ নষ্ট করার বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'অফিশিয়ালি কলেজে কোনও ইউনিয়ন নেই। যে কেউ নিজেদের ইউনিয়ন হিসেবে দাবি করলেও আমরা কাউকে মানব না।'

অন্যদিকে, টিএমসিপি'র ইসলামপুর ব্লক সভাপতি মহম্মদ এহসানের বক্তব্য, 'যাঁরা কলেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তাঁরা সকলেই কলেজের ছাত্র এবং আমাদের সংগঠনের সদস্য। যাঁরা হামলা করেছে তাঁরা বহিরাগত।' তাঁর সংযোজন, 'সংঘর্ষের কারণে দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অধ্যাপকের সামনে কীভাবে গভর্নিং বডির একজন মেম্বারের নির্দেশে পড়ুয়াদের মারধর করা হল, তার বিচার আমরা চাইছি।'

এহসান এমন দাবি করলেও পালটা মারধরের অভিযোগ করেছেন টিএমসিপি'র আর এক পক্ষের সদস্য তুবা রেজা। তিনি বলেন, 'এদিন যখন ওরা আমাদের টিআইসির ওপর চড়াও হয়েছিল। আমরা ওদের ধাক্কা দিতে বাধ্য হই। ওরা কেউ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য না। সবাই এসএফআইয়ের দালাল।'

এদিকে, গভর্নিং বডির সদস্য হাসমাতের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন তিনি। হাসমাতের কথায়, 'কলেজ থেকে খবর পেয়ে আমি সেখানে যাই। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কলেজ কর্তৃপক্ষ নেবে।' মহম্মদ আলতাফ নজির এবং ফরিয়াজ খান নামে দুই ছাত্র বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সবমিলিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সরগরম ইসলামপুর কলেজ।

শেষ কিস্তির অপেক্ষায় শ্রমিক মহল্লা

চোপড়া, ৫ মার্চ : চা সুন্দরী প্রকল্পের মাধ্যমে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরায় ৫০০ ভূমিহীন পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাকা ঘর তৈরির জন্য দেওয়া হয়েছে আর্থিক অনুদান। তিন কিস্তিতে সেই টাকা দেওয়ার কথা। তবে এখনও পর্যন্ত দুই কিস্তির টাকা পেয়েছেন উপভোক্তারা। তাই অনেকের ঘর অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শেষ কিস্তির টাকা পাওয়ার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন তাঁরা। ঘর তৈরির জন্য মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান পাওয়ার কথা। এখনও পযন্ত দুই কিস্তিতে যথাক্রমে ৬০ হাজার এবং ৪০ হাজার করে পেয়েছেন উপভোক্তারা। কিন্তু শেষ কিস্তির টাকা না পাওয়ায় অনেকে ঘর তৈরির কাজ শেষ করতে পারছেন না।

যদিও চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেছেন, 'ইতিমধ্যে উপভোক্তাদের একাংশ ঘরের কাজ সেরে ফেলেছেন। শীঘ্রই তৃতীয় কিস্তির ২০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।' ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির টাকা ঢুকে যাওয়ার কথা। এদিকে উপভোক্তাদের মধ্যে শোভা ছেত্রী বলছেন, 'দুই কিস্তিতে টাকা পেয়েছি। যতটুকু পেরেছি কাজ করেছি। শেষ কিস্তির টাকা পেলে বাকি কাজ শেষ করব।' একই বক্তব্য আরেক উপভোক্তা মিনা ছেত্রীর। সকলেই এখন দিন গুনছেন।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ৫ মার্চ : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গুঞ্জরিয়াগছ এলাকায় একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক তরুণ দেবনাথ বর্তমানে বাবার চিকিৎসা সূত্রে সপরিবারে বাইরে রয়েছেন। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা ঘরের ভেতর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

বুধবার সকালে প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পারেন। ওই বাড়ির মালিকের ভাইয়ের স্ত্রী খুকুমণি দেবনাথ বলেন, 'ঘরের দরজা খোলা। ভেতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।' চুরির ঘটনার কথা জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা জড়ো হন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছানা বিলি

চোপড়া, ৫ মার্চ : উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে উন্নত জাতের মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। সেইসঙ্গে বুধবার স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত চাষিদের হাতে মুরগির ছানা তুলে দেওয়া হল। এদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীপালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ সুদীপ নন্দী, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সুরজিৎ সরকার প্রমুখ।

সহকারী সভাধিপতিকে নালিশ

আবাসের এনওসি দেয়নি বাগান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : বাংলার আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে। কিন্তু চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠল। এনওসি না মেলায় ফাঁসিদেওয়ার সিংহীঝোরা-হেটমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের ২০ জন শ্রমিক বাড়ি তৈরি করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় এক শ্রমিক পুরো বিষয়টি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। চিঠিতে বাগানের ম্যানেজারকে নিশানা করা হয়েছে।

শ্রমিকের চিঠি পেয়েছেন সহকারী সভাধিপতি। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার চা বাগানে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলব। প্রয়োজনে জেলা শাসককে জানাব। এর আগে একবার বাগানে গিয়েছিলাম। তবে সেই সময় ম্যানেজারকে পাইনি।' এদিকে বাগানের ম্যানেজার মিথিলেশ রায় বলেছেন, 'অভিযোগের বিষয়টি আমায় জানা নেই। সকলের সঙ্গে বসে কথা বলে তারপর যা বলার বলব।'

রাজ্যের তরফে বাংলা আবাস যোজনার মাধ্যমে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা চলে এসেছে। কিন্তু ঘর তৈরির কাজ শুরু না হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে না। আর

নিশানায় ম্যানেজার

- আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকেছে
- কিন্তু সন্ন্যাসীস্থান চা বাগান কর্তৃপক্ষ ঘর তৈরির জন্য এনওসি দিচ্ছে না
- ২০ জন শ্রমিক ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে পারছেন না
- ঘর তৈরির কাজ শুরু না হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে না
- ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন সহকারী সভাধিপতি
- ম্যানেজারের বক্তব্য, অভিযোগের বিষয়টি তাঁর জানা নেই

সেটাই এখন এই চা বাগানের একাংশ শ্রমিকের চিন্তার কারণ।

এই বাগানের শ্রমিক ফুলমণি টিগ্গা ঘর বানানোর জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু ম্যানেজার এনওসি না দেওয়ায় তিনি তৈরি করতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে ফুলমণির ছেলে অনীশ টিগ্গা বলছিলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ ঘর তৈরির জন্য এনওসি দেবে বলেছিল। কিন্তু এখনও দেয়নি। সেই কারণে ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে পারছি না।' বাগানের আর এক কর্মী পবন ওরাওঁ একই অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, 'এনওসির জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও ম্যানেজার কোনও অজ্ঞাত কারণে তা দিচ্ছেন না। রাজ্য সরকার আমাদের যোগ্য বলে মনে করায় বাড়ি তৈরির টাকা দিয়েছে। তাছাড়া এই বাগানের জমি সরকারি। সেই জমিতে সরকারি প্রকল্প হতে দেওয়া হচ্ছে না।'

এভাবে বঞ্চিত করা একদম ঠিক হচ্ছে না বলে মনে করছেন পবন। তাঁর সংযোজন, 'আমার মতো অন্তত ২০ জন শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা কাজ শুরু করতে পারছেন না।' এনওসি'র বিষয়টি নিয়ে সিংহীঝোরা-হেটমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুকরাম বারলা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন। সুকরামের বক্তব্য, 'কর্তৃপক্ষ আগে স্থায়ী শ্রমিকদের এনওসি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল। অস্থায়ী কর্মীদের এনওসি নিয়ে তাঁরা ভাবনাচিন্তা করেননি।' এনওসি না দেওয়ার কোনও কথা জানাননি বাগানের ম্যানেজার। এখন দেখার, জল কতদূর গড়ায়।

লরির ধাক্কায় স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ৫ মার্চ : সকালবেলা মেয়েটা স্কুলে গিয়েছিল পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষার পর বেশ খোশমেজাজে বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে বাড়ি ফিরছিল সে। কিন্তু কে জানত, কিছুক্ষণের মধ্যেই চতুর্থ শ্রেণির ফুরফুরে মেয়েটার এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে! লরির ধাক্কায় তরতাজা প্রাণটা চলে গেল।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ঘোষপুকুর-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কে। বেলার দিকে স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল গয়াগঙ্গা চা বাগানের ডিসকো লাইনের বাসিন্দা মাত্র এগারো বছরের জ্যাকলিন খেস। তার সঙ্গে ছিল দুই বন্ধু। বাড়ি ফেরার পথে পাটকলের কাছে একটি লংকাবোঝাই লরি তাকে ধাক্কা দেয়। মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক এই ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় জ্যাকলিন।

ফাঁসিদেওয়া

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। লংকাবোঝাই লরি এবং চালককে আটক করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ছাত্রীর পরিবার হাসপাতালে রয়েছে। স্বজনরা এতটাই মর্মাহত যে কথা বলার মতো অবস্থায় তাঁরা নেই। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিকে, ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পাশাপাশি রাজ্য সড়কে বেশ পরে পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণ করে।

দুর্ঘটনার সময় ওই এলাকায় ছিলেন পরিমল সিংহ। তিনি জানাচ্ছেন, লরিটি এসে পিছন দিক থেকে এই ছাত্রীকে ধাক্কা দেয়। তাঁর কথা, 'এই রাস্তা দিয়ে হোটেলে ভাত খেতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় দেখি মেয়েটি রাস্তা পার করার চেষ্টা করছে। এমন সময় পিছন দিক থেকে লরিটি এসে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল সে।'

দুর্ঘটনার খবর যায় জ্যাকলিনের স্কুলেও। শিক্ষকরা ছুটে আসেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে গয়াগঙ্গা চা বাগানে এখন শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা মৃতার বাড়িতে যান। তিনি বলেন, 'মেয়েটির বাবা চা বাগানে কাজ করেন। কীভাবে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো যায় তা দেখা হবে।'

এর আগেও এই সড়কে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার নজির রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যুতে ফের পথসুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

রাজ্য সড়কে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা

৩ জানুয়ারি, ২০২৫

ঘোষপুকুর কলেজের সামনে রাজ্য সড়কে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধকে ধাক্কা দেয় পাথরবোঝাই ডাম্পার। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি।

৯ অগাস্ট, ২০২৪

এই রাজ্য সড়ক দিয়ে টিউশন পড়তে যাচ্ছিলেন এক তরুণী অঞ্জনা এক্কা। রাস্তা পারাপারের সময় আমবাড়ি বাজারের কাছে ঘোষপুকুরগামী একটি বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন তরুণী।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসে পরীক্ষা দিল জখম ছাত্র

চাকুলিয়া, ৫ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় জখম হল এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসে পরীক্ষা দিয়েছে সে। বুধবার ঘটনাটি ঘটে বিহেরিয়া এলাকায়। আহত অবস্থায় তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করার পর কিছুটা সুস্থ হলে সেখানেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পড়ুয়ার নাম সুমিত বিশ্বাস। সে চাকুলিয়া হাইস্কুলের ছাত্র। স্থানীয়দের দাবি, এদিন সুমিত তার বন্ধুর সঙ্গে বাইকে চেপে কানকি শ্রী জৈন বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। বিহেরিয়ায় তাদের বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারালে নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে দুজন। দুজনেই আহত হয়। সুমিত গুরুতর জখম হলে তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

এদিন চাকুলিয়া হাইস্কুলের আরেক পরীক্ষার্থী লক্ষ্মী মহলদার হঠাৎ অসুস্থ হলে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাকে। তারও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তার পরীক্ষার সেন্টার ছিল মনোরা হাইস্কুলে। চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে জানান, দুই পড়ুয়ার ঘটনা জানার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দুজন ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

মাইক প্রচারে বিতর্ক

খড়িবাড়ি, ৫ মার্চ : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন হিমঘরে আলু রাখার প্রচার হল মাইক বাজিয়ে। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। খড়িবাড়ি বাজারের এই ঘটনায় মাইক সহ প্রচার গাড়ি আটক করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বুধবার ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। সেই সময় খড়িবাড়ি হিমঘরের একটি প্রচার গাড়ি মাইক বাজিয়ে হিমঘরে আলু রাখার প্রচার চালাচ্ছিল। সেই সময় আটক করা হয় গাড়িটি। খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক ঠাকুরদাস কার্জি বলেন, 'সম্প্রতি হিমঘর কর্তৃপক্ষকে কৃষকদের স্বার্থে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন প্রচার করাটা ঠিক হয়নি। পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে।'

সম্মেলন

বাগডোগরা, ৫ মার্চ : অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অনুমোদিত বেঙ্গল এরিয়া এমইএস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার। বিহার মোড়ে একটি বেসরকারি ভবনে সম্মেলন হয়েছে। প্রথমে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সভাপতি জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিনিধিরা শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন। বিহার মোড় থেকে মিছিল হয়। মিছিল শেষে শুরু হয় দু'দিনব্যাপী সম্মেলন। বৃহস্পতিবার বিকেলে সম্মেলন শেষ হবে।

বৌ নয়, চুরি যাওয়া জিনিস ফেরতের আর্জি

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : কথায় বলে ঘর ভাঙা সম্পর্ক আর সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি নতুন করে জোড়া যায় না। যখন তখন গিঁট খুলে ভো-কাট্টা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মানিক পাল। বালুরঘাট ব্লকের দৌল্লা গ্রামের মানিক তাঁর ঘর ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে ফের সংসারে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মহিলা সন্তান, টাকা, গয়না সব নিয়ে ফের চম্পট দিয়েছেন। মানিক যথারীতি থানায় গিয়ে স্ত্রীর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন, কিন্তু সেটা স্ত্রীকে ফেরাতে নয়, চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পেতে।

পেশায় সাইকেল মেকানিক মানিকের বছর ছয়েক আগে বিয়ে হয়। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে। পরিবারে আয় বাড়াতে বছর দুয়েক আগে স্ত্রী-সন্তানকে বাড়িতে রেখে তিনি ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছিলেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য এক পুরুষের সঙ্গে পরিচয়, প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্ত্রীর। শেষে তার সঙ্গেই ঘর ছাড়েন তিনি।

ঘটনার অবশ্য এখানেই সমাপ্তি হয় না। ভিনরাজ্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে মানিক সম্প্রতি বাড়ি ফিরে এসে একটা দোকান করেছেন। কাকতালীয়ভাবে তাঁর স্ত্রীও দ্বিতীয় সংসার ছেড়ে বাবার বাড়িতে এসে ওঠেন। তাঁর চলে যাওয়াটা ভুল হয়েছিল স্বীকার করার পাশাপাশি ক্ষমা চেয়ে শ্বশুর বাড়িতে বার্তা পাঠান। মানিকও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সুখের সংসার' শুরু হয়। কিন্তু বিধি বাম। এক দুপুরে মানিক বাড়ি ফিরে দেখেন সব ভোঁ ভা। স্ত্রীর সঙ্গে গায়েব আলমারিতে রাখা গয়নাগাটি, তার জমানো টাকাপয়সা সব! ছেলেও নেই।

ঘর করার মোহ এবং স্ত্রীকে বিশ্বাস করে ঠকার ঘোর কাটার পর মানিক ছুটেছেন বালুরঘাট থানা। বলছেন, মানুষ মাত্রেই

ছবি : এআই

ভুল হয়। ক্ষমা চাওয়ায় ভেবেছিলাম এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তার উপর ছেলেটা মাত্র তিন বছরের। মাকে ওর দরকার। সব মিলিয়ে অতিত ভুলে ফের সংসারটা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সুতো ছিঁড়ে গেছে, তা আর জোড়া লাগবার নয়। ও দুরভিসন্ধি নিয়েই ফিরে এসেছিল। আমি ছেলে আর টাকাপয়সা ফিরে পেতে চাই। বৌ ধরা পরলেই সেটা সম্ভব, তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

দুরমুশ

চাঁদমণি স্কুলের সেই বিতর্কিত বিল্ডিং প্রায় ৮০ শতাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

অনন্য স্থাপত্য চৌধুরী জমিদারবাড়িতে

উত্তরের শিকড়

সুকুমার বাড়ই

জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে প্রায় ৭৪ বছর আগে। কিন্তু সেসময়ের জমিদারবাড়ি আজও বাংলার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জমিদারবাড়ির ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী। কোনও জমিদারের উৎপত্তি, কোনও জমিদারের যুদ্ধের ইতিহাস, কোনও জমিদারের পরিবারের ইতিহাস ইত্যাদি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে শতাব্দীপ্রাচীন এমনই এক জমিদারবাড়ি ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সময়ের গর্ভে হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই। কিন্তু কোনওরকমে টিকে রয়েছে জরাজীর্ণ এই দোতলা জমিদারবাড়িটি।

ইসলামপুরের পুরাতনপল্লি এলাকায় গেলে এখনও ইতিহাসপ্রেমী মানুষ এই চৌধুরী জমিদারবাড়ির খোঁজ করেন। চৌধুরী পরিবারের জমিদার এই বাড়ি তৈরি করেন। তবে এখন গোটা বাড়ির কারুকার্যে আগাছা আর অযত্নের ছোঁয়া চোখে পড়ে। ইট, বালি ও চুনের গাঁথুনি দেওয়া দেওয়ালগুলি বেশ চওড়া। ঘরের ছাদ চুন, সুরকি দিয়ে তৈরি। মাটি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা ছাদের। ভেতরে বড় আকারের ৫টি ঘর, নীচে ও দোতলায় দুটি বড় আকারের বারান্দা আছে। দরজা ও জানলাগুলিও বেশ বড় আকারের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় জানা গেল, এক সময় জমিদার হাতি চড়ে এই বাড়িতে ঢুকতেন। জমিদারি বিলুপ্তির পর ভবনটি ধীরেধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই জনপদের অতীতের সাক্ষ্য সংবলিত এই জমিদারবাড়ি। প্রাসাদের অলংকরণ আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে দেয়। বড় একটি খিলান রয়েছে অন্য প্রান্তে। ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে ২০১১ সালের ৩০ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই জমিদারবাড়িকে হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে। ইতিহাস অনুরাগী ও গবেষকদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী এই ভবনের সংস্কারের দাবি জোড়ালো হচ্ছে।

ইসলামপুরের পুরাতনপল্লিতে চৌধুরী পরিবারের জমিদারবাড়ি।

অক্সফোর্ডে দিদি

গত ডিসেম্বরেই লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে ২১ মার্চ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

হাইকোর্টে মা

পানাগড়ে ইভেন্ট ম্যানেজার সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তাঁর মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আসছে অ্যাপ

সরকারি বাসের অবস্থান জানতে অ্যাপ নিয়ে আসছে পরিবহণ দপ্তর। খুব শীঘ্রই অ্যাপটি চালু হয়ে যাবে। এর ফলে বিভিন্ন রুটের বাসের অবস্থান জানা যাবে।

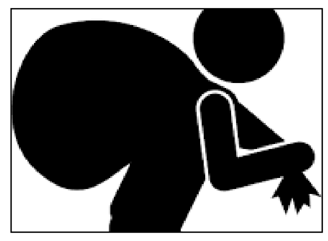

টাকা লুট

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার বড়বাজারে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে ঢুকে ১৫ লক্ষ টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা। মালিকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে অফিস খুলতে তৎপর শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে সরাসরি নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সেই লক্ষ্যে এবার মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে (৭৩ নং ওয়ার্ড) মণ্ডল অফিসের জন্য জমি খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির দাবি, জায়গা এখনও ঠিক হয়নি। এলাকায় মণ্ডল অফিসের জন্য বিরোধী দলনেতা সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও শুভেন্দু তথা বিজেপির এই উদ্যোগকে 'দেউলিয়া রাজনীতি' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার তালিকা সাফ করতে মাঠে নামার পর এলাকায় এলাকায় পালটা নজরদারি শুরু করেছে বিজেপি। ভবানীপুর সহ দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার অধীন বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, কসবা, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য বলেন, মঙ্গলবার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মণ্ডল নেতৃত্ব ভবানীপুরে তাঁদের দপ্তর না থাকার বিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে জানালে শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন। তবে মণ্ডল অফিস করতে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমির খোঁজ করার বিষয়টি মানতে চাননি তিনি। ২০১৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়, তৃণমূলের সুব্রত বক্সীর কাছে পরাজিত হলেও, ভবানীপুরে জয়ী হন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির দপ্তর ছিল ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৭৪ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে। রাজনৈতিক চাপেই তা বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে জেলা বিজেপির দাবি। সর্বশেষ কলকাতা পুরসভা ভোটেও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে পিছিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। বিজেপির মতে, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির মণ্ডল কার্যালয় খুলতে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডকে বেছে নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছেন শুভেন্দু।

তবে বিজেপি তথা শুভেন্দুর এই উদ্যোগকে পাত্তা দিতে চায় না তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমারের মতে, এটা শুভেন্দু ও বিজেপির দেউলিয়া রাজনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, 'এসব করে আদপে কিছু হবে না। বৃথা চেষ্টা। ভবানীপুরে কেন দক্ষিণ কলকাতায় ওরা একটা নয়, একশোটা অফিস খুলতে পারে। কিন্তু, তাতে ভোটের ফলের কোনও তারতম্য হবে না।'

বন্যা প্রতিরোধে ১৫০ কোটি

কলকাতা, ৫ মার্চ : গতবছর নদীভাঙন ও বাঁধগুলি থেকে হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে জল ছাড়ার জন্য রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মাসখানেক আগে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার জন্য বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই কারণে রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। দুর্বল বাঁধ মেরামত, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বন্যা মোকাবিলার সরঞ্জাম কেনা, সেচ খালগুলির সংস্কার, পাম্পিং স্টেশনগুলি মেরামত করার জন্য এই টাকা ব্যবহার করা হবে। মার্চের মধ্যেই এই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে বলা হয়েছে।

যাদবপুরের বিশৃঙ্খলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

কোর্টে উল্লেখ পড়শি দেশের

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা দেখছে কলকাতা হাইকোর্ট। গোয়েন্দাদের এই ধরনের ভূমিকা থাকলে আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। যাদবপুর কাণ্ডে পুলিশের কখনও অতিসক্রিয়তা, কখনও বা নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের হয়।

বুধবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এত জমায়েত হল? গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। ওই ভিড় সম্পর্কে কি পুলিশের গোয়েন্দারা জানতেন না? না, মন্ত্রী গোয়েন্দাদের তথ্য গুরুত্ব দেয়নি? ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে।'

তিনি বলেন, 'সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি।' তবে আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বয়ান অনুযায়ী এফআইআর দায়ের না করায় রাজ্যকে তীব্র

বিচারপতি উবাচ

- গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত
- ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে
- সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি
- রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়

ভর্ৎসনাও করা হয়।

আবেদনকারী পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় ছাত্রদের ওপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পড়ুয়াদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে ছাত্ররা ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য হামলা চালিয়েছে, তা উল্লেখ করেছে পুলিশ। এই অভিযোগ সত্যি নয়।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আহত ছাত্রের বয়ানের ভিত্তিতে কেন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি? মন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিচারপতি বলেন, 'রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়।'

এজি জানান, মন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ভিতরে রাখা হয়নি। যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীদের পরিচিতি জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু উত্তর না মেলায় এফআইআর রুজু করা হয়নি বলে জানান এজি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, অবিলম্বে আহত ছাত্রের বয়ান অনুযায়ী রাজ্যকে এফআইআর রুজু করতে হবে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও জমা দিতে হবে। ১২ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি।

যাদবপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা দ্রুত শুনানির জন্য এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি এদিনও জানিয়ে দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের। তাই এক্ষেত্রে এখনই আদালতের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন আছে। আইনশৃঙ্খলাজনিত বিষয় হলে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।

তবে আবেদনকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি জরুরিভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন।

অরবিন্দ ভবনের সামনে বিক্ষোভে যাদবপুরের পড়ুয়ারা। - আবির চৌধুরী

হাসপাতালে উপাচার্য, মিছিলে ইন্দ্রানুজের বাবাও

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বুধবার বিকাল চারটের মধ্যে উপাচার্যকে আলোচনায় বসতে হবে বলে দাবি জানিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী কেয়া গুপ্ত অভিযোগ করেন। এরপরই তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগেও একবার তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। তাই চিকিৎসকরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

এদিনও সকাল থেকে উত্তপ্ত ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে উপাচার্য যেহেতু কথা বলেননি, তাই পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিনও আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জখম ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা অমিত রায়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের বাইরে ধর্নায় বসে ছাত্র পরিষদও।

হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্দ্রানুজের চোখে ও পায়ের পাতায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু মঙ্গলবারই তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য দাবি করেছিলেন, 'এত বড় গাড়ি চলে গেলে শুধু চোখে আঘাত লাগবে কেন?' এই বিষয় নিয়ে এদিন মুখ খুলেছেন অমিতবাবু। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। আমার অনুরোধ, এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না। আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফেরানোর।' এরপরই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'গাড়ির নীচে চাপা পড়ে আরও বড় ক্ষতি হলে তিনি কি খুশি হতেন?' মঙ্গলবারই ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি এই ঘটনায় অনুতপ্ত ও কষ্ট পেয়েছেন।'

তবে উপাচার্য তাঁদের সঙ্গে কথা না বলায় ছাত্রছাত্রীরা যে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ, তা এদিন তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বলেন, 'এর আগেও দেখা গিয়েছে, সারদা, নারদ মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হলেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন। উপাচার্যের অসুস্থতা কতটা, তা আমরা জানি না। তবে তিনি যে ধরনের ভূমিকা দেখিয়েছেন, তা অভিপ্রেত নয়।'

আজ তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক, থাকছে আইপ্যাক

কলকাতা, ৫ মার্চ : নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুতুড়ে ভোটার ধরতে ৩৫ জনের একটি কোর কমিটি গঠনও করে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটি প্রথম বৈঠকে বসছে। সেখানে দলের জেলা সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন দুপুরে কলকাতার বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটানে তৃণমূলের কার্যালয়ে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই বৈঠকে থাকতে পারেন। কোন জেলায় কত ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলার সভাপতিরা দলের রাজ্য সভাপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দলের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে দেওয়া হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকাতেই বেশি ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূল ভবনের ওই বৈঠকে অনেকদিন পর দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকেদের থাকার কথা। মাঝে আইপ্যাকের ওপর নেত্রী তেমন গুরুত্ব না দিলেও সদ্য নেতাজি ইন্ডোরে দলের সভায় তাদের কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন। তাদের সমীক্ষা কাজে লাগানোর কথাও বলেন। তাদের বিরুদ্ধে দলের কেউ উলটোপালটা কথা যেন না বলেন, এমন হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তাঁর নির্দেশেই বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের লোকেদের তৃণমূল ভবনে ডাকা হয়েছে। এতে স্বভাবতই খুশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পছন্দেই মূলত আইপ্যাককে দলের কাজে রাখা হয়েছে। ইন্ডোরের সভায় অভিষেকের উপস্থিতিতে নেত্রীর এই সংক্রান্ত কথায় অভিষেক উৎসাহিত হয়েছেন বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

মার্চের শেষেই বঙ্গ সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শা'র সফরে চর্চা রাজ্য সভাপতি নিয়ে

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসতে পারেন শা। এমাসেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই শা-র এই সফর ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিজেপিতে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ও রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডাকে দিল্লি গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বিষয়টি সামনে আসে। যদিও শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি সাংগঠনিক বিষয় বলে তা নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। যদিও তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বিষয় জানাই। এটাও সেরকমই ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরে বলার নয়।' এরপর তাঁকে শা'য়ের আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'এ মাসের শেষের দিকে আসতে পারেন।' এদিকে সুকান্তদের শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার ও অমিত মালব্য।

সূত্রের খবর, দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তবে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠের মতে, অন্যান্য বারের মতো ওই দিল্লি সফর নিয়ে সেভাবে উচ্ছ্বাস দেখাননি বিরোধী দলনেতা।

মঙ্গলবার বিকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। সেই সাক্ষাতের পরই রাজ্যে অমিত শা-র সফরের

বিজেপির একাংশ মনে করছে, রাজ্যে অমিত শা-র সফরের আগেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। নতুন রাজ্য সভাপতিকে দলের সামনে তুলে ধরতেই রাজ্যে আসছেন শা। দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল। এরই মধ্যে ১৮ থেকে ২৩ মার্চ নাগপুরে আরএসএসের বৈঠক। একটি সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে যোগ দেবেন নবনির্বাচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেক্ষেত্রে ১৮ মার্চের আগে নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণার পরই বাংলায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ।

এই আবহে মঙ্গলবার সুকান্ত ও মালব্যের শা-র সঙ্গে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। সভাপতির দৌড়ে থাকা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলেরা কেউই এখনও নিশ্চিত নন। রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যেভাবে আরএসএস এবং বিজেপির টানাপোড়েন চলেছে, তাতে শেষপর্যন্ত শ্যামও রাখি ও কুলও রাখি গোছের কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বহাল রাখা হতে পারে। বিশেষত মঙ্গলবার শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর যথেষ্ট উজ্জীবিত সুকান্ত শিবির। যদিও দলের অন্য একটি অংশের মতে, সুকান্তর মেয়াদ বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে।

তবে বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নাম। তবে যাই হোক না কেন, রাজ্যের নতুন সভাপতির অভিষেককে উপলক্ষ্য করেই যে রাজ্য সফরের পরিকল্পনা করেছেন শা, সেই ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রাজ্য বিজেপি।

আইনজীবী বদল মমতার

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিধায়কদের শপথগ্রহণ ঘিরে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চারজনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই মামলায় মমতার আইনজীবী হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় বসু। বুধবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল নামের সলিসিটর সংস্থা জানায়, এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করবে তারা।

মালদা টাউন থেকে হোলি স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন **হোলি উৎসব** উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, নিম্নলিখিত স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - আনন্দ বিহার টার্মিনাল			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার টার্মিনাল - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৭.০৩.২০২৫	–	০৯.৩০	↓ মালদা টাউন	২৩.৩০	–	১৯.০৩.২০২৫
	১২.৫১	১২.৫৬	ভাগলপুর	১৮.৪৫	১৮.৫০	
	১৪.০৮	১৪.১৩	জামালপুর	১৭.২৫	১৭.৩০	
১৮.০৩.২০২৫	১৩.৩০	–	আনন্দ বিহার (টি) ↑	–	১৫.৪৫	১৮.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পীরপৈন্তী, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ও গোবিন্দপুরী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩৫ – ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার (টি) থেকে** ০৩৪৩৬ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০২টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৬টি, স্লিপার ক্লাস – ০৮টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৪টি, এলএসএলআরডি – ০১টি ও পাওয়ার কার – ০১টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪২৫/০৩৪২৬ মালদা টাউন - পুনে - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - পুনে			(০৩৪২৫) (০৩৪২৬)	পুনে - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
২১.০৩.২০২৫	–	১৭.৩০	↓ মালদা টাউন	১৬.৩০	–	২৫.০৩.২০২৫
	২২.৩০	২২.৪০	ভাগলপুর	১২.৩৫	১২.৪৫	
২২.০৩.২০২৫	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর জংশন	১১.১৫	১১.২০	
	০৯.৪৫	০৯.৫০	প্রয়াগরাজ ছিওকী	২৩.০০	২৩.০৫	২৪.০৩.২০২৫
২৩.০৩.২০২৫	১১.৩৫	–	পুনে ↑	–	২২.০০	২৩.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, জবলপুর, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, ভুসাবল জংশন, জলগাঁও জংশন, মনমাড় জংশন ও দৌন্ড কর্ড লাইন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪২৫ – ২১.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **পুনে থেকে** ০৩৪২৬ – ২৩.০৩.২০২৫ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-চর্লাপল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - চর্লাপল্লী			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	চর্লাপল্লী - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৮.০৩.২০২৫	–	১৮.১০	↓ মালদা টাউন	০৫.১০	–	২২.০৩.২০২৫
	১৯.৫৭	২০.০২	রামপুরহাট	০০.৫৩	০০.৫৮	
	২১.৩৭	২১.৩৯	বর্দ্ধমান	২২.৫০	২২.৫২	২১.০৩.২০২৫
১৯.০৩.২০২৫	২২.৩৮	২২.৪৩	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	
	০১.১৫	০১.২৫	খড়গপুর	১৮.৪৫	১৮.৫৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১২.২০	১২.২৫	
	২২.০০	২২.১০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২২.২৫	২২.৩৫	২০.০৩.২০২৫
২০.০৩.২০২৫	০৪.০০	–	চর্লাপল্লী ↑	–	১৬.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বোলপুর শান্তিনিকেতন, আন্দুল, বালাসোর, ভদ্রক, কটক, খোরধা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম রোড, বিজয়নগরম জংশন, কোট্টাভালাসা, পেন্দুর্তি, উত্তর সিমহাচলম, দুব্বাডা, সামালকোট, রাজামুন্দ্রী, গুন্টুর, সত্তেনপল্লী, পিডুগুরাল্লা, নডীকুডী, মির্যালগুড়া, নলগোন্ডা ও পগিডিপল্লী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩০ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **চর্লাপল্লী থেকে** ০৩৪২৯ – ২০.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০২টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৫টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন - উধনা - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - উধনা			(০৩৪১৭) (০৩৪১৮)	উধনা - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৬.০৩.২০২৫ ২২.০৩.২০২৫	–	১২.২০	↓ মালদা টাউন	০২.৫৫	–	২০.০৩.২০২৫
	১৩.১৭	১৩.১৯	বারহারওয়া জংশন	০১.০৮	০১.১০	২৬.০৩.২০২৫
	১৫.৩৫	১৫.৪৫	ভাগলপুর	২২.২৫	২২.৩৫	১৯.০৩.২০২৫
১৭.০৩.২০২৫ ২৩.০৩.২০২৫	০৯.৫৫	১০.০৫	জবলপুর	০২.৩০	০২.৪০	২৫.০৩.২০২৫
	১৮.৫৫	১৯.০০	ভুসাবল জংশন	১৮.৫০	১৮.৫৫	১৮.০৩.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫
১৮.০৩.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫	০০.৪৫	–	উধনা ↑	–	১২.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন, অভয়পুর, কিউল জংশন, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছিওকী, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, অমলনের, দৌন্ডাইচা, নন্দুরবার, নওয়াপুর, ভ্যারা ও চলথান স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৭ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ২২.০৩.২০২৫ (শনিবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **উধনা থেকে** ০৩৪১৮ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ২৪.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৩টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৬টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৩/০৩৪১৪ মালদা টাউন - দিল্লি - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - দিল্লি			(০৩৪১৩) (০৩৪১৪)	দিল্লি - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৫.০৩.২০২৫ ১৮.০৩.২০২৫	–	০৭.০০	↓ মালদা টাউন	১৭.৩০	–	১৭.০৩.২০২৫ ২০.০৩.২০২৫
	১০.৫০	১১.০০	ভাগলপুর	১২.৪৫	১২.৫৫	
	১২.২০	১২.২৫	জামালপুর জংশন	১১.০০	১১.০৫	
১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫	০২.০০	০২.০৫	কানপুর সেন্ট্রাল	১৯.৪০	১৯.৪৫	১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫
	১০.৩৫	–	দিল্লি ↑	–	১৩.৩৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, বরিয়ারপুর, ধরহরা, অভয়পুর, কজরা, কিউল জংশন, লক্ষ্মীসরাই জংশন, বরহিয়া, হাথীদা জংশন, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর জংশন, খুসরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন ও প্রয়াগরাজ স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৩ – ১৫.০৩.২০২৫ (শনিবার) ও ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **দিল্লি থেকে** ০৩৪১৪ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তৈরি হচ্ছে জমির মৌজা মানচিত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : একশো বছর পর রাজ্যের জমির মৌজা মানচিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই মানচিত্র তৈরি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপরই বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রধান সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে এপ্রিল থেকেই এই মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হবে। তিনটি পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ৪২ হাজার ৩০২টি মৌজার মানচিত্র তৈরি হবে। এর আগে ১৯২৫ সালে এই মৌজা মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগ হয়েছে। এছাড়াও অনেক পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভায় পরিণত হয়েছে। জলা, নীচু ও কৃষিজমি পরিণত হয়েছে বাস্তুজমিতে। ফলে পুরোনো মানচিত্রের সাহায্যে এখন জমি কেনাবেচা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া বহু পুরোনো রেকর্ডও ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা ও সরলতা আনতে নতুন মৌজা মানচিত্র তৈরি করার কাজ শুরু হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সমীক্ষার কাজ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া এবং বীরভূম জেলায় সমীক্ষা হবে। তৃতীয় ধাপে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সমীক্ষা হবে। প্রাথমিকভাবে ৪২,৩০২টি মৌজা থাকলেও অনেক জলাভূমি রয়েছে। আবার অনেক এলাকার শ্রেণিবিন্যাস ঘটেছে। ফলে

এপ্রিলে শুরু হবে কাজ

নতুন করে ৬৮,৪৫৩টি মৌজা তৈরি হতে পারে। ফলে সেক্ষেত্রে এই সংখ্যক মানচিত্রই তৈরি করা হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মানচিত্র তৈরির জন্য উপগ্রহ চিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়াও ড্রোনের মাধ্যমে ছবি তুলে জিও ট্যাগিং করা হবে। এলাকায় ঘুরে সমীক্ষাও একইসঙ্গে হবে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ এলাকার মানচিত্র তৈরি হতে অন্তত দেড় বছর সময় লাগতে পারে। যে সমস্ত জলাভূমি, কৃষি ও নীচু জমি বাস্তুজমিতে পরিণত হয়েছে, সেগুলিরও মানচিত্রে শ্রেণিবিন্যাস করে দেখানো হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় অনেক মৌজা রয়েছে, যার এক অংশ এরাজ্যে থাকলেও অন্য অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। দেশভাগের পর নতুন করে আর মানচিত্র তৈরি না হওয়ায় ওই মৌজার সঠিক তথ্যও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে নেই। ফলে জমির চরিত্র বদল ও মিউটেশন করতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন মানচিত্র তৈরি করা হলে এই সমস্যা আগামীদিনে হবে না।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১ ফাল্গুন ১৪৩১

সিপিএমের চর্বিতচর্বণ

প্রকাশ কারাতের আবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণের পর থেকে তিনি যেভাবে দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দলটির রাশ হাতে নিয়েছেন, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, কারাতই এখন সিপিএমের সর্বেসর্বা। দলের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে আসায় সিপিএম আবার কারাতের পুরোনো নীতি মেনে চলতে শুরু করেছে।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সেই প্রবণতা মারাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথমটি, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারকে নব্য ফ্যাসিবাদী বলে আখ্যা না দেওয়া ও দ্বিতীয়টি, কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলা। এপ্রিল মাসে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের আগে দলের রাজ্য কমিটিগুলিকে পাঠানো নোটে সিপিএম মন্তব্য করেছে, ১০ বছরের মোদি জমানায় নব্য ফ্যাসিবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও তাকে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী বা নব্য ফ্যাসিবাদী বলা যায় না। দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠনেও আপত্তি জানানো হয়েছে।

বিজেপির বিরোধিতায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। পুরোপুরি ভেস্তে না গেলেও খাতায়-কলমে এখনও 'ইন্ডিয়া' জোটের অস্তিত্ব আছে। জোটে সিপিএমও রয়েছে। তারপরও কারাতের নেতৃত্বে এহেন ভোল বদল স্পষ্ট। ইয়েচুরি কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বিজেপি বিরোধিতায় হাত শিবিরের পাশে ছিলেন। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় কেরলে সিপিএম-কংগ্রেসের আকচা-আকচি স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপি-আরএসএস এবং কংগ্রেস সম্পর্কে সিপিএমের নতুন মূল্যায়নে কেরলেই দলের পরিণতি যাই হোক, দেশের মানচিত্রে লাল রং আরও ফিকে হতে পারে।

প্রধান প্রতিপক্ষ নির্ধারণে এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সিপিএমের প্রতি মানুষের আস্থা রাখা কঠিন। রাহুল গান্ধির মতে, দেশে বর্তমানে দুটি মতাদর্শের লড়াই চলছে। একটি বিজেপি-আরএসএসের, অন্যটি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের। রাহুলের এই সুর আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনদের গলায়ও আছে। কিন্তু কারাতরা কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণে বেশি সময় ব্যয় করছেন।

কারাত অতীতেও কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্বের নীতি নিয়েছিলেন। তাতে সিপিএমের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। তাঁর আমলেই ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল সিপিএম। তবে তারপরে ইয়েচুরি জমানায় সেই অবস্থান থেকে সরেছিল সিপিএম। ইয়েচুরির অবর্তমানে সেই কাজটি এবার বিনা বাধায় এগোচ্ছে।

ফ্যাসিবাদ প্রশ্নে সিপিএমের এই লাইন নিয়ে সিপিআই, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের মতো বাম দলগুলিও সমালোচনা করেছে। আবার কংগ্রেসের হাত ধরতে তৃণমূল, আপ, সপা'র মতো সিপিএমও আপত্তি তুলেছে। তবে ওই তিনটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সিপিএমের তুলনা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে ওই দলগুলির মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে। হাত শিবির এখন নিজেদের শক্তি যাচাইয়ে দেশের সর্বত্র একক ক্ষমতায় লড়াই করতে চায়।

সিপিএমও নিশ্চয়ই একলা চলার রাস্তা বেছে নিতে পারে। যে কোনও দলের অবস্থান ঠিক করার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবটা না বুঝলে আখেরে সেই দলের লোকসান। কেরল বাদে সিপিএমের গর্ব করার মতো শক্তি আর কোনও রাজ্যে নেই। কেরলে আবার সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে লালঝান্ডাধারীরা দাঁতও ফোটাতে পারে না। ফলে বিজেপি-আরএসএস বিরোধী শক্তি হিসেবে সিপিএমের ক্ষমতা এবং দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এই অবস্থায় কারাত লাইনে সিপিএমের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, তামিলনাড়ু, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিপিএমের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক হওয়ায় সিপিএমের দ্বিচারিতা স্পষ্ট। এতে সিপিএমের চরিত্র নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। কিছু বস্তাপচা ধারণা আঁকড়ে সিপিএম নিজেদের বড় বিপ্লবী দল প্রমাণ করতে মরিয়া। কিন্তু দেশের রাজনীতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে জনতার দরবারে ঠাঁই পাওয়া মুশকিল।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন। – **শ্রীশ্রী রবি শংকর**

বাংলার ভাষাবাজারে বাস্তবের ছবি

'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে বাংলায় ৭টি ভাষার ব্যবহার হয়। কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

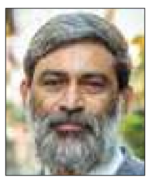

ফেব্রুয়ারি মাসের বাংলা ভাষা বিষয়ক সমারোহগুলো প্রায় শেষ। 'হিংলিশ মিডিয়াম' পশ্চিমবঙ্গে এবার এই শৌখিন ভাষা-রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি তকমা নিয়ে সেলিব্রেশন! এসব নিয়ে আমরা, নাগরিক বাঙালিরা গত প্রায় ছ'মাস বেশ আবেগতাড়িতই ছিলাম। এখন শীত শেষ, সেলিব্রেশনও প্রায় শেষ। এই সুযোগে বাংলার ভাষা-পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে কিছু কথা হোক! এটা প্রথমেই মনে রাখলে সুবিধে হবে যে, শুধু বাংলা ভাষাই পশ্চিমবাংলার ভাষা নয়, এই বাংলা, ভারতের একটি অন্যতম বহুভাষিক রাজ্য। জনগণনার সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এ রাজ্যে ১১২টি ভাষার ব্যবহার আছে এবং এইসঙ্গে আছে আরও ২০১টি বুলি বা মাতৃভাষার ব্যবহার। এই বুলি বা মাতৃভাষারা সেই অর্থে সরকারি ফোকাস বা সমাজের মূল ভাষা-স্রোতের বাইরে দিয়ে চলে। ১০ হাজারের কম লোক কথা বলে এরকম বুলিকে সেন্সাসও আলাদা করে অধ্যয়ন করে না। ফলে মাঠে-ঘাটে-গ্রাম-বস্তিতে ছড়িয়ে থাকা এরকম অনেক বুলি বা মাতৃভাষার বিশদ খবর সেন্সাসও দিতে পারে না।

যাই হোক, জনগণনার সর্বশেষ তথ্যে ঠাসা বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে সংকলিত ভারতীয় সেন্সাস সংগঠনের নতুন 'ভাষা-মানচিত্র : ২০১১' বা 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাটলাস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল : ২০১১' প্রকাশিত হয়েছে যা তার তথ্যভাণ্ডারের জন্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার, মানে পশ্চিমবাংলার ভাষা নিয়ে কিছু বলা ও লেখার আগে এই অ্যাটলাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া নানা কারণে জরুরি।

সেন্সাসের এই নতুন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ২২টি 'ভারতীয়-আর্য' বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং এর মধ্যে বাংলাই প্রধান (৮৯.২১ শতাংশ)। বাংলার পরেই রয়েছে যথাক্রমে হিন্দি (৭.২০ শতাংশ), উর্দু (১.৮৯ শতাংশ) ও নেপালির (১.৩১ শতাংশ) স্থান। এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারতীয়-আর্য ভাষার বাচক তুলনামূলকভাবে সবচাইতে কম। কেন কম? এই দুটি জেলায় ভারতীয়-আর্য ভাষা কল্কে পাচ্ছে না কেন? খবরগুলো জানার পর এসব প্রশ্ন উঠবে!

বাংলার 'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে ৭টি ভাষার ব্যবহারের কথা জানা যাচ্ছে। সেগুলো হল, কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়। গোটা বাংলার নিরিখে এদের সম্মিলিত অনুপাত মাত্র ০.৩৪ শতাংশ- এটা যেমন জানা যাচ্ছে, আবার এসব ভাষাভাষীরা বাংলার কোন কোন অঞ্চলে থাকেন, তাদের দ্বিভাষীকতা বা ত্রিভাষীকতার হার কেমন, সেন্সাসের তথ্য থেকে সেগুলোরও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবাংলায় 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' ভাষাভাষীরা যে এখন মোট জনসংখ্যার ২.৮৪ শতাংশ সেটা এত স্পষ্ট করে এই রিপোর্টটি হাতে না পেলে জানা যেত না! এটা আবারও পরিষ্কার হল যে সাঁওতালরাই এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিরঙ্কুশ ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৯৩.৭৮ শতাংশ। প্রসঙ্গত, সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, শবর, ভূমিজ, খারিয়া, হো, কোরওয়া- এইসব জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষা-পরিবারের সঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্পর্কের কথা সুবিদিত।

এবার বাংলায় 'ভোট-বর্মী' ভাষার কী পরিস্থিতি? জনগণনার তথ্য জানাচ্ছে, বাংলায়, ২০১১ সালের সেন্সাসের হিসেবে মোট ৬১টি ভোট-বর্মী বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং তাদের সম্মিলিত বাচকসংখ্যা, ৯১,৭৯৩। রাজ্যের জনসংখ্যায় অনুপাতের হিসেব, মাত্র ০.১০ শতাংশ। ভোট-বর্মী মানে টিবেটো-বার্মিজ! মানে ওইসব ভোটিয়া, বোড়ো, গারো, লেপচা, লিম্বু, রাভা, রাই, শেরপা, তামাং ইত্যাদি। এরা সংখ্যায় খুব প্রভাবশালী না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত রঙিন, বর্ণময়! বলাই বাহুল্য, এদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, বোড়ো অন্যতম। জানা গেল এ রাজ্যের মোট বোড়োভাষীর সংখ্যা, ৪২,৪৯২।

আরেকটি মজার খবর সামনে এসেছে! সেটা হল, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মোট বাংলাভাষীর সংখ্যা, ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৫২ জন। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, এদের বেশিরভাগই দক্ষিণবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের মধ্যে সাকুল্যে ১৫.৪৭ শতাংশ হল উত্তরবঙ্গবাসী! এটা একেবারে তিনসত্যি! সম্ভবত এ কারণেই বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এখনও কলকাতাই ভরকেন্দ্র! পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ১৭ জন সদস্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, একজনও উত্তরবঙ্গের লোক নেই!

আরেকদিকে, এটা জানাই ছিল যে দার্জিলিং ছাড়া উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বাংলা এক নম্বর ভাষা (দার্জিলিংয়ে নেপালি হল নম্বর ওয়ান)। নতুন গবেষণা, সেটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এও জানিয়ে দিচ্ছে যে, উত্তরের ৩টি জেলায়, অর্থাৎ কোচবিহার, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা হলেও, এখনও এদিককার দুটি জেলায়, অর্থাৎ দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় সাঁওতালি এবং শিলিগুড়ি মহকুমার কল্যাণে অবিভক্ত দার্জিলিং জেলায় বাংলাই দ্বিতীয় ভাষা। কোচবিহার ও অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি নেপালি তৃতীয় স্থানে- এটা যেমন বাস্তব, তেমনি উত্তর দিনাজপুরে উর্দু এখন তৃতীয় ভাষা। এই খবরটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়! উত্তর দিনাজপুর জেলায় উর্দুভাষীদের জনসংখ্যা যে প্রায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি (সংখ্যাটি তাও অন্তত এক যুগ আগের!) সেটা আমাদের অনেকেরই সম্ভবত জানা ছিল না! সেন্সাসের এই নতুন তথ্যভাণ্ডারে বাংলার ভাষা সংসারের অনেক মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে। সেগুলো নিয়ে পৃথক পৃথক গল্পও হতে পারে! যেমন, যদি প্রশ্ন ওঠে, উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যায় বাংলাভাষীর অনুপাত কত? ২০১১-র সেন্সাস জানাচ্ছে, ৭৪.৯৮ শতাংশ। গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে? তাদের স্পষ্ট উত্তর, ৮৬.২২ শতাংশ। এই ব্যাপারটাতে অসম, ওডিশা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দিকে তাকালে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্লাঘা বোধ হতে পারে। কারণ অসমে ৪৮.৩৮ শতাংশ অসমিয়া, ওডিশায় ৮২ শতাংশ ওডিয়া, মহারাষ্ট্রে ৬৯.৯৩ শতাংশ মারাঠি ও কর্ণাটকে ৬৭ শতাংশ কন্নড় ভাষায় কথা বলে। মণিপুরেও মেইতেই ভাষার বাচকসংখ্যা ৮৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দিভাষী কত? উত্তর হল, জনসংখ্যার ৬.৯৬ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কি অনুপাতটি একইরকম? পরিষ্কার উত্তর, না। উত্তরবঙ্গে হিন্দিভাষীর অনুপাত রাজ্যের অনুপাতের চাইতে বেশি। ১০.৯২ শতাংশ। গোটা রাজ্যে নেপালিভাষী কত শতাংশ? সরকারি তথ্য থেকেই আমরা জানতে পাচ্ছি, ১.২৭ শতাংশ। হিমালয়সানুর উত্তরবঙ্গে? হ্যাঁ, অবশ্যই একটু বেশি! ৬.৫১ শতাংশ। এক যুগ পুরোনো হলেও এসব তথ্য নিয়েই আমাদের চলতে হবে কারণ, ২০১১-র পরে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন সেন্সাস হয়নি। আরেকটি তফশিল-স্বীকৃত ভাষা, সাঁওতালি। এ ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ২.৬৬ শতাংশ মানুষ কথা বলে। অথচ, সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন এদিককার জনসংখ্যার ২.৮৯ শতাংশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই দুই দিনাজপুর ও মালদার বিরাট সাঁওতাল জনসংখ্যাই এর মূলে বলে মনে হয়! উত্তরবঙ্গে উর্দুভাষী কত? সেন্সাসের উত্তর, ১.৭৯ শতাংশ। এই অনুপাত গোটা রাজ্যের চাইতে সামান্য কম। গোটা পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষীর অনুপাত হল, ১.৮২ শতাংশ।

এবার সরকারি তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে বাংলার জনজাতীয় ভাষাগুলোর যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তার খানিকটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই খবরে আনন্দ আছে বিষাদও আছে! প্রথম খবর, উত্তরবঙ্গে 'কিসান' জনজাতির ৮৯.৩২ শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষায় আর কথা বলে না! তেমনি আরেকটি ছোটনাগপুরীয় সম্প্রদায় 'কোড়া'-দের ৫৫.৮৯ শতাংশ কোড়া ভাষা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে! বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট জনজাতিগোষ্ঠী, ওরাওঁদেরও ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটছে। সেন্সাসের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে ৭১.৩১ শতাংশ বিভিন্ন কারণে এখন আর তাদের মাতৃভাষা, 'কুরুখ' বলে না, অর্থাৎ বলা ভালো, কুরুখ পছন্দ করে না! কেন করে না, কোন পরিস্থিতিতে তারা অন্য ভাষামুখী হচ্ছেন, সেগুলোর সুলুকসন্ধান করাটা আশা করি এবার জরুরি হয়ে উঠবে। সেন্সাসের তথ্য পর্যালোচনা করে এই প্রথম জানা গেল পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলোর ভাষা-পরিস্থিতির কার্যত টালমাটাল অবস্থা! জেনে আশ্চর্য হতে হয় যে, পাহাড়ের অন্যতম বর্ণময় জাতি লেপচাদের মধ্যে মাত্র ২৫.৪৪ শতাংশ এখন তাদের মাতৃভাষা, লেপচা ব্যবহার করে। বাকি সিংহভাগ লেপচার মনন ও চিন্তন এখন অন্য এক বা একাধিক ভুবনায়িত ভাষার দিকে। ৯৩.৭৯ শতাংশ ভোটিয়া, ৯৮.০১ শতাংশ লিম্বু ও ৯৭.৩৯ শতাংশ তামাং জনজাতির মানুষ তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করেছে বলে খবর! এই খবর এই প্রতিবেদকের নয়, সরকারি সেন্সাস সংগঠনের! উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতি নিয়ে বাংলার বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতিমনস্করা প্রায়শই উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তলে তলে যে তাদেরও ৪৫ শতাংশ মানুষ 'কোচা-ক্রৌ' বা রাভা ভাষা ত্যাগ করে বসে আছে, ২০১১-র সেন্সাসের তথ্য সামনে না এলে সেটা জানাই যেত না! হ্যাঁ, এরই মধ্যে যাঁরা নিজেদের ভাষা বজায় রেখে ভুবনায়িত পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ-তাল মিলিয়ে বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক সাঁওতাল ও ভূমিজ আর ভোট-বর্মী বোড়ো ও গারো সম্প্রদায়! এঁদের একশো শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষাকে ধরে রেখেছেন, এটাই সরকারি সূত্রের খবর! এই ভাষাবাজারে এই ভাষা-পরাক্রম! মাতৃভাষা রক্ষার এই জনজাতীয় শক্তি! এ বিষয়টাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ ভাববেন!

লেখাটি শেষ করতে হচ্ছে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের একটি সাম্প্রতিক কথা দিয়ে। বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি সম্পর্কে গত ৭ সেপ্টেম্বর পবিত্রবাবু এই লেখককে বলেছিলেন, 'গবেষণা বা উদযাপনের মাধ্যমে ভাষাকে বাঁচানো যায় না। ভাষাকে সর্বদা জ্যান্ত রাখতে হয়। তাহলে ভাষা বাঁচে!'

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৫০৮

মোগল সম্রাট হুমায়ুনের জন্ম আজকের দিনে।

১৮১২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আলোচিত

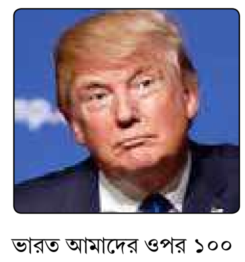

ভারত আমাদের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এই ব্যবস্থা আমেরিকার প্রতি ন্যায্য নয়, কখনোই ছিল না। এবার আমাদের পালা। ২ এপ্রিল থেকে আমরা পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করব। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল যত শুল্ক আরোপ করবে, আমরা তত করব।

– ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিনে যন্ত্রমানবদের কদর বাড়ছে। কখনও তারা মানুষের সঙ্গে নাচছে, কখনও রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করছে। এবার গুয়াংডংয়ে রোবটকে পুলিশের পোশাকে রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে সে কথাও বলছে। ভাইরাল রোবট পুলিশ।

ভাইরাল/২

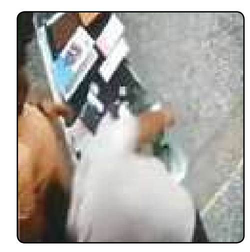

রাজস্থানের রাজসমন্দের একটি হোটেলে খাওয়াদাওয়ার বিল মেটাতে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে এক তরুণ হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন
জনমত

আলুয়াবাড়ি নামে আপত্তি

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'উত্তরের খোঁজে' কলামে রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। রূপায়ণবাবু ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শহরের বিশেষ একটি সমস্যার উপর এমনভাবে আলোকপাত করেছেন, যেন তিনি এ শহরেরই নাগরিক। তাঁর প্রতিবেদন যেন সজোরে ইসলামপুরবাসীকে সজোরে কষাঘাত করল।

আমরা অতীতে প্রতিবাদ করেছি, এখন আর করি না। আমরা রেল দপ্তরকে অনেকবার ক্ষোভ জানিয়েছি। এখন আর জানাই না। এমন একটা নিস্পৃহতার বাতাবরণ গোটা শহরজুড়েই রয়েছে। 'আমার কী প্রয়োজন' ভেবে আমার কর্তব্য ঠিকমতো করি না, উলটে সমালোচনা করি। আর এটাই আমাদের রেওয়াজ।

কয়েকদিন আগে আলুয়াবাড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ একটি দূরপাল্লার ট্রেনের দরজায় দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে অন্য এক সহযাত্রী ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ট্রেনটা কোন স্টেশনে দাঁড়াল'। আলুয়াবাড়ি নাম শুনেই তিনি মুখটা ব্যাজার করে বললেন, 'এটা একটা নাম হল?' আমরাও কলকাতা থেকে আসার সময় কোনও সহযাত্রীকে বলি না আলুয়াবাড়িতে নামব। বলি এনজেপির আগের স্টেশনে নামব। এই নামটা নিয়ে লজ্জাবোধ করি শুধু নয়, শহরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম বছরের পর বছর আমাদের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামপুর টাউন স্টেশন নামকরণের জন্য ইতিমধ্যে নাগরিক মঞ্চ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে রেলবোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এর পেছনে রেল কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী আমাদের উদাসীনতা।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সব ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত

সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের নদিয়ার চাপড়ায় একটি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কামতাপুরি ভাষার সহজপাঠ বইটি নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। এই বই বিতর্ক নিয়ে সেখানকার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কামতাপুরি ভাষাকে ভুলভাল ভাষা বলে বাইট দিয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। ভাষা সবার নিজ নিজ আত্মসম্মানের, সেটা যে জনজাতিরই হোক না কেন। এভাবে কোনও ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য মনে করা যায় কি? আমাদের ভাষা কামতাপুরি বলে কি ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, নেপালিকে ভুলভাল ভাষা বলা যাবে কি? নিজের মায়ের ভাষা সবার কাছে দুগ্ধসমান। নিজের ভাষার পাশাপাশি সবার ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত।

যদুসূদন রায়, সাতভেন্ডি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গৃহবন্দি লক্ষ্মীরা সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী

সামনেই নারী দিবস। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষায় নারী-পুরুষের সম অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের।

কল্যাণী চক্রবর্তী

বিশ্ব চরাচরের অমোঘ নিয়মে সৃষ্টি-সভ্যতার মূলে রয়েছে নর ও নারী। দেবযুগে সকল কার্য সাধিত হয়েছে হরপার্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মিলিত প্রয়াসে। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা শাস্ত্রপাঠে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের। ঘোর অমানিশায় নারীর জীবন অতিবাহিত হয় মধ্যযুগে। নারীর অবয়ব, লজ্জা, নম্রস্বভাব, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে প্রতাপশালী পুরুষসমাজ নারীকে গৃহবন্দি করে স্বাধীনতা ও প্রগতি স্তব্ধ করে দিলেন। নারীর জন্য কতগুলো অমানবিক প্রথাও নির্ণীত হল--- বাল্যবিবাহ, পণ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ (এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী বর্তমান), নির্মম সতীদাহ ইত্যাদি। উসকানিদাতা ব্রাহ্মণসমাজ নারীর কোমল হৃদয় বিগলিত করতে শাস্ত্র ও বিধিলিখনের দোহাই দিয়ে প্রথাগুলোকে নির্দয়ভাবে কার্যকর করত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণপ্রথা তীব্র আকার ধারণ করে। দাবিমতো পণ না পেলে পতিগৃহে বালিকা বধূদের অসহ্য নির্যাতন সহ্য করতে হত, আত্মহনন বা খুনের মতো ঘটনাও ঘটত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় তার করুণচিত্র হৃদয় বিচলিত করে। উগ্রসমাজ বিধানকারী পুরুষদের মতে, নারী শুধু গর্ভধারণের যন্ত্র, উৎকৃষ্ট পুরুষ সন্তান জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ। কন্যাসন্তানের জননীদের ভাগ্যে জুটত অধিক নির্যাতন। পরবর্তীকালে কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য পাপ প্রথাও চালু হল। একবিংশ শতাব্দীতেও ওই প্রথাগুলো কখনো-কখনো সক্রিয় হয়ে ওঠে। বরং সাম্প্রতিককালে রমরমিয়ে বাড়ছে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ ও খুন। শিশুকন্যা থেকে

বৃদ্ধা আজ নিরাপত্তাহীন।

'নারী বুদ্ধিহীন, তাকে লেখাপড়া শেখানো পণ্ডশ্রম মাত্র' রাজা রামমোহন রায় এমন ধারণার শুধু প্রতিবাদই করেননি বীরবিক্রমে 'সতীদাহ প্রথা' রদ করেছিলেন। অসাধারণ পৌরুষসম্পন্ন নির্ভীক বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিপুল অর্থব্যয় করেছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন। ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে নারীরাও সরব হয়েছে নিজেদের অধিকার রক্ষায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মেয়েদের স্বাধীনতায় উন্নতি, দাসত্বে অবনতি'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বীর নেতাজি নারী-পুরুষ উভয়েরই সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সমাজসংস্কারের সমস্যা সমাধানে এবং সকল শুভকাজে নারী সর্বদাই পুরুষের সাহচর্য পেয়েছে। সেদিনের আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে চিকিৎসক সহ অজস্র নরনারী একসঙ্গে পথে নেমেছিলেন। গৃহবন্দি মা-লক্ষ্মীরা আজ মা-সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী হয়েছেন, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিল্প-কলা-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে নারীরা সমান মেধার পরিচয় দিচ্ছেন।

তাই নারী দিবসে আমাদের প্রার্থনা হোক, নারী আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক মা দুর্গা বা মা কালীর মতো। রানি রাসমণি, মাস্টারদা, ভগিনী নিবেদিতা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মাদার টেরেজার মতো চিৎশক্তিসম্পন্ন নারীদের মহিমায়--- 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা, প্রয়োজনে বৃহন্নলারূপে জাগো' সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আনতে হিংসা-ঈর্ষা ভুলে নারীদের একতাবদ্ধ হতে হবে, এমন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে যাতে সকল পুরুষ এগিয়ে আসে দেশের দশের মঙ্গলে ও নারীদের যথার্থ সম্মান রক্ষায়। পুরুষেরাও উপলব্ধি করুক কবি সৈয়দের লাইনে--- 'তাহারে উঠাই যদি ধূলি পঙ্ক হতে, আপনি উঠিব মোরা, জয়ধ্বনি উঠিবে জগতে।'

নারীর শুভ ভাবনার আলোকে পৃথিবীতে বারবার আবির্ভূত হোক মানবদরদি, পৌরুষদৃপ্ত, তেজস্বী পুরুষেরা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮২

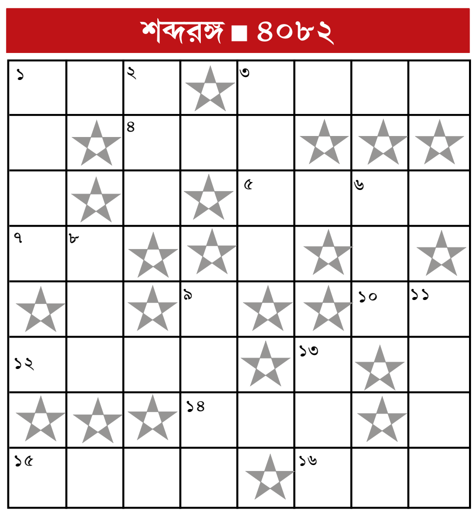

পাশাপাশি : ১। লাল বা সাদা সাপলা, শালুক ৩। বারকোশের ঢাকনা ৪। গন্ডার, নদবিশেষ ৫। জটিল, ব্যাখ্যাতীত ৭। কান, শোনা, সঙ্গতের সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ ১০। কোন জিনিসের উঁচু ধার, মাংস ১২। ফুটো যে কড়ি, খুব তুচ্ছ পরিমাণ ১৪। বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে কাঁচাঘর বানায় যে ১৫। প্রবল গর্জন সহ উত্তাল জলোচ্ছ্বাস ১৬। ভৃত্য, পরিচারক

উপর-নীচ : ১। মায়াকান্না, কান্নার ছলনা ২। বড়ো ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা যুদ্ধের সময় বাজানো হয় ৩। বারবার কাশির শব্দ ৬। ভ্রমর, মৌমাছি ৮। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৯। তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ ১১। ভুঁড়িওয়ালা, গণেশ ১৩। নারী শ্রমিক, দাসী।

সমাধান ■ ৪০৮১

পাশাপাশি : ২। দাঙ্গাবাজি ৫। সফর ৬। দলমাদল ৮। মড়ি ৯। শাল ১১। মণিমাণিক্য ১৩। ভাদর ১৪। দলবল।

উপর-নীচ : ১। মসনদ ২। দার ৩। বাদল ৪। দখল ৬। দড়ি ৭। মাদল ৮। মহিমা ৯। শাক্য ১০। কলরব ১১। মন্দির ১২। নিতল ১৩। ভাল।

বিন্দুবিসর্গ

ভারত, চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধ ‘এপ্রিল ফুল’ নয়

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ : আমেরিকা, বাইডেন, অর্থনীতি, ইউক্রেন থেকে ভারত, চিন, পারস্পরিক শুল্ক... বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বক্তৃতায় একের পর এক বিষয় ছুঁয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুঝিয়ে দিলেন শুধু পূর্বতন ডেমোক্র্যাট আমলের বিদেশ, অর্থ, অভ্যন্তরীণ নীতিই নয়, অতীতের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের গৃহীত নীতিগুলি থেকেও সরছেন তিনি। এজন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোণঠাসা হওয়ার ঝুঁকি নিতেও তৈরি তাঁর সরকার।

নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেও ট্রাম্পের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল আমদানি পণ্যে শুল্ক কাঠামোয় বদল। প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, যেসব দেশ মার্কিন সংস্থাগুলির পণ্য থেকে চড়া হারে শুল্ক আদায় করবে, সেই সব দেশের জিনিসপত্রের ওপরে বাড়তি শুল্ক চাপাবে তাঁর সরকার। এই তালিকায় শুধু চিন নয়, ভারত ও কানাডার মতো দেশও থাকবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্পের এদিনের বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে শুল্ক-যুদ্ধের নামান্তর। আমেরিকা বাড়তি শুল্ক চাপালে অনেক দেশই যে তার জবাব দেবে, ইতিমধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। চিন, কানাডা ও মেক্সিকো মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক আদায়ের কথা জানিয়ে দিয়েছে।

ভারত ও চিনা পণ্যে নতুন হারে শুল্ক আদায়ের দিনও ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে কর আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটব।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক দেশ বহু বছর ধরে আমাদের ওপর চড়া হারে কর চাপাচ্ছে। এবার আমাদের জবাব দেওয়ার পালা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল আমাদের ওপর যে হারে শুল্ক চাপাবে, আমরাও ওদের ওপর সমান হারে শুল্ক বসাব। ওরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম চাপ তৈরির চেষ্টা করে, আমরাও সেটা করব। আমাদের বাজারে ওদের ঢুকতে দেব না।’

এপ্রিলের শুরু থেকে পারস্পরিক শুল্ক নীতি কার্যকর না করে মাসের দ্বিতীয় দিন থেকে তা চালু করছেন কেন? ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রথমে ১ এপ্রিল থেকে ভারত, চিনের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন সমালোচকরা তাঁর পদক্ষেপকে এপ্রিল ফুল বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁদের সেই সুযোগ না দিতে ২ তারিখ থেকে নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর করতে চলেছে তাঁর সরকার।

ট্রাম্প শুল্ক -যুদ্ধের ঘোষণা দিতেই জবাব দিয়েছে চিন। তবে সেদেশের বিদেশ বা অর্থমন্ত্রক নয়, জবাব এসেছে আমেরিকার চিনা দূতাবাসের তরফে। তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত।’ চিন পালটা লড়াইয়ের বার্তা দিলেও ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব কেন্দ্র। সূত্রের খবর, সুর না চড়িয়ে ‘ব্যাক ডোর’ আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা চলছে। সোমবার আমেরিকা সফরে গিয়ে সেদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সেখানে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

ঘোষণা ট্রাম্পের ■ জবাব চিনের

“ ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটব

ডোনাল্ড ট্রাম্প, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

“ আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত

আমেরিকার চিনা দূতাবাস

কুলিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কুম্ভযাত্রীদের ভিড়ের চাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল নয়াদিল্লি রেলস্টেশন। সেই সময় আহতদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্টেশনের মালবাহকরা (কুলি)। তাঁরা সক্রিয় না হলে সেদিন হতাহতের ঘটনা বাড়ত বলে অনেকের ধারণা। এবার পদপিষ্টের ঘটনার দিন কুলিদের ভূমিকার প্রশংসা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ইউটিউবে কুলিদের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে আমি নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে কুলি ভাইদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন পদপিষ্ট হওয়ার দিন কীভাবে সবাই একসঙ্গে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।’

রাহুল আরও বলেন, ‘জনতার ভিড় সামাল দেওয়া চেষ্টা হোক বা আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা, অথবা মৃতদেহ বের করে আনা, সব ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্টেশনের কুলিরা। তাঁরা যাত্রীদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন।’ কুলিদের অধিকারের জন্য লড়াই করার আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল। কংগ্রেস নেতাকে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন কুলিরাও। তাঁদের সরকারি ডি গ্রুপ পদে নিয়োগের দাবি করেছেন। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার জেরে অনেক যাত্রী ট্রেন ধরতে পারেননি বলে অভিযোগ। তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরত চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ।

১৪ কেজি সোনা সহ ধৃত অভিনেত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বিদেশ থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে আটক করা হল অভিনেত্রী রান্যা রাওকে। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সোমবার দুবাই থেকে দেশে ফিরেছিলেন এক আইপিএস আধিকারিকের মেয়ে রান্যা। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার ঠিক আগে তাঁদের আটকায় ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) আধিকারিকরা। তল্লাশিতে রান্যার সঙ্গীদের কাছ থেকে ১৪ কেজির বেশি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারদর প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। বিমানবন্দরে সোনা উদ্ধারের পর বেঙ্গালুরুর লাভেল রোডে অবস্থিত অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালায় ডিআরআইয়ের দল। সেখান থেকে ২.০৬ কোটি টাকা দামের সোনার গয়না এবং ২.৬৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তল্লাশির পর ১৪.২ কেজি ওজনের সোনার বার অদ্ভুতভাবে লুকোনো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬২-এর শুল্ক আইন অনুসারে ১২.৫৬ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।’ মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মূল্য ১৭.২৯ কোটি টাকা। এই গ্রেপ্তারি ও সম্পদ বাজেয়াপ্তের ঘটনা সোনা পাচার চক্রের কাছে বড় ধাক্কা বলে ডিআরআই জানিয়েছে।

তুষার ধসে গোবিন্দঘাট-হেমকুন্ড শাহিব সংযোগের ব্রিজ ভেঙে পড়ে। বুধবার চামোলিতে।

আয়কর নজরে ই-মেল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট!

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : দিনকয়েক আগে সংসদে নতুন আয়কর বিল পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রের দাবি, বিলটি আইনে পরিণত হলে আয়কর কাঠামোর সরলীকরণ হবে। তবে সেই বিলেই আয়কর আধিকারিকদের যেভাবে করদাতাদের ‘ভার্চুয়াল-ডিজিটাল-সোশ্যাল স্পেস’-এর তথ্য-তল্লাশির অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিলের ২৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ২০২৬-এর ১ এপ্রিল থেকে আয়কর দপ্তর তদন্তের প্রয়োজনে আয়করদাতাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, ই-মেল, অনলাইন বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করতে পারবে। এজন্য তদন্তকারীদের আয়করদাতার পাসওয়ার্ড বা অ্যাক্সেস কোর্ডের প্রয়োজন হবে না। তদন্তের স্বার্থে আয়কর দপ্তর সামাজিক ও ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভেঙে ঢুকে পড়তে পারবে।

এই ধরনের ক্ষমতা মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। অন্যদিকে সরকারি সূত্রের যুক্তি, যাঁরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন বা আয়কর সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য আয়কর আধিকারিকদের বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়কর আইন, ১৯৬১-র ১৩২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি আয়কর আধিকারিকদের সন্দেহ হয়, কোনও করদাতা তাঁর সম্পদের একাংশ অপ্রকাশিত বা গোপন রেখেছেন, তাহলে তাঁরা ওই ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশি চালাতে পারেন। লকারের চাবি পাওয়া না গেলে সেগুলি ভাঙতেও পারে আয়কর দপ্তর। নতুন বিলে সেই ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সংসদে পেশ হওয়া আয়কর বিলটি বর্তমানে লোকসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে রয়েছে। খবর, সেখানেই আয়কর তদন্তের নামে মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বিরোধী সদস্যরা। বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বাধীন কমিটি ইতিমধ্যে বিল নিয়ে অর্থমন্ত্রকের পর্যবেক্ষণ শুনেছে। এরপর ধাপে ধাপে সাধারণ করদাতা, বণিক সংগঠন, সিএ ফার্ম, আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত নেবে সিলেক্ট কমিটি।

এআই উদ্বেগ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়ে সংসদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের মতে, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এআই ব্যবহৃত হলেও, তা যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও অভিযানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। তাঁদের আশঙ্কা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রয়োগ দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিতে পারে। সরকারকে এই বিষয়ে সংবেদনশীল হতে হবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম কর্মহীনতার সম্মুখীন না হয়। কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অবশ্য দাবি করেছেন, ‘ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে উঠতে পারবে। আগামী ৭-৮ বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে আমাদের অর্থনীতি ১ ট্রিলিয়নের বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং ৫০-৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।’

ডিলিমিটেশন নিয়ে হইচই সর্বদলে

চেন্নাই, ৫ মার্চ : ত্রিভাষা নীতি এবং পুনর্বিন্যাস বিতর্কে বুধবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডাকা সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে সুর চড়াল রাজ্যের দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি এদিন পেশ করেছিলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আর্জি জানিয়ে বলা হয়েছে, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যে পুনর্বিন্যাস করা উচিত। অন্যান্য রাজ্য যাতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহবোধ করে, সেইজন্য ওই সালের জন্মহারের হিসেব রেখে দেওয়া উচিত।’ ডিএমকের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সমস্ত রাজ্যকে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ দিতে ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেবকে আধার করেই পুনর্বিন্যাসের খসড়া হবে। ২০২৬ থেকে আগামী ৩০ বছর যাতে ওই খসড়াটি মেনে চলা হয়, সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উচিত আশ্বাস দেওয়া।’ দ্রাবিড়ভূমের শাসকদলের সাফ কথা, ‘তামিলনাড়ু পুনর্বিন্যাসের বিরোধী নয়। এই বৈঠক থেকে কেন্দ্রকে এই অনুরোধ করা হচ্ছে, যে সমস্ত রাজ্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ করেছে, তাদের কাছে আসন পুনর্বিন্যাস যেন শাস্তি হিসেবে নেমে না আসে।’ তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সাংসদদের নিয়ে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে।

এদিনের বৈঠকে ডিএমকে ছাড়াও প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে শামিল হয়েছিল। যোগ দিয়েছিল কমল হাসানের এমএনএম এবং থালাপাতি বিজয়ের টিভিকেও। তবে বিজেপি এবং তামিল মানিলা কংগ্রেস (এম) সর্বদল বয়কট করে। স্ট্যালিনের দলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার যে পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে তাতে সংসদে তামিলনাড়ুর আসনসংখ্যা কমে যাবে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ওই অভিযোগ মানতে চাননি। ত্রিভাষা নীতি চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার।

‘হিন্ডিয়া’ তোপ কমলের

এদিনের বৈঠকে ডিএমকের সুরে সুর মিলিয়ে কমল হাসান বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে সমস্ত রাজ্য যেন হিন্দিতে কথা বলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়। আমাদের স্বপ্ন হল ইন্ডিয়া। ওঁদেরটা হল হিন্ডিয়া।’ এর আগে ২০১৯ সালে হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘হিন্দি ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে পরিচিত করেছে।’ জবাবে স্ট্যালিন বলেন, ‘এটা ইন্ডিয়া। হিন্ডিয়া নয়।’

ফের সিবিআই নিশানায় বফর্স

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ফিরে এল বফর্স। বফর্স হাউইৎজার কামান কেনার চুক্তি করতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি সহ কয়েকজন আমলা নাকি মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়েছিলেন সুইডেনের সংশ্লিষ্ট নির্মাতা সংস্থার কাছ থেকে।

৬৪ কোটি টাকার বফর্স কেলেঙ্কারির সেই তদন্ত ফের খুঁচিয়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই। দিল্লির একটি বিশেষ আদালতের নির্দেশে সিবিআই একটি ‘লেটার রগেটরি’ (আদালতের অনুরোধপত্র) পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের উদ্দেশে। গত অক্টোবরে দিল্লির আদালতে সিবিআই জানিয়েছিল যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চায়। হার্শম্যান ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়। পুনর্তদন্তের ব্যাপারে সিবিআইকে সবুজসংকেত দেয় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকও। বফর্স নিয়ে বরাবরই নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করে বিজেপি। এবার সিবিআইয়ের পদক্ষেপে সেই সুর আরও চড়বে।

কাল মস্কো সফরে বিদেশ সচিব

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাশে পেতে চিঠি দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে শান্তি আলোচনায় বসতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাতে খুশি ট্রাম্প। এই আবহে শুক্রবার রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ভূমিকায় ভারত।

রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় না বসলে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথা কথার কথা নয়, সামরিক সহায়তা বন্ধ করে তা বুঝিয়েও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেটা হতেই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চিঠি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টায় নেমে পড়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। চিঠিতে জানিয়েছেন, স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে ইউক্রেন তাড়াতাড়ি আলোচনার টেবিলে বসতে চায়। বিরল খনিজ নিয়েও আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি কেউ শান্তি চায় না।

চিঠি পড়ে জেলেনস্কির ‘প্রশংসা’ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, জেলেনস্কির সুমতি হয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ‘অর্থহীন যুদ্ধ বন্ধ করার সময় এসেছে। যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলে শান্তি আলোচনায় বসতেই হবে।’ ইউক্রেনের সঙ্গে কবে কোথায় শান্তি আলোচনা হবে, তা নিয়ে ইঙ্গিত দেননি ট্রাম্প।

ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প বাড়িয়েছেন রুশপ্রীতি। বিষয়টির দিকে নয়াদিল্লিও নজর রেখেছে। সাউথ ব্লকের খবর, নয়াদিল্লি মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চাইছে। ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানিতে জোর দিতে চাইছে মোদি সরকার। সেই লক্ষ্যেই বিক্রমের মস্কো সফর। দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৬৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত তেল কেনে। সেদিক থেকে লাভ বেশি রাশিয়ার। বাণিজ্যকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে রাশিয়ার বাজারে আরও বেশি করে ঢুকতে চাইছে ভারত। মোদির রাশিয়া সফরের সময় ঠিক হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দু-দেশের বাণিজ্য ১০০ মিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার। বিক্রম মিশ্রির রাশিয়া সফর তাই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৫ মার্চ : টানা পতনের রেশ কাটিয়ে অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার সেনসেক্স ৭৪০.৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৭৩৭৩০.২৩ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ২৫৪.৬৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৩৩৭.৩০ পয়েন্টে।

বুধবারের আগে টানা দশটি লেনদেনের দিনে পতন হয়েছিল নিফটির। অন্যদিকে সেনসেক্স বিগত দশ দিনের মধ্যে নয়দিনই নেমেছিল। এমন আবহে আজকের এই প্রত্যাবর্তন লগ্নিকারীদের স্বস্তি দিয়েছে।

সাসপেন্ড আবু আজমি

মুম্বই, ৫ মার্চ : মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য চারবারের সপা বিধায়ক আবু আজমিকে বুধবার সাসপেন্ড করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার চলতি অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য তিনি সাসপেন্ড থাকবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল। সেটি পাশও হয়ে যায়। ২৬ মার্চ মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তাঁকে সাসপেন্ড করার ঘটনায় আবু আজমি বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ভিকি কৌশল অভিনীত সিনেমা ‘ছাওয়া’য় ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছিলেন আবু আজমি। তিনি বলেছিলেন, ছাওয়াতে ভুল ইতিহাস দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেব একাধিক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আমি ওঁকে নিষ্ঠুর প্রশাসক বলে মনে করি না। ওঁর সময়েই ভারতের ব্যাপক আর্থিক উন্নতি হয়েছিল।’ এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন চারবারের সপা সাংসদ। কিন্তু তাতেও সাসপেন্ড হওয়া আটকাতে পারলেন না তিনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের তোপ, ‘শিবাজির মতো মহাত্মাকে যাঁরা অপমান করেন, তাঁদের ধিক্কার। ওঁকে উত্তরপ্রদেশে পাঠিয়ে দিলে ওঁর চিকিৎসা করে দেব।’

এবার ভাইও মায়ার কোপে

লখনউ, ৫ মার্চ : ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে আগেই বহিষ্কার করেছেন। এবার দায়িত্বে বসানোর চারদিনের মধ্যেই নিজের ভাই আনন্দ কুমারের দায়িত্বও ছাঁটলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। বুধবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্সে জানিয়েছেন, আনন্দ কুমার বসপার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব নেবেন না। তিনি শুধুমাত্র দলের সহ সভাপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করবেন। এবার থেকে রণধীর বেণীওয়াল এবং রাজ্যসভার সাংসদ রামজি গৌতম দলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলাবেন।

স্টারমার-জয়শংকর বৈঠক লন্ডনে

লন্ডন, ৫ মার্চ : ইউক্রেন সংকট, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সহ নানা জরুরি বিষয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের ওই বৈঠকে স্টারমার ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

বৈঠকের পর জয়শংকর এক্স-এ লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়েছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও জনসংযোগ বাড়ানোর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেছেন স্টারমার।’ মঙ্গলবারের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন সে দেশের বিদেশসচিব ডেভিড ল্যামি এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতা।

সম্প্রতি ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন স্টারমার। সেই বৈঠকে ইউক্রেন ও প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে সমর্থনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তার আগে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে জেলেনস্কির প্রকাশ্য বিতর্ক হয়। ওই বৈঠক থেকে চলে আসার পর জেলেনস্কিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন স্টারমার। ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। এরপর ওই বিষয়ে নিজের বক্তব্যও জানান স্টারমার। তিনি বলেন, ইউক্রেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে ‘ইচ্ছুকদের জোট’ গঠন করে যৌথভাবে একটি শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে মার্কিন প্রশাসনের কাছে।

বিজুকে নিয়ে টানাপোড়েন

ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ : ওডিশার পঞ্চায়েতিরাজ দিবস এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিবস একই দিনে। ৫ মার্চ। এতদিন একসঙ্গেই এই দিনদুটি পালিত হয়েছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ওডিশার কিংবদন্তি নেতার নাম পঞ্চায়েতিরাজ দিবস থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তে শুধু বিজেডি নয়, কংগ্রেসও ক্ষুব্ধ। তবে শুধু পঞ্চায়েতিরাজ দিবস নয়, রাজ্যের অন্তত ৪০টি প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই বিজু পট্টনায়েকের নামাঙ্কিত। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক বলেন, ‘রাজ্য সরকার সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে অপরিণত রাজনীতি করছে।’ বিজু পট্টনায়েককে অপমান করা হয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেডি। অপরদিকে কংগ্রেস বলেছে, কিংবদন্তি নেতার পরম্পরাকে আড়াল করতেই এই চেষ্টা করা হয়েছে।

‘স্ত্রী রক্ত চুষে নিচ্ছে, রাতে ঘুমোতে পারছি না’

লখনউ, ৫ মার্চ : স্ত্রী যেন ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলা। বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে স্বামীর। স্বপ্নে এ দৃশ্য প্রতি রাতে দেখতে হলে কার না মাথা খারাপ হয়! ঠিক সেটাই হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের।

উত্তরপ্রদেশের আধাসামরিক বাহিনী ‘প্রাদেশিক আর্মড কনস্ট্যাবুলারি’ (প্যাক)-এর এক কনস্টেবল সম্প্রতি নিজের অফিসে দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, তা পড়ে হতবাক বিভাগীয় কর্তারা। ওই কনস্টেবলের দাবি, স্ত্রী স্বপ্নে এসে তাঁর বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন। ফলে তিনি রাতে ঘুমোতে পারছেন না!

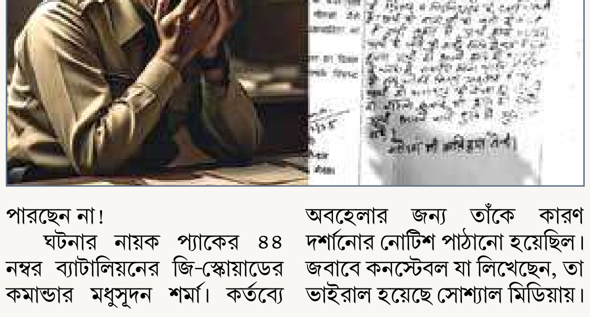

ঘটনার নায়ক প্যাকের ৪৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জি-স্কোয়াডের কমান্ডার মধুসূদন শর্মা। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। জবাবে কনস্টেবল যা লিখেছেন, তা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দেরিতে আসার অদ্ভুত ব্যাখ্যা কনস্টেবলের

মধুসূদনকে প্রেরিত শোকজের চিঠিতে বলা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারির সকালে ৯টার ব্রিফিংয়ে তিনি কেন দেরি করে এলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর শারীরিক পারিপাট্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জানতে চাওয়া হয়, কেন তিনি দাড়ি না কেটে অপরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে এসেছিলেন? শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একজন কর্মী হিসেবে এটি গুরুতর অবহেলা ও উদাসীনতা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চিঠির জবাব না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকরি খোয়াতে পারেন এই ভয়ে মধুসূদন তড়িঘড়ি জবাব দেন শোকজ নোটিশের। তিনি লেখেন, ‘আমার ও স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া চলছে। তিনি প্রতি রাতে আমার স্বপ্নে এসে বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন! এতে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, ফলে সকালে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে বিছানা ছাড়তে।’ উদ্বেগ কমাতে তাঁকে অনেক ওষুধও খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মধুসূদন।

প্রশ্নোত্তরে উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষিকা*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা, আগামী ১৩ মার্চ তোমাদের ইতিহাস পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। গত সংখ্যায় ইতিহাসের প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে। আজ থাকছে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রশ্ন ও উত্তর।

পঞ্চম অধ্যায়

১. কাদের মধ্যে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : গান্ধিজি এবং ডঃ বিআর আম্বেদকরের মধ্যে।

২. স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা কে?
উত্তর : লর্ড ডালহৌসি।

৩. ভারতের দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়?
উত্তর : স্যর সৈয়দ আহমেদকে।

৪. কবে, কে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : ১৯০৬ সালে, ঢাকায়, সলিমউল্লাহ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কী?
উত্তর : ভারতে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৩ জন বামপন্থী নেতাকে আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে, সেটিই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

৬. কবে কার আমলে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?
উত্তর : ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির আমলে।

৭. কে কবে রাওলাট সত্যাগ্রহের সূচনা করেন?
উত্তর : মহাত্মা গান্ধি, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

৮. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দুজন বিদেশি অভিযুক্তের নাম লেখো।
উত্তর : বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট।

৯. কার নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়?
উত্তর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে।

১০. মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন কবে পাশ হয়?
উত্তর : ১৯০৯ সালে।

১১. কবে ও কাদের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১২. সিমলা দৌত্য কী?
উত্তর : ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন, একেই সিমলা সাক্ষাৎকার বলে।

১৩. মাহাদ মার্চ কী?
উত্তর : দলিতরা যাতে উচ্চবর্ণের মানুষের জলাশয় থেকে জল নিতে পারে তার জন্য ভীমরাও আম্বেদকর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ বোম্বাইয়ের কোবালায় এক জলাশয় থেকে জল তুলে প্রতিবাদ জানান। একেই মাহাদ মার্চ বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. সিআর ফর্মুলা কী?
উত্তর : ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে লিগের দাবি মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যে সমাধান সূত্র প্রকাশ করেন তা সিআর ফর্মুলা নামে পরিচিত।

২. কবে কার নেতৃত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সভাপতিত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়।

৩. কাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়?
উত্তর : মাতঙ্গিনী হাজরাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়।

৪. 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে কে ভূষিত হন?
উত্তর : বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

৫. কে, কবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : রাসবিহারী বসু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির কী নামকরণ করেন?
উত্তর : নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ'।

৭. কবে, কোথায় কোন জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়?
উত্তর : ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ের তলোয়ার নামক জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়।

৮. লাহোর প্রস্তাব কী?
উত্তর : বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। একেই বলে লাহোর প্রস্তাব।

৯. মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কী?
উত্তর : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অগাস্ট মুসলিম লিগ জাতীয় কংগ্রেস তথা অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন শুরু করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১০. মুসলিম লিগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি করা হয়?
উত্তর : মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে) পাকিস্তানের দাবি করা হয়।

১১. 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি কোন দেশের?
উত্তর: 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি জাপানের।

১২. ভিয়েত কং কী?
উত্তর : দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মার্কিনিরা বলত ভিয়েত কং।

১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : জেনারেল তোজো।

১৪. ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্যের নাম লেখো।
উত্তর : ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্য হলেন স্যর পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এভি আলেকজান্ডার।

১৫. আগস্ট প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয়?
উত্তর : ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন'
উত্তর : ডঃ মোহম্মদ হাত্তা।

সপ্তম অধ্যায়

১. ফুলটন বক্তৃতা কী?
উত্তর : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪৬ সালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আগ্রাসন বন্ধ করতে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। এটিই ফুলটন বক্তৃতা নামে পরিচিত।

২. ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝো?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'মুক্ত দুনিয়া' ও সোভিয়েত রাশিয়া পরিচালিত 'সাম্যবাদী দুনিয়া'-র মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য, বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং কূটনৈতিক বিরোধজনিত কারণে যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকে ঠান্ডা লড়াই বলে।

৩. কবে কাদের মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে?
উত্তর : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (রুজভেল্ট), ব্রিটেন (চার্চিল) এবং সোভিয়েত রাশিয়া (স্ট্যালিন)-র মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে।

৪. বেষ্টনী নীতি কী?
উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ এফ কেন্নান রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে একটি নীতি ঘোষণা করেন, যেটি বেষ্টনী নীতি নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে মার্কিনিদের উচিত রাশিয়াকে সেসব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা, যে অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫. PLO কী?
উত্তর: PLO বলতে বোঝায় প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসের আরাফাত গঠন করেছিলেন।

৬. মার্শাল পরিকল্পনা কী?
উত্তর : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং পরোক্ষভাবে সেখানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যে পরিকল্পনাটি ঘোষণা করে সেটি মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এটির রূপকার ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল।

৭. কমিনফর্ম কী?
উত্তর : পূর্ব ইউরোপে মার্কিন প্রভাব বিনষ্ট করে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া কমিনফর্ম গঠন করে।

৮. বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝো?
উত্তর : বার্লিন ছিল রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানির অংশবিশেষ। অন্যদিকে, পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিনে আসতে গেলে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত জার্মান ভূখণ্ডের উপর দিয়েই আসতে হত। তাই বার্লিনে আসা বন্ধ করতে রাশিয়া ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন অবরোধ নামে পরিচিত।

৯. বার্লিন এয়ারলিফট কী?
উত্তর : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিনে পশ্চিমী জোটের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য সড়কপথে বার্লিন অবরোধ করে, যা চলেছিল ২৯৩ দিন। এই অবস্থায় পশ্চিমী জোট আকাশপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ চালু করে। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন এয়ারলিফট নামে পরিচিত।

১০. দাঁতাত কী ?
উত্তর : দাঁতাত একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ উত্তেজনা প্রশমন। ১৯৬০-এর দশক থেকে মার্কিন ও সোভিয়েত সম্পর্কের পূর্বতন মতাদর্শগত লড়াইয়ের অবসান ঘটতে থাকে এবং এক পারস্পরিক সহাবস্থান নীতি গৃহীত হয়। এটিই দাঁতাত নামে পরিচিত।

১১. গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা কী?
উত্তর : 'গ্লাসনস্ত'-র অর্থ হল মুক্তমন এবং 'পেরেস্ত্রৈকা'-র অর্থ হল আর্থিক পুনর্গঠন। এর প্রবর্তক ছিলেন রুশ রাষ্ট্রনায়ক মিখাইল গর্বাচভ।

১২. লং মার্চ কী?
উত্তর : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাও-সে-তুং ও তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ১৬ অক্টোবর চিনের সেনসি প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ ৬ হাজার মাইল হেঁটে তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থান সেনসি প্রদেশে পৌঁছান। এই দীর্ঘ অভিযানকে 'লং মার্চ' বলে।

১৩. দিয়েন-বিয়েন-ফু ঘটনাটি কী?
উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাপতি নেভারে ভিয়েতনামে 'দিয়েন-বিয়েন-ফু'-তে যে দুর্গ নির্মাণ করেন তা ভিয়েতমিন বাহিনী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ফরাসি সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন।

১৪. হো চি মিন কে ছিলেন?
উত্তর : হো চি মিন ছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের প্রাণপুরুষ ও পথপ্রদর্শক।

১৫. ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?
উত্তর : ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন কিউবার প্রথম কমিউনিস্ট শাসক।

১৬. তৃতীয় বিশ্ব কী?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দেশগুলি বাদে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও অনুন্নত দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হত।

১৭. 'ন্যাটো'-র পুরো কথাটি কী? কবে এটি গঠিত হয়?
উত্তর : 'ন্যাটো'-র (NATO-র)পুরো কথাটি হল 'North Atlantic Treaty Organisation'। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়।

১৮. কোন বছর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়?
উত্তর : ভিয়েতনাম ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৯. পঞ্চশীল নীতি কী?
উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে চৌ-এন-লাই ও জওহরলাল নেহরুর মধ্যে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে পাঁচটি নীতি স্থির হয় তাকে পঞ্চশীল নীতি বলে।

২০. ঠান্ডা লড়াই কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
উত্তর : মার্কিন কূটনীতিবিদ বার্নার্ড বারুচ।

অষ্টম অধ্যায়

১. অব উপনিবেশীকরণ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
উত্তর : জার্মান পণ্ডিত মরিৎস জুলিয়াস বন।

২. বেন বেল্লা কে ছিলেন?
উত্তর : আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

৩. ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জনক বলা হয় কাকে?
উত্তর : ডঃ বিক্রম সারাভাইকে।

৪. ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর : ডঃ সুকর্ন।

৫. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।
উত্তর : (১) সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থিক মানোন্নয়ন। (২) সদস্য রাষ্ট্রগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৬. ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

৭. মিশ্র অর্থনীতি কী?
উত্তর : মিশ্র অর্থনীতি হল এমন একটি অর্থনীতি যা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

৮. ভারতীয় সংবিধানের জনক কাকে বলা হয়?
উত্তর : ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে।

৯. দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?
উত্তর : নেলসন ম্যান্ডেলা।

১০. ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভার সভাপতিত্ব কে করেন ?
উত্তর : লোকসভায় স্পিকার ও রাজ্যসভায় উপরাষ্ট্রপতি।

১১. কোন দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলাদেশিরা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে?
উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর।

সমস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণি
ভূগোল

প্রশ্ন ১. সমস্থিতি কাকে বলে?

সমস্থিতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Isostasy গ্রিক শব্দ 'Iso' যার অর্থ সমান এবং 'Stasios' যার অর্থ অবস্থা থেকে এসেছে। অর্থাৎ Isostasy শব্দটির অর্থ হল 'সমভাবে অবস্থান'। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উচ্চতায় ভারসাম্য বজায় রেখে অবস্থান করছে। একেই সমস্থিতি বলা হয়। বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী দাঁতন সর্বপ্রথম Isostasy শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন ২. সমস্থিতি প্রসঙ্গে এইরির মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। প্রশ্নমান ৫

সমস্থিতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যে মতবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন ব্রিটেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিবি এইরি। ১৮৫৫ সালে তিনি তাঁর এই মতবাদটি দিয়েছিলেন Royal Society of London থেকে প্রকাশিত Philosophical Transactions শীর্ষক জার্নালে।

তত্ত্বের মূল কথা :- বিজ্ঞানী এইরির মতে, ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি ঘনত্ব ও উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং যেটি ভূপৃষ্ঠে যত উঁচুতে অবস্থান করছে সেটি ভূঅভ্যন্তরে ঠিক ততটাই গভীরে রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের এই অংশগুলি যে অঞ্চল বরাবর অভ্যন্তরে অবস্থান করছে সে অংশটিকে তিনি Root বলেছেন। তাই তাঁর এই তত্ত্বকে Root hypothesis of Isostasy বলা হয়ে থাকে ।

এইরির মতে একই ঘনত্বযুক্ত বিভিন্ন আয়তনের বস্তুকে জলে ভাসিয়ে দিলে সেগুলি যেমন বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসতে থাকে ঠিক একইরকমভাবে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতিও ভূ-অভ্যন্তরের অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

এইরির পরীক্ষা:- এইরি তাঁর এই মতবাদটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষা করেন। তিনি একটি জলের পাত্রে বিভিন্ন আয়তনের কাঠের টুকরো ভাসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কাঠের টুকরোর আয়তন যত বেশি সেটি তত জলের গভীরে থেকে ভাসছে এবং যার আয়তন কম সেটি কম উচ্চতায় ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভূত্বকের বিভিন্ন একক যথা পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদির ঘনত্ব এক হলেও আয়তনের পার্থক্যের জন্য ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন গভীরতায় ভেসে অবস্থান করছে।

সমালোচনা:- এইরির এই তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন-

১। এইরি বলেছেন ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এককগুলির ঘনত্ব একই প্রকার কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

২। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই সাধারণ বিষয়টিকে এইরি উপেক্ষা করেছেন।

৩। ভূ-অভ্যন্তরে অধিক গভীরতায় কোনও কিছু শক্ত থাকা সম্ভব নয় কেননা অত্যাধিক গভীরতায় সবকিছু গলে যাবে।

যাইহোক কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩. সমস্থিতি প্রসঙ্গে প্র্যাটের তত্ত্বটি আলোচনা করো। প্রশ্নমান ৫

১৮৫৫ সালে এইরি সমস্থিতি মতবাদ দেওয়ার ঠিক চার বছর পর 1859 সালে বিজ্ঞানী প্র্যাট হিমালয় অঞ্চল জরিপ করার সময় তাঁর এই তত্ত্বটি প্রদান করেছিলেন।

প্রাথমিক অনুমানসমূহ:- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। যেমন-

১। ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন এককের ঘনত্ব আলাদা আলাদা।

২। যার ঘনত্ব কম তার উচ্চতা বেশি এবং যার ঘনত্ব বেশি তার উচ্চতা কম হবে।

৩। ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

তত্ত্বের মূল কথা :- ওপরের অনুমানের ভিত্তিতে প্র্যাট বলেন যে, যেহেতু ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। ঘনত্ব আলাদা আলাদা হলেও তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট গভীরতা বা তলে অবস্থান করছে। এই তলটিকে তিনি প্রতিবিধান তল বলেছেন।

পরীক্ষা :- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষার করেছিলেন। তিনি একটি পাত্রে পারদ নিয়ে একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন ঘনত্বের ধাতব ব্লক বসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ করেন বিভিন্ন ধাতুর ব্লকগুলির ঘনত্ব আলাদা হলেও ওজন একই হওয়ার কারণে এগুলি একটি নির্দিষ্ট তল পর্যন্ত অবস্থান করে ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভূত্বকের এককগুলির ঘনত্ব আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ওজন একই হওয়ার কারণে ভূ-অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত অবস্থান করছে।

সমালোচনা :- প্র্যাট তাঁর তত্ত্বে প্রতিবিধান তল সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর ঘনত্ব সম্পর্কিত ধারণাটিও বেশ ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪. প্রতিপূরণ তল বা প্রতিবিধান তল বলতে কী বোঝো? প্রশ্নমান ২

বিজ্ঞানী প্র্যাট বলেন, যে ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে কিন্তু তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট গভীরতায় বা তলে অবস্থান করছে। এটিকে প্র্যাট প্রতিপূরণ বা প্রতিবিধান তল বলেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রচলিত সিলেবাস অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তিন ধরনের প্রশ্ন আসবে। ২৪ নম্বরের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন, ১৬ নম্বরের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং ৪০ নম্বরের রচনাভিত্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ মোট ৮০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে পাঁচটি যার প্রত্যেকটির মান ৮ নম্বর করে। অর্থাৎ মোট ৪০ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীদের লিখতে হবে। আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যে পাঁচটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসতে পারে তা নীচে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : এই অধ্যায় থেকে একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। এবারে যে প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

১. ক্ষমতা কাকে বলে? ক্ষমতার উপাদানগুলি আলোচনা করো। অথবা বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ? বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তৃতীয় অধ্যায় : বৈদেশিক নীতি, চতুর্থ অধ্যায় : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, এই তিনটি অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোন রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না ।

পঞ্চম অধ্যায় : কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ : এই অধ্যায় থেকেও একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবার যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

২. কার্ল মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তথ্যটি আলোচনা করো। অথবা গান্ধিজির চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সরকারের বিভাগসমূহ : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে অনেকদিন ধরেই কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে না কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসছে। তবুও এবছর ছাত্রছাত্রীদের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখা দরকার।

৩. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও। অথবা আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করবে?

সপ্তম অধ্যায় : ভারতের শাসন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ, দুটি SA ধরনের প্রশ্নের পাশাপাশি একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৪. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের যেকোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায় : ভারতের আইন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ ও একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৫. ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের পার্লামেন্টে আইন পাশের পদ্ধতি আলোচনা করো।

নবম অধ্যায় : ভারতের বিচার ব্যবস্থা : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুইটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৬. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা লোক আদালত সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

দশম অধ্যায় : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন : এই অধ্যায় থেকে চারটি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না।

পরিশেষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব তোমাদের ৮০ নম্বর পরীক্ষার জন্য তোমরা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় পাচ্ছো। কাজেই হাতে তোমাদের যথেষ্ট সময় থাকবে নির্ভুলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। চেষ্টা করবে MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন যার মান ৪০ নম্বরের সেটা যেন তোমরা প্রত্যেকেই নির্ভুলভাবে করতে পারো। আর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে যা প্রশ্ন চাইবে ঠিক তার উত্তর দেবে, অযথা বেশি কিছু লিখতে যাবে না। বেশি লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে এই ধারণা ভুলে যাও। যা চাইবে ঠিক তাই লেখার চেষ্টা করবে। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই পয়েন্ট দেবে এবং পয়েন্ট যদি ভিন্ন রংয়ের কালিতে উল্লেখ করতে পারো তাহলে ভালো হয়। আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা খুব ভালো হবে।

ভালো ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে দৃপ্ত পায়ে বাড়ি ফেরা। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

সাইনবোর্ডে বাংলা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : বিভিন্ন সংগঠনের তরফে দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হল। ঠিক হয়েছে, বাংলা নববর্ষের দিন থেকেই এই নির্দেশ কার্যকরী করা হবে। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হোর্ডিংয়ে যেন অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও লেখা হয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতেও পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেব।'

কলকাতা পুরনিগম এলাকায় অনেক আগে থেকেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর আগে বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে শিলিগুড়িতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে কান দেয়নি সংস্থাগুলি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা রেলের সিটি বুকিং অফিসে এর আগে বহুবার বাংলায় কাজ পরিচালনা করার দাবি উঠেছিল। বিশেষ করে টিকিট কাটার জন্য যে 'রিকিউজিশন স্লিপ' দেওয়া হয়, সেখানে বাংলা থাকা বাধ্যতামূলক করারও দাবি ওঠে। কিন্তু কোনও দাবিই শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

> আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হোর্ডিংয়ে যেন অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও লেখা হয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতেও পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেব।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

এবার ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসেই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল শিলিগুড়িতে বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। এদিন সেইমতো শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে বাংলায় সাইনবোর্ড থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ অফিসেই বাংলা ব্যবহার করা হয় না। সেই কারণে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চিঠি দেবে পুরনিগম।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সবরকম পরিচয় লেখা ফলক বা সাইনবোর্ড, বিজ্ঞপ্তি অন্য যে কোনও ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এই নির্দেশনামা শহরের সব বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে রয়েছে, দোকান, কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শপিং মল, অফিস, রেস্তোরাঁ, হোটেল, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির প্রচারসচিব মহেশ্বর বর্মন।

নদীর জীবন ফেরানোর লড়াই

খোলা জানালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে উন্নয়নের রথে সওয়ার হয়ে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলা বিস্তীর্ণ জনপদে একটি নদীর গড় আয়ু কত? কোনও উত্তর নেই। মাগুরমারির বয়স কত? তারও উত্তর কারও জানা নেই। আঠারোখাই-এর সেই জীবনরেখা এখন পরিত্যক্ত, অবহেলার শিকার, লিখেছেন মাগুরমারি নদী বাঁচাও সমিতির সদস্য সমরজিৎ ঘোষ।

শিবমন্দির ও আঠারোখাই-এর জীবনরেখা বলে পরিচিত মাগুরমারি নদী প্রশাসনিক কর্তাদের উদাসীনতায় তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে স্থানীয় মানুষের নিস্পৃহতাও বড়ই বেদনাদায়ক।

অথচ একটা সময় এই নদী এই অঞ্চলের বহু মানুষের জীবিকা ও সহায়ক জীবিকা ছিল। পুরোনো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে শোনা যায় এই নদীতে সেই সময় প্রচুর মাগুর মাছ পাওয়া যেত। মৎস্যজীবীরা সেই সেই মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতেন। সেই থেকে নদীর নাম হয়েছে মাগুরমারি। যদিও তখনকার মতো 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে' দিন আর নেই। তবুও বহু প্রান্তিক মানুষের ভরসা এই নদী। এখনও অনেকে নদীর তীরকে বেছে নিয়েছেন বসবাসের জন্য। বহু মানুষের রুটিরুজির উৎস এই নদী। এর জলের ওপর নির্ভর করে বাড়িতে মাছ চাষ, হাঁস পালন, চাষ-আবাদ করছেন অনেকে।

নদী কী শুধুমাত্র জীবন-জীবিকার জন্য? তা তো নয়। নদীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে সংলগ্ন এলাকার মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন। যেমন হিন্দু বিবাহে নদীকে গঙ্গা মেনে নিমন্ত্রণ করার রীতি রয়েছে। এই নদী তখন পুণ্যতোয়া হয়ে ওঠে। মানুষের বিশ্বাসে অন্য সব নদীর মতো এই নদীর জলও যেন গঙ্গাজল। আর তখন বিবাহের আচার, রীতিনীতি থেকে শুরু করে অবলীলায় দুর্গাপুজোয় নবপত্রিকা স্নান করানো হয় এই নদীতে। তখন মহাধুমধাম করে হিন্দিভাষীদের ছটপুজোও হত এই নদীতেই। সাঁঝসকালে গঙ্গা ও সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন সকলে। এখন তো এই নদীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা ভুলে যেতে বসেছে এই অঞ্চলের মানুষ। মাগুরমারি বর্তমানে গতিহীন রুগ্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত। এর জল এখন এতটাই দূষিত যে তা ব্যবহারেরও অযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে উন্নয়নের রথে সওয়ার হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলা বিস্তীর্ণ জনপদে একটি নদীর গড় আয়ু কত? কোনও উত্তর নেই। মাগুরমারির বয়স কত? তারও উত্তর কারও জানা নেই। নদীর বয়স কত নদী বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় সেই তথ্য পাওয়া যায় না।

আঠারোখাই-এর জীবনরেখা এখন পরিত্যক্ত, অবহেলার শিকার। এই নদী যেন এখন এলাকার অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এলাকার আবাসন, হোটেল, বাজারের সমস্ত আবর্জনা ফেলার আদর্শ জায়গা। নদীর ওপরে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়কসেতু দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। সেতুর পাশেই

> এই নদী যেন এখন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এলাকার আবাসন, হোটেল, বাজারের আবর্জনা ফেলার জায়গা। নদীর ওপরে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়কসেতু দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। সেতুর পাশেই আবর্জনা রাখার গুদাম এখন আইনগতভাবে বৈধ।

আবর্জনা রাখার গুদাম এখন আইনগতভাবে বৈধ। ফলে দুর্গন্ধে দূষিত বাতাসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ, সংলগ্ন পাড়া ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউ, বিধানপল্লির বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

এমন পরিস্থিতিতে গঠন করা হয়েছে মাগুরমারি নদী বাঁচাও সমিতি। এই অঞ্চলের প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে গঠিত এই পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা নদী বাঁচাও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। মানুষের চলার পথে নদীকে সঙ্গে করে নিয়ে চলার বার্তা দিচ্ছেন প্রদীপ বসাক, তাপস রায়, অ্যালবার্ট টোপ্পো, কমলেশ ঝা, হরিকমল বর্মনদের মতো অনেক মানুষ। আর তাঁদের আন্দোলন দেখে এলাকার মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন মাগুরমারির পুনর্জীবনের।

অনুলিখন : খোকন সাহা

মাগুরমারির গতি আটকে নির্মাণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ মার্চ : মাগুরমারি নদীকে আর নদী বলা যায় না। বরং সেটিকে নিকাশিনালা বলাই শ্রেয়। নদীর পাড়ে যাদের বাড়ি, তারা নদী ভরাট করে বেমালুম পাকা বাড়ি তৈরি করছে। 'পিছিয়ে নেই' জমি মাফিয়ারাও। নদীর দু'পাড় দখল করে বিক্রি করে দিচ্ছে তারা। অন্যদিকে পুরো আঠারোখাই এলাকার বাড়ি, আবাসন, বাজার, হোটেল, রেস্তোরাঁর বর্জ্য ফেলার আদর্শ জায়গা হয়ে উঠেছে এই নদী। স্থানীয়দের ক্ষোভ, নদী নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। সবাই সবকিছু দেখেশুনেও নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। এলাকাবাসী বলছেন, বর্তমানে নদীর যা পরিস্থিতি, তাতে ভবিষ্যতে এর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূলের আঠারোখাই অঞ্চল সভাপতি সুজিত দাস বলেন, 'বিষয়টা বিএলএলআরও'-র দেখা উচিত। আমরা বিষয়টি নিয়ে বহুবার সরব হয়েছি। এর আগে ডেপুটেশনও দিয়েছি।' তাঁর অভিযোগ, 'ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের একাংশই জমি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসাজশ বজায় রেখে কাজ করছে। তাই এই ধরনের অবৈধ কারবার চলছে।' তবে এব্যাপারে মাটিগাড়া ব্লকের বিএলএলআরও ক্লেমেন্ট ভুটিয়াকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাই তাঁর বক্তব্যও জানা যায়নি।

সমস্যা কোথায়

- নদী দখল করে নির্মাণ হচ্ছে
- জমি মাফিয়ারা নদীর মধ্যে দেওয়াল তুলে দখল করছে
- বাড়িঘর তো বটেই, হোটেল-রেস্তোরাঁর আবর্জনাও ফেলা হচ্ছে

নদীর পাড়ে গিয়ে দেখা গেল, আবর্জনা ফেলার পাশাপাশি দিব্যি নদীর মধ্যে ঢালাই করে দেওয়াল তুলে নদী দখল করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি জমি ও নদীর চর দখলদারদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক রং না দেখে দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'কারা নদীর মধ্যে বাড়ি বানাচ্ছে, দখল করে বিক্রি করছে, সেসব খতিয়ে দেখা হবে। বিএলএলআরও এবং সেচ দপ্তরকে বলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নদীর গতিপথ সংকুচিত করে এভাবেই উঠছে পাকাবাড়ি।

সড়কে ডিভাইডার কাটা রুখতে উদ্যোগী পুলিশ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ মার্চ : ব্যবসায়িক স্বার্থে বেআইনিভাবে জাতীয় সড়কের ডিভাইডার কাটা রুখতে পদক্ষেপ করছে পুলিশ। ইসলামপুরে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গা অবৈধভাবে কাটা হয়েছে। এইসব কাটা জায়গার বেশিরভাগই রয়েছে পেট্রোল পাম্প, রেস্তোরাঁ এবং ধাবা সংলগ্ন এলাকায়। কারা এইভাবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে এবং মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলছে তার খোঁজ শুরু হয়েছে। যেহেতু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির আশপাশে এসব হচ্ছে তাই পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক ধারণা ব্যবসায়িক স্বার্থেই এইসব করা হচ্ছে।

ইসলামপুর থানা এলাকার ৭টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এসব বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নোটিশে। নানা রাজনৈতিক মদত থাকায় ইসলামপুরের ব্যবসায়ীরা এর আগে জবরদখল ইস্যুতে প্রশাসনের অনেক কথাতেই কর্ণপাত করেননি। এক্ষেত্রেও প্রশাসনের হুঁশিয়ারিতে শুধু কাজ হবে এমন নিশ্চয়তা তথ্যাভিজ্ঞ মহল এখনই দিতে পারছে না।

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- ইসলামপুরে জাতীয় সড়কে বিভিন্ন জায়গায় ডিভাইডার কেটে ফেলা হয়েছে
- বেশিরভাগই কাটা হয়েছে পেট্রোল পাম্প, রেস্তোরাঁ এবং ধাবা সংলগ্ন এলাকায়
- কারা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে মানুষকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে তার খোঁজ শুরু হয়েছে
- ইতিমধ্যে ৭টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন-চার মাস আগে ইসলামপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে কাটা সড়কের অংশে কংক্রিটের ঢালাই করে বন্ধ করা হয়েছিল। কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, ফের সেই ঢালাই ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং আগের মতোই মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। শিখা কুণ্ডু নামে পাশের এক দোকানদারকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কে কখন ভেঙে দিচ্ছে তা তো জানতে পারছি না। তবে কেটে দেওয়ার কারণে মানুষ আগের মতোই ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর বলেন, 'ব্যবসায়িক স্বার্থে অবৈধভাবে জাতীয় সড়কের ডিভাইডার কেটে ফেলা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে যৌথ মিটিংয়ে এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কয়েক মাস আগেই সড়কের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে কাটা অংশগুলি বন্ধ করা হয়েছিল। যদি সেগুলি ভাঙা হয় তাহলে পুনরায় মেরামত করা হবে। তবে যারা এই অবৈধ কাজ করছে তার প্রমাণ পেলে বা হাতেনাতে ধরা পড়লে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।'

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'এভাবে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস এবং মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা বন্ধ করতে পুলিশ এমন পদক্ষেপ করেছে। আপাতত মোট ৭টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

সোনা উদ্ধার, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : খোয়া যাওয়া লক্ষাধিক টাকার সোনা উদ্ধার করে দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত দুই তরুণের নাম সোনু বাল্মীকি ও মনোজ দত্ত। ধৃতদের মধ্যে মনোজের সোনার দোকানও রয়েছে। মনোজের কাছ থেকে গলানো সোনাও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গত ১ তারিখ লাবণি দেব চট্টোপাধ্যায় প্রধাননগর থানায় অভিযোগ করেন, গত বছরের এপ্রিলের ৫ তারিখ তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিশ্বাস করে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সোনুকে। ওই তরুণ একটি হোটেলে কাজ করত। ১৪ এপ্রিল বাড়ি ফেরার পর তিনি জানতে পারেন, দু'দিন থেকেই সোনু চলে গিয়েছে। হোটেলের কাজও ছেড়ে দিয়েছে।

তখন সন্দেহজনক কিছু না মনে হলেও চলতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা আলমারির লকার খুলে জরুরি কাগজপত্র দেখার সময় নজরে আসে, তাঁর বাবা-মায়ের সোনার গয়না সেখানে নেই। এদিকে, চলতি মাসের ১ তারিখ অভিযোগের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমে সোনু পরে মনোজকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এরপর ২ তারিখ দুজনকে কোর্টে তোলা হলে মনোজের জেল হেপাজত হয়, অন্যদিকে সোনুকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে চুরির কথা স্বীকার করে। সে জানায়, রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা মনোজের কাছে সে সমস্ত সোনা বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর মনোজকে পাকড়াও করে তার কাছ থেকে গলানো সোনা উদ্ধার করে পুলিশ।

যদিও গোটা ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। বাড়ির দায়িত্বে থাকা তরুণ উধাও হওয়ার পরেও লাবণি কেন সব দামি জিনিসপত্র খতিয়ে দেখেননি বা সোনু লকারের চাবি কীভাবে পেল, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। একইভাবে মনোজ সোনা গলিয়ে ফেলার পরও পুলিশ কীভাবে নিশ্চিত হল যে ওই সোনা লাবণির, তাও স্পষ্ট নয়।

ধুলো নিয়ে সরব বিধায়ক

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : ধুলোময় শিলিগুড়ির অধিকাংশ রাস্তাঘাট। এতে শ্বাসকষ্টে ভুগছেন অনেকেই। বুধবার এমনই অভিযোগ করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন মেয়র গৌতম দেবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ওই সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করেন তিনি।

বিধায়ক বলেন, 'মেয়র সব রাস্তায় চলাফেরা করেন না। কেবল পাতার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ম্যাস্টিক রাস্তাগুলি খোঁড়া হয়েছে। রাস্তা ভাঙা, ধুলোয় ভরে যাওয়া সবমিলিয়ে খুব খারাপ অবস্থা।

যদিও বিধায়কের কথায় গুরুত্ব দিতে রাজি নন মেয়র। তিনি বলেন, 'আমি বিধায়কের কোনও চিঠি পাইনি। এছাড়াও কেবল পাতার জন্য সমস্যা হচ্ছে বলে কোনও অভিযোগও পাইনি। বিধায়ক রাস্তা খোঁড়ার ব্যাপারটি বলছেন। তাহলে এশিয়ান হাইওয়ের কাজে যত ধরনের সমস্যা হয়েছে ওই ব্যাপারে কী বলবেন।'

খুনিদের ধরতে পুরস্কার ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : জ্যোতির্ময় কলোনিতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আঘাতের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে ধরে দিতে পারলে ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। ঘটনায় মৃত কাজল রায়ের পরিবার ও তাঁর বন্ধুবান্ধবের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এমনকি পোস্টে কাজলের কাকা ও ভাইয়ের নম্বরও দেওয়া হয়েছে। কাজলের পরিবার জানিয়েছে, এই নৃশংস খুন কোনওভাবে মেনে নেওয়া হবে না। গোটা ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা ধরা না পাড়ায় পুলিশের ওপর চাপ বাড়ছে। এদিকে, ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রিনা রায়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

অভিযুক্ত ওই দুজনের ছবি দিয়ে পোস্টে লেখা রয়েছে, সুকান্তপল্লির বাসিন্দা হিসেবে আমরা সকলের কাছে সাহায্য চাইছি। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে, পোস্ট শেয়ার করার জন্য যাতে ওই দুষ্কৃতীরা অতি শীঘ্রই ধরা পড়ে।

পোস্টে মৃত কাজল রায়েরও ছবি দেওয়া হয়েছে। সেই ছবিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'আমাদের সবাইকে ছেড়ে কাজল চলে গিয়েছে। শৈশব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ওর সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত মনে পড়ে যাচ্ছে। ওর নাম এবং ছবি শুনলে বা দেখলেই চোখে জল আর বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমাদের।'

কাজলের ভাই কল্যাণ রায় বলেন, 'যেভাবে ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করা হল, সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। গোটা পাড়া জানে কাজল কেমন ছেলে ছিল। কোনওদিন কারও সঙ্গে চোখ উঠিয়ে পর্যন্ত কথা বলতে পারেনি।' কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন কাকা জীবন রায়। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের পরিবারে যে কী অবস্থা সেটা বলে বোঝাতে পারব না। পাড়ার ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলা মেটাতে গিয়ে নৃশংসভাবে ছেলেটাকে খুন হতে হল।'

গত বৃহস্পতিবার জ্যোতির্ময় কলোনির স্থানীয় একটি মাঠে স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই সরকারের সঙ্গে সুকান্তপল্লি ও জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকারই কয়েকজন ছেলের ঝামেলা বাধে। নেশার আসর থেকেই সেই ঝামেলা বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। পরদিন সেই ঝামেলা নিয়ে কাজলরা নিমাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বাড়ির সামনেই তাঁদের ওপর নিমাই ও বাবলু ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত হন। পরবর্তীতে সোমবার কাজলের মৃত্যু হয়। দুজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক রয়েছে। ঘটনার পর থেকেই উধাও ওই দুই অভিযুক্ত। এদিন, সিপিএমের এনজেপি এরিয়া কমিটির তরফ থেকেও ৩১ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে এনজেপি থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কলোনির হত্যাকাণ্ড

অধ্যাপকের প্রয়াণ

ইসলামপুর, ৫ মার্চ : ইসলামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা টিআইসি মুস্তাক আলি সরকারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা কলেজ। বুধবার কলেজে তাঁর মরদেহ আনা হয়। কলেজের পড়ুয়া, অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীরা সকলেই তাঁকে এদিন শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর তিনি এদিন শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোয়ার্টারে মানিব্যাগ ও লোহার হাতুড়ি

স্মার্টফোনে লুকিয়ে খুনের রহস্য

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ মার্চ : ছোটবেলা থেকেই কাকার কাছে ঘুমোত বিবেক। আর বিছানায় শুয়ে স্মার্টফোনে কাকা রবি তাকে দেখাত খুন করার দৃশ্য বা অপারেশনে কাটাছেঁড়া করার দৃশ্য। বাবা বিনোদের কাছে নাকি সেকথা জানিয়েছিল বিবেক। বিনোদের দাবি, তিনি ছেলেকে ওইসব দৃশ্য না দেখার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু রবিকে এই ব্যাপারে কেন তিনি কিছু বলেননি, তার সদুত্তর দিতে পারেননি বিনোদ। শুধু তাই নয়, এসব কথা জানার পরেও ছেলেকে রবির সঙ্গেই ঘুমোতে বলেছিলেন তিনি। বুধবার বিনোদ আফসোস করেন, 'আমাদের কাছে ঘুমোলে হয়তো ছেলেকে এভাবে মরতে হত না।'

তদন্তকারীদের প্রশ্ন, তাহলে কি রবি অনেকদিন থেকেই এই খুনের পরিকল্পনা করছিল? বিনোদ বা তাঁর স্ত্রী কেন এইসব দৃশ্য তাঁদের ছেলেকে দেখাতে রবিকে বারণ করেনিন, তাও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এদিকে, মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে খুন ও আত্মহত্যার ঘটনার পর কেটে গিয়েছে তিনদিন। এখনও হদিস মেলেনি খুনে ব্যবহার করা অস্ত্রের। হদিস মেলেনি রবির কাছে থাকা স্মার্টফোনটিরও। তবে বুধবার ঘটনাস্থলে চিরুনি তল্লাশি করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রবির ঘর থেকে একটি মানিব্যাগ ও একটি লোহার হাতুড়ি উদ্ধার হয়েছে। হাতুড়ির হাতলে সামান্য রক্ত লেগে ছিল। তবে পুলিশের অনুমান, ওই হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়নি। তাহলে থেঁতলে যেত দেহ। ওই রক্ত সম্ভবত ছিটকে হাতুড়ির হাতলে লেগে ছিল। আরেকটি মানিব্যাগ পাওয়া গিয়েছে মায়ের দেহ যেখানে পড়ে ছিল তার কাছে। তবে দুটি মানিব্যাগে কত টাকা ছিল পুলিশ কিছু জানায়নি।

মায়ের দেহ যে ঘরে পড়েছিল সেই ঘরে একটি ব্যাগ থেকে এদিন পাওয়া গিয়েছে একটি পুরোনো স্মার্টফোন। পুলিশের অনুমান, এই

মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের কোয়ার্টারে চিরুনি তল্লাশি পুলিশের।

> ওই মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস জানতে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠি করেছি। ওই রিপোর্ট পেলে বোঝা যেতে পারে শেষবার রবি কার সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন। আশা করছি খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব ওই কল ডিটেলস। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।
>
> **ওয়াই রঘুবংশী**
> পুলিশ সুপার

ফোনটি রবির নয়। এইরকম আরও কয়েকটি পুরোনো স্মার্টফোন আগেও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশকে ভাবাচ্ছে, রবির ব্যবহার করা স্মার্টফোনটির বিষয়ে কাজ থাকার বিষয়টি। সেটি কোথায়, কে নিয়ে গেল, তাও পুলিশের প্রশ্ন।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'ওই মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস জানতে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠি করেছি। ওই রিপোর্ট পেলে বোঝা যেতে পারে শেষবার রবি কার সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহগুলির নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক একটি দল ঘটনাস্থলে আসার কথাও রয়েছে। বুধবার দুপুরে রেঞ্জ অফিসের ওই কোয়ার্টারে আসেন মাদারিহাট থানার শিক্ষানবিশ আইপিএস অফিসার শেখ হাবিবুল্লা ও মেজোবাবু সঞ্জীবকুমার মোদক। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গেও কথা বলেন। রেঞ্জ অফিসের বাইরে বসানো সিসি ক্যামেরা থেকে দেখার চেষ্টা চলছে ঘটনার দিন ওই পথে কারা যাতায়াত করেছিলেন।

বিনোদ জানিয়েছেন, ছেলের শেষকৃত্য কাকার বাড়ির কাছেই করা হয়েছে। মাদারিহাট থানায় তাঁকে বুধবার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ছেলের কাজ থাকায় তিনি আসতে পারেননি। বৃহস্পতিবার তিনি থানায় যাবেন।

উত্তরে জটিলতার অভিযোগ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : মাধ্যমিকের ইংরেজি ও জীবনবিজ্ঞানের দু'তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিতর্কিত ওই প্রশ্নগুলির উত্তর হিসাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে যে গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে, তা মানতে নারাজ অনেক পরীক্ষার্থী।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের ইংরেজির প্রশ্নপত্রের আনসিন প্যাসেজ ঘিরে সমস্যা। সেখানে ইংরেজি শব্দ 'টার্গেট'-এর অর্থ লিখতে বলা হয়েছিল। গোটা প্যাসেজটিতে 'মিশন' ও 'অবজেক্টিভ' এই দুটি শব্দ লেখা ছিল। পরীক্ষার্থীদের একাংশের দাবি, তারা 'টার্গেট'-এর অর্থ 'মিশন' লিখেছে। কিন্তু মাধ্যমিকের খাতা দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পর্ষদ যে উত্তরপত্রের গাইডলাইন পাঠায় তাতে শুধু 'অবজেক্টিভ' শব্দটিকে সঠিক উত্তর হিসাবে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের ইংলিশ মিডিয়ামের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা গুঞ্জন বর্মন বলেন, 'পর্ষদ শুধু 'অবজেক্টিভ' শব্দটি উত্তর হিসাবে নিলেও টার্গেটের অর্থ 'মিশন'-ও হবে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ এই দুই ডিকশনারিতেও তাই রয়েছে। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের

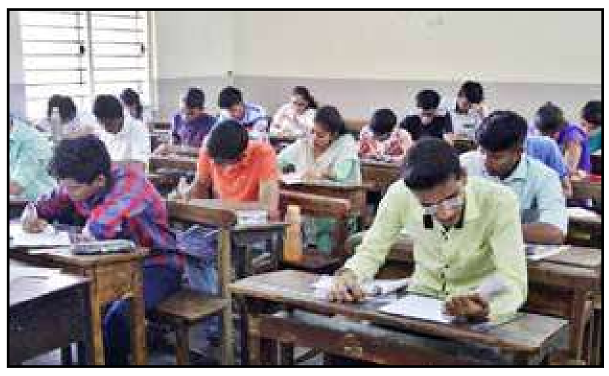

তরফে যে টেস্ট পেপার বের করা হয়েছিল, সেখানেও 'টার্গেট'-এর অর্থ 'মিশন'-ই বলা রয়েছে।'

এছাড়া ইংরেজির গ্রামার বিভাগেও একটি শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে পর্ষদে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা, পেশায় শিক্ষিকা এক মহিলা বলেন, 'প্রশ্ন অনুসারে শূন্যস্থানটিতে 'ডিউরিং' বা 'ইন' দুটো শব্দই বসতে পারে। কিন্তু পর্ষদ শুধু 'ইন' শব্দটি নিয়েছে। পর্ষদ যদি এরকম করে, তাহলে পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রত্যাশামাফিক নম্বর পাবে না। তাই আমাদের দাবি, পর্ষদ এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বিবেচনা করুক।'

রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষার খাতা দেখাও শুরু করে দিয়েছেন। এরই মধ্যে ইংরেজি ও জীবনবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পর্ষদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। কোচবিহারের স্টুডেন্ট ফোরাম নাম দিয়ে একাধিক পরীক্ষার্থী এবিষয়ে একসঙ্গে সই করে ডাকযোগে পর্ষদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মেল করেও এই বিষয়টি পর্ষদকে জানানো হয়েছে। এমনকি ওই সংগঠনের তরফে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক কলকাতায় পর্ষদের অফিসে সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিযোগপত্র জমা দিয়ে তার রিসিভ কপিও তিনি নিয়ে এসেছেন।

স্টুডেন্ট ফোরামের আরও দাবি, জীবনবিজ্ঞানের একটি প্রশ্নে পর্ষদ যে চারটি বিকল্প দিয়েছিল তার

যেখানে বিতর্ক

- মাধ্যমিকের ইংরেজির প্রশ্নপত্রের আনসিন প্যাসেজ ঘিরে সমস্যা
- ইংরেজির গ্রামার বিভাগেও একটি শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে পর্ষদে অভিযোগ জানানো হয়েছে
- কোচবিহারের স্টুডেন্ট ফোরাম নাম দিয়ে একাধিক পরীক্ষার্থী এবিষয়ে একসঙ্গে সই করে ডাকযোগে পর্ষদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে
- ওই সংগঠনের তরফে একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক কলকাতায় পর্ষদের অফিসে সশরীরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন

প্রত্যেকটিই সঠিক। তাহলে সেখান থেকে একটা কী করে বাছা যাবে! বিষয়টি নিয়ে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহার জেলার কনভেনার সঞ্জয়কুমার সরকার অবশ্য বলেন, 'মাধ্যমিকের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র নিয়ে পর্ষদের বিশেষজ্ঞ টিম রয়েছে। তারাই বিষয়টি দেখবে। এবিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।'

২৯টি সিলিন্ডার সহ ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : গ্যাস সিলিন্ডার, ওভেনের নানা সামগ্রী বিক্রির আড়ালে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিলিং করে বিক্রির অভিযোগে দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ সরকার। তাঁর দোকানের পেছনে থাকা একটি গোডাউন থেকে ছোট-বড় মিলিয়ে ২৯টি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন যাবৎ কোনও ধরনের কাগজপত্র ছাড়াই বিপজ্জনকভাবে বড় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছোট ছোট সিলিন্ডারে রিফিলিং করার অভিযোগ উঠছিল হায়দরপাড়া এলাকায়। এদিন সেই সূত্র ধরেই কৃষ্ণের দোকানে অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর তার দোকানের পেছনের গোডাউনে ছোট-বড় গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারের হদিস পায় পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ঘরোয়া সিলিন্ডার কৃষ্ণের কাছে এল কোথা থেকে?

কয়েকমাস আগেও মাটিগাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার সিকিমে নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপোস্ট এলাকা থেকে ভক্তিনগর থানার পুলিশ পাকড়াও করেছিল। সেসময় একটি গ্যাস সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটারের নামও উঠেছিল। কৃষ্ণকে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার জোগানের পেছনেও কোনও গ্যাস সিলিন্ডার ডিস্ট্রিবিউটার জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

নেতার স্কুল

প্রথম পাতার পর

জমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পের। সরকারিভাবে জমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের, স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে প্রায় চার মাস বেশি সময় আগে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এতদিনেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'যেহেতু জমিটি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের, তাই পদক্ষেপ করতে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি জানানো হয়েছে মহকুমা শাসকের দপ্তরেও।' কিন্তু আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলছেন, 'বিডিও-র তরফে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। তাছাড়া জমি দখলমুক্ত করার কাজ আমরা করতে পারি না।' অর্থাৎ, তৃণমূল নেতার বেআইনি স্কুল ভবনকে রক্ষা করতে চেষ্টা অব্যাহত।

এমন অভিযোগ তুলে বুধবার ফের মাটিগাড়ার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালায় বিজেপির শিবমন্দির-আঠারোখাই মণ্ডল। আদালতে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মণ্ডল সভাপতি বলছেন, 'প্রশাসনের তরফে যতই চেষ্টা করা হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।'

পুকুর ভরাট, বেআইনিভাবে গাছ কেটে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার মতো অভিযোগের ক্ষেত্রেও তিনি আঙুল তোলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দিকে।

রমজানের মাসে...। কোরান পাঠে মগ্ন দুই খুদে। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

মন খারাপ

প্রথম পাতার পর

তিনি বললেন, 'আগে তো প্রতিবছর এই বাজার থেকে কিছু না কিছু কিনতাম। এবছর ঠাকাই পড়েনি যে কিছু কিনতে আসব। তবে একটা স্বার্থ কেনার ছিল, তাই আসা।' কতটা ক্ষতি-লাভ হল এই বছর? ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, গত বছরের তুলনায় ব্যবসা হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশ। কারও আবার বক্তব্য, কর্মী খরচ, ভাড়া ওঠানোই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে ৪০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে কি না বলা মুশকিল। সারিতে ছেঁড়া বলছিলেন, 'নিজেদের খরচ উঠছে এই অনেক।' আগের থেকে প্রায় যাট শতাংশ বিক্রি কমে গিয়েছে আমার।' ব্যবসায়ী অতুল প্রসাদের বক্তব্য, 'এতগুলো মাস এখানে ছিলাম, সব মিলিয়ে প্রতিমাসে ২০ হাজার টাকা লাভ তুলতে পেরেছি কি না সন্দেহ!' রাজা সাহা বলেন, 'এবছরটা খুবই বাজে গেল। যদি গত বছরের কথা বলি প্রতিবছর প্রায় ১০ শতাংশ করে ব্যবসা কমছে।'

একটা সময় শীতকাল মানেই ছিল ভুটিয়া মার্কেটে শীতবস্ত্র। তবে শীতের বিদায়ের পাশাপাশি অনলাইন শপিংয়ে মন্দা বাড়ছে বলেও বলছেন ব্যবসায়ীরা।

হাসিনার বিচার

প্রথম পাতার পর

এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি এখন বাংলাদেশে নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব? সেটা নির্ভর করছে ভারত এবং আন্তর্জাতিক আইনের ওপর।' ইউনূসের দাবি, বিচার শুরু করার মতো যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ আছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। তাঁর নামে দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও আছে।

ভারত থেকে তাঁকে ফেরানোর ব্যাপারটি নিয়ে অবশ্য প্রধান উপদেষ্টার কথায় ধোঁয়াশা কাটেনি। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে জানানো হলেও এখনও সরকারিভাবে কোনও জবাব আসেনি। এটি আইনি বিষয়। আশা করব, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' অর্থাৎ ভারতকে অনুরোধের স্তরেই আছে প্রত্যর্পণের বিষয়টি।

কিন্তু ইউনূসের স্পষ্ট উচ্চারণ, হাসিনার বিচার হবেই। সেটা তাঁর উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতে। শুধু হাসিনা নন, তাঁর সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার হবে। তাঁর পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্ঠরা, নানাভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার হবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন আয়নাঘরের, যেখানে শত শত মানুষকে নির্যাতন, খুন, গুম করার অভিযোগ আছে। হাসিনার বিচারের বার্তা দেওয়ার দিনই ঢাকায় পৌঁছান পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী। এপ্রিলে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের বাংলাদেশ সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন তিনি। বিদেশসচিব মহম্মদ জসিমউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পর্যটনে সহযোগিতা, দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা হয়।

নিউজিল্যান্ড

প্রথম পাতার পর

টেম্বা বাভুমা (৫৬) ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৬৯)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ১০৫ রান জোড়েন। কিন্তু বাভুমা ও রাসিকে ফিরিয়ে প্রোটিয়া শিবিরকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন স্যান্টনার। বিধ্বংসী রূপ নেওয়ার আগেই হেনরিচ ক্লাসেনকেও (৩) সাজঘরের রাস্তা দেখান তিনি। ১৬৭/৪ হয়ে যাওয়ার পর একা লড়েন ডেভিড মিলার (৬৭ বলে অপরাজিত ১০০)। কিন্তু তাঁর শতরানেও লাভ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা আটকে যায় ৩১২/৯ স্কোরে। ২৫ বছর আগে নাইরোবিতে সৌরভের ১১৭ রানের ইনিংসও জয় এনে দিতে পারেনি ভারতকে। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও কিউয়িদের কাছে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। জোড়া প্রতিশোধের সঙ্গে ট্রফি জয়- এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্যে রবিবার রোহিত-বিরাটদের দিকেই তাকিয়ে আসমুদ্রহিমাচল।

বাগানকর্মীদের নিয়ে গবেষণাপত্র

শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন সম্পর্কিত বিষয়ে আইআইটি খড়্গপুর ও আইআইএম নাগপুরের যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আইআইটি খড়্গপুরে আয়োজিত ওই আলোচনাচক্রে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের গবেষণাপত্র তুলে ধরেন গবেষকরা। উত্তরবঙ্গ থেকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফলং লার্নিং অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগের গবেষক শঙ্খদীপ মাহাতো। তিনি দার্জিলিং জেলার আদিবাসী চা বাগানকর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। শঙ্খদীপ বলেন, 'দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন চা বাগানের আদিবাসী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, তাঁদের নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগই এই কাজে যুক্ত হতে চাইছে না। ভবিষ্যতে যার প্রভাব পড়বে এখানের অর্থনীতিতে। এছাড়াও কীভাবে আদিবাসী চা বাগানের কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি করা যায় সে ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে।'

শঙ্খদীপ জানান, বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করলে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার যে উন্নতি হবে তা নিয়েও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।

সিবিআই তলব

প্রথম পাতার পর

'মঙ্গলবারই আমি এই চিঠি পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পরই ওই দিন শিক্ষককে ডেকে তাঁদের হাতে চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা সকলেই ২০১৪ সালে নিয়োগ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিক শিক্ষক পদে বিভিন্ন নিয়োগ নিয়ে বহুদিন ধরেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এসব নিয়ে বহু মামলাও হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই কয়েক বছর ধরে জেল খেটেছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বেশ কয়েক বছর ধরে জেলে রয়েছেন। এই অবস্থায় ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করেছে সিবিআই। এর মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই রয়েছেন ৪৮ জন। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ১২ জন, হাওড়ায় ৬ জন, হুগলিতে ৬ জন, ঝাড়গ্রামে ১৩ জন, বাঁকুড়ায় ২ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ২ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ জন, কলকাতায় ৪ জন, মুর্শিদাবাদে ২ জন রয়েছেন। এছাড়া উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও মালদায় ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। তবে হঠাৎ করে এই শতাধিক শিক্ষককে কেন সিবিআই তলব করল, কেন তাদের সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে দেখা করতে বলল তা নিয়ে শিক্ষামহলে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে।

অতিরিক্ত ভাড়া দাবি, দোকান বন্ধ দিনভর

জল্পেশমেলায় নজিরবিহীন কাণ্ড

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ : তুমুল বিক্ষোভের সাক্ষী থাকল জল্পেশমেলা। অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগে বুধবার দিনভর বন্ধ রইল দোকানপাট। কয়েকজন ব্যবসায়ী তো আবার হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়লেন। সবমিলিয়ে এক নজিরবিহীন কাণ্ড।

এদিন মেলার মাঠে জেলা পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। জেলা পরিষদের কর্মীদেরকেও ঘিরে রাখা হয়। প্রশাসনের আধিকারিকরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সেখানেও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে ব্যবসায়ী, মেলার ইজারাদার ও প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় আলোচনায় বসলেও সমাধানসূত্র মেলেনি। সন্ধ্যার আগে প্রশাসনের অনুরোধে দোকান খোলেন ব্যবসায়ীরা।

তবে, দিনভর দোকান বন্ধ থাকায় অনেকে ক্রেতাই হতাশ হয়ে ফিরে যান। জলপাইগুড়ি থেকে এদিন সপরিবারে মেলায় এসেছিলেন দেবাশিস বসু। তাঁর কথায়, 'ঐতিহ্যবাহী মেলায় এমন বিক্ষোভ কাম্য নয়। মেলায় এসে দেখছি, সব দোকান বন্ধ। বাধ্য হয়ে ফিরে যাচ্ছি।'

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে জল্পেশমেলা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর এই মেলার আয়োজন হয়। মেলার ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এবছর মেলার ইজারা পেয়েছেন জল্পেশ এলাকার বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা। ব্যবসায়ীদের যুক্তি, প্রতিবছর মেলার ইজারাদার দোকান ভাড়া সামান্য কিছু বাড়ান। কিন্তু এবছর তাঁদের থেকে দ্বিগুণ, তিনগুণ এমনকি চারগুণ টাকাও দাবি করা হচ্ছে। টাকা

বিক্ষোভ

প্রতিবাদ ব্যবসায়ীদের।

না দিলে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এদিন সকাল থেকে দোকানদাররা মিলিত হয়ে একে একে দোকান বন্ধ করে অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

প্রায় ৩৫ বছর ধরে বেরুবাড়ি থেকে জল্পেশমেলায় বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি করতে আসছেন পরিমল মণ্ডল। তিনি বলছেন, 'জল্পেশমেলায় এবছর ভাড়া নিয়ে রীতিমতো জোরজুলুম চলছে। অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে।' মনিহারি দোকানের মালিক স্বপন পোদ্দারের কথায়, 'গতবছর ৩ হাজার টাকা দোকান ভাড়া দিয়েছি। এবছর ৮ হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে। এত বেশি টাকা দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।' শুধুমাত্র দোকান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহই নয়, মেলার দোকানে একটি এলইডি লাইট জ্বালানোর জন্য দৈনিক ১৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।

এদিন ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আলোচনায় বসেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অতিরিক্ত উপসচিব সুদীপকুমার বসু। কিন্তু সেখানে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। ইজারাদার সত্যেন্দ্রনাথের পাল্টা দাবি, 'জেলা পরিষদ নির্ধারিত ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত নেওয়া দূরের কথা, নিয়মের মধ্যে থেকে বরং ব্যবসায়ীদের থেকে সরকার নির্ধারিত টাকার থেকে কম টাকা নেওয়া হচ্ছিল। জোরজুলুম, হুমকি দেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এ নিয়ে আরেক দফায় আলোচনা হবে। তারপরই ভাড়া সংগ্রহ করবেন ইজারাদার।

সাইকেলে ভারতভ্রমণ

রাজগঞ্জ, ৫ মার্চ : গোটা দেশের মানুষের কাছে সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে সাত মাস হল ভারতভ্রমণে বেরিয়েছেন সিকিমের দক্ষিণ সিকিম জেলার নামচি বাজার এলাকার বাসিন্দা মিলন সুব্বা। পাশাপাশি সবুজের সমারোহ বাড়ানোর আর্জি জানাচ্ছেন সকলকে। সাত মাসে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ঘোরা হয়ে গিয়েছে তাঁর। এবার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভ্রমণে চলেছেন সুনীল। বুধবার সকালে ঘোষপুকুর এলাকা থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে তিনি জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ৩১ডি জাতীয় সড়কের সারিয়াম মোড়ে দাঁড়িয়ে মিলন বলেন, 'গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সবুজে মোড়া একমাত্র রাজ্য সিকিম। ভারতবর্ষের অনেক মানুষ সিকিমের সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমার কাছ থেকে জানার পরে সিকিম ঘুরতে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আশা করছি আগামীদিনে সিকিম অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হবে।'

মিলন সিকিমের প্রথম নাগরিক যিনি সাইকেলে ভারতভ্রমণ করছেন।

বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৫ মার্চ : বিহারে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু মাদক পাচারকারীরা অতি সক্রিয়। তাই দোলযাত্রার আগে আবগারি কর্মীরা মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন। কিশনগঞ্জে গত বুধবার ২৪ ঘণ্টায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অভিযানে ১৭৬.৫৫ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে। ঘটনাগুলিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি গাড়ি, ই-রিকশা ও বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবগারি সুপার দেবেন্দ্র প্রসাদ জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকালে ওই জায়গাগুলিতে অভিযান চালানো হয়। এমন অভিযান লাগাতার চলবে। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবর্জনায় 'মুক্তো' খুঁজে বেড়ায় দুই প্রজন্ম

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৫ মার্চ : বীরপাড়া চৌপথিতে মহাসড়কের দু'পাশ যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড! ছড়িয়ে রাশি রাশি জঞ্জাল। মরা কুকুর, বিড়াল সবই ছুড়ে ফেলা হয় ওখানে। পথচারীরা তো বটেই, গাড়ির জানলা খোলা থাকলে বোঁটকা গন্ধ এড়াতে মুখে রুমাল চেপে ধরেন যাত্রীরাও। তবে সিন্ধু সেঁচার মতো দিনভর আবর্জনা ঘাঁটেন কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু। 'মুক্তো' পানও ওঁরা। প্লাস্টিকের বোতল, মদের বোতল, ছেঁড়া কাগজ, ক্যারিব্যাগ সবই বেছে বেছে আলাদা করেন। দিনশেষে ওগুলোই এনে দেয় নগদনারায়ণ।

ভিমডিমা চা বাগানের বৃদ্ধ মানুষটার কথাই ধরে নেওয়া যাক। বয়স আশির কোঠায়। এক জমানায় চা শ্রমিক ছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীরটা আর চলে না। তবু সকালবেলা দু'পায়ে ভর করে অশক্ত শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান দু'কিমি দূরে বীরপাড়া চৌপথিতে। দিনভর আবর্জনা ঘেঁটে প্লাস্টিকের বস্তা সংগ্রহ করেন। ওগুলোও নাকি বিক্রি হয়। বৃদ্ধ বললিলেন, 'কী করব! কাজ করতে পারি না। তবে বস্তা বেচে কয়েকটা টাকা আসে।' আবর্জনা ঘাঁটছিলেন ভবঘুরে চেহারার এক প্রৌঢ়ও। ফেলে দেওয়া মদের একটা বড় বোতল পেতেই তাঁর মুখে হাসি।

শুধু বড়রাই নন, আবর্জনা ঘাঁটে ছোটরাও। বীরপাড়ায় চারদিকে ছড়িয়ে রাশি রাশি আবর্জনা। দোকানপাট, হোটেল, গৃহস্থালির আবর্জনা সবই ফেলা হয় লোকালয়েই। পথের সাথি ভবনের সামনেও ছড়িয়ে আবর্জনা। আর গ্যারগান্ডা সেতু থেকে বিরবিটি সেতু পর্যন্ত দু'কিমি এলাকাজুড়ে হাইওয়ের দু'পাশে শুধু আবর্জনার স্তূপ। সকাল থেকে বিকেল, সেই স্তূপ ঘাঁটে আট দশ বছর বয়সিরাও। অথচ এসময় ওদের স্কুলে যাওয়ার কথা। স্কুলে বিনে পয়সায় বই, ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। বেলা দেড়টা বাজতেই মিড-ডে মিলে মেলে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। কিন্তু ওদের তো চাই টাকা। সেই টাকার অঙ্ক যত কমই হোক না কেন। কিন্তু ওরা এবয়সেই হাড়ে হাড়ে চিনেছে টাকার মূল্য। কারণ ঘরে অন্ন অনিশ্চিত। হয়তো কারও বাবা নেই, কারও বাবা নেশাখোর।

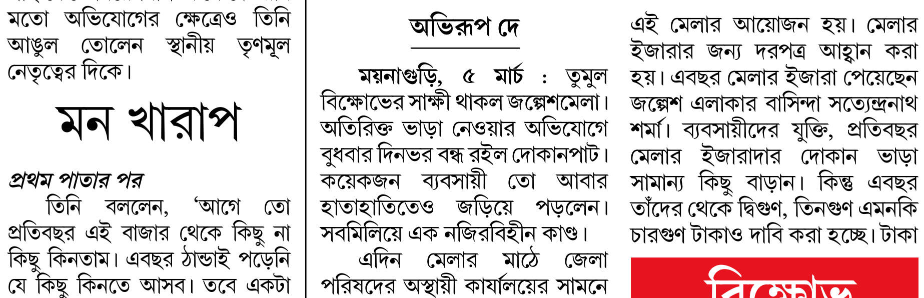

বীরপাড়ায় মহাসড়কের আবর্জনা ঘেঁটে রসদ সংগ্রহ।

হাইওয়েতে আবর্জনার স্তূপ থেকে কাগজ কুড়োচ্ছিল বছর দশেকের ছেলেটা। ময়লা, ছিন্ন পোশাক। দেখেই বোঝা যায়, স্নান করেনি দিনের পর দিন। চিল ছোড়া দূরত্বে বীরপাড়া হাইস্কুলের মাঠটা। ওতে টিফিন পিরিয়ডে ওর সমবয়সিরা খেলাধুলো করে। স্কুলে পড়ে ওরা। হাইওয়ে ধরে ওর গা ঘেঁষে হুস করে ছুটে যায় বেসরকারি স্কুলের বাসগুলি। তবে আরেক সমান্তরাল আর্থিক জগতের বাসিন্দা খুদেটার ওসব নিয়ে ভাবার সময় হয় না। ওর বাড়ি বীরপাড়ার ঝুপড়িপট্টিতে। চকচকে চোখ স্থান করে আবর্জনার স্তূপে। 'স্কুলে পড়িস না?' 'না!' মাথা নেড়ে সরে যায় খুদেটা। খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, আবর্জনা কুড়িয়ে শিশুদের কেউ কেউ স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল। তবে স্কুলে যেতে চায় না ওরা। অনেকে আবার স্কুলে ভর্তিই হয়নি। ওদের মধ্যে একজনের মা মানসিক ভারসাম্যহীন। সন্তানকে কাছছাড়া করতে চান না তিনি। মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বীরপাড়ার সদস্যা তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ শিউলি চক্রবর্তী বলছেন, 'ওদের মূলস্রোতে ফেরাতে সরকারি হোমে পাঠানোর চিন্তাভাবনাও করা হয়েছে। কাজটি কঠিন। কারণ এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি প্রয়োজন। ওই শিশুদের অভিভাবকরাও এগিয়ে সচেতন নন। আমি চেষ্টা করছি।'

‘কিছু মানুষের কাজ বকবক করা’

দুবাই, ৫ মার্চ : ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার হয়ে ব্যাট ধরলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়ালেন। আর সবশেষে সমালোচকদের পালটা আক্রমণ করলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গৌতম গম্ভীর।

নিজে যখন ক্রিকেট খেলতেন, তাঁর মধ্যে আগ্রাসনের কোনও অভাব ছিল না। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচের ভূমিকাতেও গম্ভীর একইরকম। আগ্রাসী। আগ্রাসনের শেষ কথা। ভারতীয় কোচের আগ্রাসন তাঁর দলের অন্দরেও প্রবলভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ম্যাচে।

টানা চারটি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টিম

সমালোচকদের আক্রমণ আগ্রাসী গম্ভীরের

ইন্ডিয়া। আর এই চার ম্যাচে ভারত অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটে অবদান ১০৪। ফর্মের বিচারে হিটম্যান দারুণ জায়গায় রয়েছেন এমন নয়। ফলে সমালোচনাও হচ্ছে। গম্ভীর দর্শন অবশ্য ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আপনারা, সাংবাদিকরা রান বা পরিসংখ্যান দেখে রোহিতের বিচার করেন। আমি বা আমরা দেখি মাঠের রোহিতের প্রভাব। আর কয়েকদিন পরই প্রতিযোগিতার ফাইনাল। তার আগে একটাই কথা বলতে পারি, দলের অধিনায়ক শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করলে সাজঘরে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি হয়। আমরা বরাবরই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য অধিনায়ককে পজিটিভ থাকতেই হবে। বাইরের কে বা কারা কী বলল, তা নিয়ে আমরা ভাবি না।’ অধিনায়ক রোহিতের মতোই সমালোচনায় বিদ্ধ কোহলিও। পাকিস্তান ম্যাচে শতরান করেছেন। গতকাল রাতে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন তিনি। তারপরও কোহলির লেগস্পিন দুর্বলতা নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়। গুরু গম্ভীর যাবতীয় সমালোচনা উড়িয়ে বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘আপনি ৩০০টা একদিনের ম্যাচ খেললে কয়েকবার তো স্পিনারের বলে আউট হবেনই। তাতে সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ভুলে যাবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি শতরানের পাশে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও ৮০-র বেশি রান করেছে। একজন ব্যাটার রান করুক না না করুক, কোনও বোলারের বলে তো আউট হতেই হবে। তাই লেগস্পিনের বিরুদ্ধে কোহলি কেন আউট হচ্ছে, বিষয়টাই অর্থহীন। ৩০০টা ম্যাচ খেললে কোনও নির্দিষ্ট বোলারের বলে একাধিকবার আউট হতেই হয়।’

দলের দুই সেরা ব্যাটারের পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গে দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলার বাড়তি সুবিধা নিয়েও মুখ খুলেছেন কোচ গৌতম। সমালোচকদের কাজ শুধু বকবক করা বলে জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলছি বলে আমরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি, এমন কথা শুনছি। আমার প্রশ্ন কীসের সুবিধা? যে মাঠে খেলা হচ্ছে, সেখানে আমরা একদিনও অনুশীলন করিনি। যেখানে অনুশীলন করছি, সেই আইসিসির অ্যাকাডেমির মাঠের সঙ্গে দুবাই স্টেডিয়ামের কোনও মিলই নেই। আসলে কিছু মানুষের কাজই শুধু বকবক করা, ওরা করুক। আমাদের কিছু যায় আসে না। মনে রাখবেন, দুবাই বাকি দলগুলির মতো আমাদের জন্যও নিরপেক্ষ মাঠ।’ ঋষভ পন্থ ভারতীয় সাজঘরে বসে। অথচ, লোকেশ রাহুল খেলছেন নিয়মিত। কেন? এবার আরও চাঁছাছোলা ভাষায় সমর্থকদের পালটা গম্ভীরের। তাঁর কথায়, ‘একদিনের ক্রিকেটে রাহুলের গড় প্রায় ৫০। এটাই আমার জবাব। বাইরের দুনিয়ায় কে, কী বলল, পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। শুধু ১৪০ কোটি দেশবাসীর কাছে সৎ থাকতে চাই।’

রোহিতদের উলটো পথে হাঁটলেন সামি!

দুবাই, ৫ মার্চ : দুবাই আমাদের ঘরের মাঠ নয়। তাই বাড়তি সুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। দিনকয়েক আগে বলেছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

গতরাতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীরও টিম ইন্ডিয়ার সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার বাড়তি সুবিধার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

অথচ, চমকপ্রদভাবে দলের অধিনায়ক ও কোচের ভাবনার উলটো পথে হাঁটলেন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার মহম্মদ সামি। গতরাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন সামি। সেখানেই দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য বাড়তি সুবিধা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সামির কথায়, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার ফলে অবশ্যই আমাদের সুবিধা হয়েছে। কারণ, একই মাঠে সব ম্যাচ খেলায় আমরা এখানকার পিচ ও পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গিয়েছি।’ এখানেই থামেননি সামি। একই মাঠে সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য কতটা সুবিধার, তাও জানিয়েছেন তিনি। সামি বলেছেন, ‘একই মাঠে কোনও প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ খেলা, যে কোনও দলের জন্যই সুবিধার। আমরাও সেই সুবিধা পেয়েছি।’ ফাইনালের আগে সামির এহেন মন্তব্য ফের নতুন কোন বিতর্কের জন্ম দেয়, সেটাই দেখার।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

সাজঘরে প্রাক্তন ‘হেডস্যর’ শাস্ত্রীও

ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার শুরু ফাইনালের মহড়া

দুবাই, ৫ মার্চ : বদলা বৃত্তটা অবশেষে সম্পূর্ণ।

টি২০ বিশ্বকাপে ক্যাঙারুদের গুঁড়িয়ে দিয়ে জ্বালা জুড়োনো। মঙ্গলবার ফের অজি-বধে শান্তির বারিধারা ভারতীয় দল, সমর্থকদের। অবশ্য মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যপূরণ এখনও বাকি।

অপেক্ষা ৯ মার্চের। রোহিত শর্মার হাতে ট্রফি ওঠার প্রতীক্ষায় আবারও স্বপ্নের জাল বোনা শুরু আসমুদ্র হিমাচলের। ১৪০ কোটি দেশবাসীর যে স্বপ্নপূরণে বদ্ধপরিকর টিম রোহিতও।

আপাতত ছুটির মেজাজ। রবিবার ফাইনাল। হাতে কয়েকটা দিন। তাই ৫ ও ৬ মার্চ মাঠমুখো হচ্ছেন না বিরাট কোহলিরা। দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার ফাইনালে মহড়ায় নেমে পড়বে সদলবলে।

আপাতত অস্ট্রেলিয়া বধ, ফাইনালের টিকিট পাওয়ার খুশিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার পালা। মাঠে একপ্রস্থ উৎসবের আবহ। সাজঘরে ফিরেও যা জারি। মধ্যমণি ম্যাচের নায়ক বিরাট।

রোহিতদের যে উৎসবের পারদ চড়িয়ে শামিল প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীও। ধারাভাষ্যের দায়িত্বে দুবাইয়েই রয়েছেন। তার ফাঁকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবেদনে সাড়া দিয়ে ম্যাচ শেষে সাজঘরে উপস্থিত শাস্ত্রী। সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দেন শ্রেয়স আইয়ারকে।

ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন শ্রেয়স, শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা ও বিরাট। শেষপর্যন্ত অজি ম্যাচে সেরা ফিল্ডারের মেডেল শ্রেয়সের গলায়।

খুশির দিনে প্রাক্তন হেডস্যরকে পেয়ে বিরাট-রোহিতদের উল্লাস চোখে পড়ার মতো। গোটা দল উঠে দাঁড়িয়ে, করতালিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান শাস্ত্রীকে। বিজয়ী রোহিত ব্রিগেডের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন প্রাক্তন কোচ। রোহিতের দলকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ ও সেরা টিম আখ্যা দেন।

শাস্ত্রী বলেছেন, ‘চাপের ম্যাচ ছিল আজ। চলতি টুর্নামেন্টে বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে তোমরাই সেরা দল। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স দলকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে দলগত প্রয়াস প্রয়োজন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করতে।’

অজি বধে বিরাট-স্পেশালের পাশে শ্রেয়স, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ার প্রচেষ্টা দলের বৈতরণি পার করে দেয় দুবাইয়ের সেমিফাইনালের দ্বৈরথে। মহম্মদ সামি, বরুণ চক্রবর্তী, জাদেজাদের বোলিংয়েও দলগত প্রয়াসের ছাপ।

লোকেশের গলায় অবশ্য কিছুটা অভিমানের সুর। ঋষভ পন্থের বদলে তাঁর দলে না থাকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ‘অনিশ্চয়তা’ তো রয়েইছে। কখনও টপ অর্ডার তো কখনও ৬-৭-এ।

অভিমানী লোকেশ বলেছেন, ‘মিথ্যা বলব না, টপ অর্ডারে ব্যাটিং উপভোগ করি আমি। অজি সফরে টেস্টে ওপেন করেছিলেন। লাল বলে ওপেনিং অনেক কঠিন। তারপর ঘরের মাঠে লোয়ার অর্ডার, পরিস্থিতি আলাদা। ঘটনা হল, ২০২০ থেকে আমি ৫ নম্বরে ব্যাট করছি। কিন্তু অনেক সময় সবাই তা ভুলে যায়। প্রশ্ন তোলে আমার প্রথম এগারোয় থাকা নিয়েই।’

লোকেশের কথায়, প্রতিটি ওডিআই সিরিজের পর লম্বা ব্যবধান থাকে। আর যখনই নতুন সিরিজ আসে, প্রশ্নগুলি ঘুরেফিরে ওঠে তাকে নিয়ে। বলেছেন, ‘গত ৪-৫ বছর ধরে দল সামলাচ্ছে রোহিত। ও যেভাবে বলে, আমার থেকে যা চায়, সেটাই ঠিকঠাকভাবে করার চেষ্টা করি সবসময়। বরাবর আমাকে সমর্থন জুগিয়েছে রোহিত। অধিনায়কের যে সমর্থন আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়।’

শ্রেয়স আইয়ারকে সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

‘দ্বিতীয় বিরাট আসবে না’

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ৯৮ বলে ৮৪। ৫৬ রানই সিঙ্গলসে! মোট রানের ৬৭ শতাংশ! ২০০০ থেকে ধরলে ৫,৭৮০ রান নিয়েছেন দৌড়ে। ধারেকাছে বলতে দুই শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা (৫৫০৩) ও মাহেলা জয়বর্ধনে (৪৭৮৯)।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির ফর্ম, দুরন্ত ইনিংসের পাশে যে অবাক করা পরিসংখ্যানে মজে ক্রিকেট বিশ্ব। মাইকেল ক্লার্কের কথায়, কখনও, কোন পরিস্থিতিতে দলকে জেতাতে কী দরকার, জানে বিরাট। পাকিস্তান ম্যাচেও ঠিক এটাই করেছে। ক্রিকেট বই থেকে তুলে আনল প্রতিটি শট। ওডিআই ফরম্যাটে বিরাটই সর্বকালের সেরা।

উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনরা

পাক ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ বলেছেন, ‘রান তাড়া করেই শুধু ৮০০০! ভারতীয় দলে অনেক বড় বড় তারকা রয়েছে। কিন্তু বিরাটের মতো কেউ নেই। দ্বিতীয় আসবে না। মহম্মদ আমিরের কথায়, ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ক্রিকেটে কোহলি। আমার প্রজন্মে ওদের মতো কাউকে দেখিনি।’

রান তাড়ায় সর্বাধিক ৮৭২০ রানের মালিক শচীন তেন্ডুলকার। সেরা পাঁচে কোহলি, রোহিতের সঙ্গে সনৎ জয়সূর্য ও জাক কালিস। ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, ‘তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই গ্রেট। নিশ্চিতভাবে বিরাট শচীনকে পেরিয়ে যাবে। দুরন্ত রেকর্ড। নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা।’

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেনের কথায়, নিখুঁত রান তাড়া করে অজি-বধ ভারতের। সৌজন্যে ভারতের কাছে রয়েছে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা রানচেজার বিরাট। আর কোহলির সঙ্গে একঝাঁক প্রতিভা, উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

বিরাটের পাশাপাশি শ্রেয়সকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ক্লার্ক। বলেছেন, ‘দুর্দান্ত খেলল। আক্রমণাত্মক মেজাজ, তাগিদ এবং গুটিয়ে না থেকে নিজের শট খেলে সতীর্থদের চাপ আলগা করে দিচ্ছে শ্রেয়স। বিরাট-শ্রেয়স আইয়ার পরস্পরের পরিপূরক ছিল। ওদের জুটিটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।’

অজি বধের পর রোহিতের হাতে ট্রফি দেখছেন শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত। ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ীর দাবি, ‘প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে ভারত। যেভাবে বিরাট আরও একটা ম্যাচে রানতাড়া করে জয় আনল, শ্রেয়স এগিয়ে এল-ট্রফি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।’

শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে বিরাট কোহলির ৯১ রানের জুটি ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে।

১৪৩ ধাপের লম্বা লাফ বরুণের

শীর্ষস্থান গিলের দখলেই, এগোচ্ছেন কোহলিও

দুবাই, ৫ মার্চ : ওডিআই ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার।

ভারতীয় ভক্ত, ক্রিকেট মহল, বিরাট কোহলিকে নিয়ে যে বক্তব্যে একসুর রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্করাও। ৫০-৫০ ফরম্যাটে বিভিন্ন সময়ে দেখা মিলেছে একাঝাঁক তারকার। কিন্তু চাপের মুখে রান তাড়ায় বাকিদের অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তারই প্রমাণ।

পাকিস্তান ম্যাচের পর আরও এক স্বপ্নের ইনিংসে বিরাট ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন ক্রিকেট বিশ্বে। প্রতিফলন আইসিসি-র ব্যাটিং ক্রমতালিকাতে। কয়েকদিন আগেও প্রথম দশের বাইরে থাকা বিরাট এগোচ্ছেন শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে। সেরা দশের পর এবার প্রথম পাঁচেও ঢুকে পড়লেন ভারতীয় রানমেশিন।

৯৮ বলে ৮৪ রানের ইনিংসের সুবাদে বিরাট আপাতত চার নম্বরে। চলতি ধারাবাহিকা বজায় থাকলে শীর্ষস্থানের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে না। বলার কথা, শীর্ষস্থান আপাতত বিরাটের সতীর্থ শুভমান গিলের দখলে। বেশ কিছুদিন ধরেই নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ সহ অধিনায়ক। আজ প্রকাশিত তালিকাতেও তা বজায়।

শুভমানের সংগ্রহ ৭৯১ পয়েন্ট। চলতি ব্যর্থতার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়া পাকিস্তানের বাবর আজম (৭৭০) শুভমানের পিছনেই। পাক তারকার চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্ফোরক ব্যাটার হেনরিচ ক্লাসেন। চতুর্থ স্থানে থাকা বিরাটের সংগ্রহ ৭৪৭ পয়েন্ট।

পাঁচে রোহিত শর্মা। তবে তিন থেকে দুই ধাপ পিছিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সেরা দশে চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার। প্রত্যাবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছেন ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। পুরস্কারস্বরূপ এক ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে শ্রেয়স। লোকেশ রাহুল আছেন পঞ্চদশ স্থানে।

বোলিং বিভাগে অবশ্য সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব। তিন ধাপ পিছিয়ে চায়নাম্যান স্পিনার রয়েছেন ছয়ে। প্রথম পাঁচে যথাক্রমে মহেশ থিকশানা (শ্রীলঙ্কা), কেশব মহারাজ (দক্ষিণ আফ্রিকা), ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড), বার্নার্ড স্কোলস (নামিবিয়া) ও রশিদ খান (আফগানিস্তান)।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজা ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা না পাওয়া মহম্মদ সিরাজ যথাক্রমে ১১, ১৩ ও ১৪ নম্বরে। সবে শুরু ওডিআই কেরিয়ারে সাফল্যের সুবাদে ১৪৩ ধাপ উন্নতি করে প্রথম একশোয় ঢুকে পড়েছেন বরুণ চক্রবর্তী (৯৬)।

এমআরএফের সঙ্গে নতুন চুক্তি হল শুভমান গিলের। যার ফলে তিনি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, ব্রায়ান লারাদের এলিট লিস্টে ঢুকে পড়লেন।

কলকাতা পুলিশের আপত্তি

নাইটদের লখনউ ম্যাচ অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : আপত্তি কলকাতা পুলিশের। আর সেই আপত্তিকে কেন্দ্র করে হইচই সিএবি-তে।

২২ মার্চ শুরু হবে অষ্টাদশ আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। ৬ এপ্রিল ইডেনে রয়েছে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই জটিলতা। সেদিন রামনবমী রয়েছে। তাই ইডেনে আইপিএল ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যাবে না বলে সিএবি-কে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। গত সন্ধ্যায় সিএবি-তে এই খবর আসার পরই সিএবি-র কর্তারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও কেকেআর কর্তৃপক্ষকে পুলিশের বক্তব্য জানিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি সিএবি-কে। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘পুলিশের আপত্তির বিষয়টি গতকাল রাতের দিকে জানতে পারি আমরা। বোর্ড ও কেকেআরকে জানানো হয়েছে বিষয়টি। দেখা যাক কী হয়।’

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের মূল্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকারিভাবে এখনও টিকিটের দাম ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। শেষবার ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ছিল ৭৫০। এবার সেটা ৯০০ টাকা হচ্ছে বলে খবর। সম্প্রতি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ঋদ্ধিমান সাহার প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে ভোটাধিকার আজ সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে অ্যাপেক্সের বৈঠকে।

রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দেওয়ার পর লাফ রডরিগোর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৭ আর্সেনাল

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-১ লিলে

ক্লাব ব্রাগ ১-৩ অ্যাস্টন ভিলা

মাদ্রিদ ডার্বি রিয়ালের

মাদ্রিদ ও আইন্দহোভেন, ৫ মার্চ : লা লিগায় যাই হোক, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়াল মাদ্রিদ বরাবরই আলাদা। মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে আরও একবার তার প্রমাণ দিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। অন্যদিকে পিএসভি আইন্দহোভেনকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টারে খেলার দিকে পা বাড়িয়ে রাখল আর্সেনাল।

ঘরোয়া লিগে রিয়াল বেটিসের কাছে হার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামার আগে তাই খানিক চাপেই ছিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। স্বস্তি ফিরল ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে। শুরুর মিনিট থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল রিয়ালের। তারই ফসল চতুর্থ

সাত তারা আর্সেনাল

মিনিটে রডরিগোর গোল। দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৩২ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন অ্যাটলেটিকোর হুলিয়ান আভারেজ। ৫৫ মিনিটে একক নৈপুণ্যে করা রিয়ালের ব্রাহিম দিয়াজের গোলই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয়।

এদিকে, পিএসভির মাঠে সহজ জয় পেয়েছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলে এগিয়েছিল মিকেল আর্তেতার দল। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করে ডাচ ক্লাবটি। শুধু তাই নয়, প্রথম ৪৫ মিনিটে আরও বেশ কিছু সুযোগ পায় তারা। তবে আর্সেনাল ঝড় তুলল দ্বিতীয়ার্ধে। এল আরও চার-চারটি গোল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল মার্টিন ওডেগার্ডের। বাকি গোলগুলি করেন জুরিয়েন টিম্বার, এথান নোয়ানেরি, মিকেল মেরিনো, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও রিকার্ডো ক্যালাফিয়োরি।

আচমকা ওডিআই থেকে অবসর স্মিথের

দুবাই, ৫ মার্চ : অপ্রত্যাশিত। আচমকাও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে হারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিলেন স্টিভেন স্মিথ। আচমকাই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। ভারতীয় সময় আজ সকালের দিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানা গিয়েছে। কিন্তু কেন আচমকা ওডিআই ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন স্মিথ? জানা গিয়েছে, অজি অধিনায়ক অনেক দিন ধরেই এমন পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন। সাজঘরে তাঁর সতীর্থদের এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। বিরাট কোহলির ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায়ের পর নিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন স্মিথ। তাঁর কথায়, ‘অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি একদিনের ক্রিকেটে। দুটি একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা সারা জীবন মনে থাকবে। আপাতত অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। কোনও তরুণ ক্রিকেটারকে দেখে নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টও পর্যাপ্ত সময় পাবে।’ একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলা চালিয়ে যাবেন। আগামী জুনে লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আপাতত তাঁর পাখির চোখ।

ছন্দেই ছিলেন। ব্যাটে রানও আসছিল। প্যাট কামিন্স চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ানোয় অনেকদিন পর জাতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটনও তুলে নিয়েছিলেন ৩৫ বছরের স্মিথ। গতকাল রাতে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর রাতে সাজঘরে স্মিথ তাঁর সতীর্থদের অবসর সিদ্ধান্তের কথা প্রথম জানান। আজ সকালে তাঁর সেই সিদ্ধান্তের খবর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ঘোষণা হয়। একদিনের ক্রিকেট থেকে বিদায়ি বার্তায় স্মিথ বলেছেন, ‘আপাতত টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাব। সেটাই আমার লক্ষ্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার জন্যও মুখিয়ে রয়েছি। ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি শুরুরও এটাই সেরা সময়। তাই আমি সরে গেলাম একদিনের ক্রিকেট থেকে।’ উল্লেখ্য, মোট ১৭০টি একদিনের ম্যাচ খেলে ৫৮০০ রান করেছেন স্মিথ। রয়েছে ১২টি শতরান ও ৩৫টি হাফ সেঞ্চুরি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মিথ সর্বকালের অন্যতম সেরাদের একজন।

একনজরে ওডিআইয়ে স্টিভেন স্মিথ

ম্যাচ ১৭০। রান ৫৮০০

ব্যাটিং গড় ৪৩.২৮

শতরান ১২। অর্ধশতরান ৩৫

প্রথম ম্যাচ

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

(ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে)

শেষ ম্যাচ

৪ মার্চ, ২০২৫

(ভারতের বিরুদ্ধে)

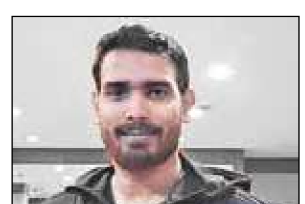

অবসর ঘোষণা শরথের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : আর মাত্র কয়েকদিন। তারপর পাকাপাকিভাবে টেবিল টেনিস ব্যাট তুলে রাখবেন কিংবদন্তি অচিন্ত্য শরথ কমল। বুধবার অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। চলতি মাসের শেষের দিকে চেন্নাইয়ে ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার হবে। নিজের শহরে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্ট ৪২ বছরের শরথের শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। নিজের অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে শরথ বলেছেন, ‘প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চেন্নাইয়ে খেলেছিলাম। শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও চেন্নাইয়ে খেলব। এই মাসের শেষে চেন্নাইয়ে হতে চলা ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার আমার শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।’ দীর্ঘ দুই দশকের কেরিয়ারে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন শরথ। তবে পাঁচবার অলিম্পিক খেলেও পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে গিয়েছে। শরথ বলেছেন, ‘আমি এশিয়ান গেমসেও পদক জিতেছি। কমনওয়েলথ গেমস থেকেও পদক পেয়েছি। কিন্তু অলিম্পিক পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে যাবে।’

শুভেচ্ছা

☺ Amiya & Sathi (ফুলবাড়ি) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল, শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট', (Veg/N.Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **কৌশিকী ব্যানার্জী (দিদান) :** তোমার ৮ম জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা আদর। সুস্থ থেকো অনেক বড় হও। - **আম্মা, মা, বাবা (ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার), দাদান, দিদুন, মাম্মাম, মিন্নি, বড়দিমা, ছোড়দিমা, টুটামা, নানুমা, শিবযজ্ঞ, কোচবিহার।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **অনামিকা ও সন্দীপ (জল) :** জীবনে যা কিছু তোমরা চাও তা খুঁজতে গিয়ে লক্ষ রেখো কখনও যেন তোমাদের মাঝের ভালোবাসা ফুরিয়ে না যায়। একটি বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করার অর্থ হ'ল গতকালের স্মৃতি, আজকের আনন্দ, আগামীকালের আশা। তোমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। আমাদের মেয়ে জামাই-এর জন্য বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। **- হরিশ অধিকারী, লিলি অধিকারী, জলপাইগুড়ি।**

ছন্নছাড়া ফুটবলে হারল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-০
এফকে আর্কাদাগ-১ (গুরবানভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : আইএসএলে যাবতীয় সম্ভাবনার শেষে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগকেই আঁকড়ে ধরেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কিন্তু এদিন নিজেদের ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে অত্যন্ত জোলো ম্যাচে এক গোলে হেরে সেই আশাও প্রায় নিভু নিভু।

ম্যাচ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ট্যাকলে মাটিতে পড়ে গেলেন সাউল ক্রেসপো। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর উঠলেন বটে কিন্তু তাঁকে আর সারা ম্যাচেই খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রেসপোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলও। বিরতির বাঁশি বাজার এক মুহূর্ত আগে রাফায়েল মেসি বাউলির একটা শট ছাড়া প্রথমার্ধে একটাও সুযোগ নেই অস্কার ব্রুজোঁর দলের। এমন নয় যে আর্কাদাগ দুর্দান্ত খেলেছে। অত্যন্ত হতশ্রী একটা ম্যাচে কাজের কাজটা শুধু তুর্কমেনরা করে গেল। ৯ মিনিটে ইয়াগলিচ গুরবানভের গোলটা হল হঠাৎই। হেক্টর ইউস্তের ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে যান তিরকিসভ সানাজার। তাঁর আড়াআড়ি বাড়ানো বল ধরেই যে তিনি সরাসরি গোলে শট মারবেন সেটা সম্ভবত লাল-হলুদ ডিফেন্সের একজনও আগাম আন্দাজ করতে পারেননি। সামনে লালচুংনুঙ্গা ট্যাপ করার চেষ্টাও করেননি, কেন কে জানে! ৪৪ মিনিটেই গুরবানভ ২-০ করে ফেলতে পারতেন।

অ্যাওয়ে ম্যাচে চাই দুই গোল

এভাবেই বারবার আটকে গেলেন রাফায়েল মেসি বাউলিরা। ছবি : ডি মণ্ডল

তাঁর হেড পা দিয়ে দারুণ আটকান প্রভসুখান সিং গিল।

এদিন ডেভিড লালহালসাঙ্গাকে নামালেনই না ব্রুজোঁ। তিনি যথারীতি দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকেই রাফায়েলের সঙ্গে রেখে শুরু করেন। ইস্টবেঙ্গলের দিমির মধ্যে কেন যেন সবুজ-মেরুনের তাঁরই নামের আর একজনের কোনও মিল নেই। গোল না পেয়ে যেখানে গত দুই মাস ধরে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফুঁসছিলেন সেখানে এই গ্রিক স্ট্রাইকারের কোনও হেলদোল আছে বলে তো মনে হয় না। তাঁর কাণ্ডকারখানায় সমর্থকরাও এতটাই বিরক্ত যে তাঁকে ৮৩ মিনিটে তুলে নিয়ে ক্লেইটন সিলভাকে নামানোর সময় তাঁদের হাততালি দিতে দেখা গেল। দিয়ামান্তাকোস ও রিচার্ড সেলিস যত অঙ্গভঙ্গি করেন তার ছিটেফোঁটাও যদি খেলতে পারতেন তাতে দলের উপকার হত। ৭০ মিনিটে সেলিস ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে যে হেড মিস করলেন তার কোনও ক্ষমা নেই। এটি ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় এবং শেষ সুযোগ। এরপরেই আর দেরি করেননি ব্রুজোঁ। তাঁকে তুলে পিভি বিষ্ণুকে নামান তিনি। তবে তিনিও থই খুঁজে পেলেন না। এই সময়টায় আর্কাদাগও যে আহামরি খেলছিল তা নয়। বরং বড্ড বেশি আল্ট্রা ডিফেন্সিভ খেলার ফলে ম্যাচের শেষদিকে ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট বেশি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, বল নিজেদের পায়ে রাখা বা প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে পৌঁছে যাওয়া আর গোল করার মধ্যে তফাত আছে। তুর্কিমেনিস্তান ফুটবলাররা কলকাতার গরমে ওই সময়ে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েন বলেও মনে হল। হাতে-পায়ে টান ধরায় বারবার বসে পড়তে দেখা গেছে তাদের ফুটবলারদের। ম্যাচের শেষদিকে ক্লেইটন অকারণে পা চালিয়ে হলুদ কার্ড দেখলেন। তাঁর কপাল ভালো, কাতারের রেফারি মহম্মদ আহমেদ আল সামারি তাঁকে লাল কার্ড দেখাননি। নিজেরা গোল করতে ঝাঁপানোর পরিবর্তে এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা কেন যে বারবার ফাউল করার ঝুঁকি নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এদিনের এই এক গোলে হারের পর ইস্টবেঙ্গলকে ১২ মার্চ আসকাবাদে গিয়ে অন্তত ২ গোলে জিততে হবে সেমিফাইনালে যেতে হলে। এক গোল করতে পারলেও টাইব্রেকার অবধি থাকবে আশা। তবে এদিন যেরকম ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল ইস্টবেঙ্গল, তাতে ওই ঠান্ডা ও লম্বা সফরের পর আশা না করাই ভালো।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, রাকিপ (নীশু), হেক্টর, জিকসন, নুঙ্গা, মহেশ, সৌভিক, সাউল, সেলিস (বিষ্ণু), রাফায়েল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

রক্ষণ নিয়ে পরীক্ষায় বাগান কোচ মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : লিগ শিল্ড জয়ের পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে এখন ফুরফুরে পরিবেশ। তবে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কিন্তু গোয়া ম্যাচ নিয়ে বেশ সিরিয়াস। কার্ড সমস্যায় অধিনায়ক শুভাশিসকে পাচ্ছেন না তিনি। তাই ডিফেন্স নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছেন স্প্যানিশ কোচ। এদিন অনুশীলনে কখনও চার ডিফেন্ডার- রডরিগেজ, অ্যালড্রেড, আশিস রাই, আশিক কুরুনিয়ানকে খেলালেন। আবার কখনও আশিককে মাঝমাঠে রেখে তিন ডিফেন্ডারে খেলিয়ে দেখলেন তিনি। বুধবারও অনুশীলন করেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তিনি সাইডলাইনে রিহ্যাবে ব্যস্ত রইলেন। দলের গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেনকেও এদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন মোলিনা।

ওডিআই থেকে অবসর মুশফিকুরের

ঢাকা, ৫ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের জের। ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন বাংলাদেশের উইকেটকিপার-ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। ওডিআইয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালিক মুশফিকুর সাম্প্রতিককালে ফর্মে ছিলেন না। অবসর ঘোষণা করে মুশফিকুর লিখেছেন, 'মাঠে সবসময় ১০০ শতাংশ দিয়েছি। গত কয়েক সপ্তাহ আমার জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল। সবদিক ভেবেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আর্থিক জরিমানা লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ঘরের মাঠে ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি-র কোনও ম্যাচে অন্য প্রতিযোগিতার বিপণন আইনবিরুদ্ধ। সেই নিয়ম ভেঙেই শাস্তির কবলে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। এবারের আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সব হোম ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। তবে খেলা বাকি রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তাই সাইনবোর্ডগুলিও রয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এএফসি ম্যাচের আগে সেগুলি কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়। তবে হাওয়ায় সেই কাপড় সরে যায়। মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে যা ম্যাচ কমিশনারের চোখে পড়ে। তারপরই এএফসি-র তরফে ইস্টবেঙ্গলকে জরিমানার কথা জানানো হয়। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও জরিমানার মুখে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। সবমিলিয়ে আর্থিক অঙ্কটা প্রায় পাঁচ লক্ষ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য ম্যাচের আগে আরও ভালোভাবে বিজ্ঞাপনগুলো ঢেকে দেওয়া হয়।

সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : ৬৫
তারিখ ০৬-০৩-১৯৭৬
চাকুলিয়া * উত্তর দিনাজপুর

পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালক (Directors) **নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলী গঠনের জন্য নয় (৯) জন পরিচালকের (Director) নির্বাচন আগামী ইংরাজি ১৬-০৪-২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত সমিতিতে সমস্ত কাজের দিনে পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
সহকারী রিটার্নিং অফিসার

জয়ী আলিপুরদুয়ার, ক্ষুদিরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বুধবার আলিপুরদুয়ার কলেজ ৮ উইকেটে শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজকে হারিয়েছে। টসে হেরে সালেসিয়ান ২ উইকেটে ১৬১ রান তোলে। জিষ্ণু দত্ত ৯৩ রান করেন। বৈভব লাহিড়ি ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আলিপুরদুয়ার ১৬.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়। বৈভব ৯৬ রান করেন। গৌরব আগরওয়াল ১৫ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ৩ উইকেটে এপিসি রায় গভর্নমেন্ট কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে এপিসি ৮ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। স্বপ্নিল সরকার ৩২ রান করেন। অভিজিৎ পাল ১৬ ও রাজ সাহা ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ক্ষুদিরাম ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। লোকেশ দে ৩২ রান করেন। উদিত চৌধুরী ৮ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজ-ময়নাগুড়ি কলেজ ও সালেসিয়ান-বিটি ইভিনিং কলেজ।

ছোটদের ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৫ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৩ এআইএফএফ জুনিয়ার লিগে ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগানকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন মহমেডানের কোচ মেহরাজের পুত্র মহম্মদ আহমেদ ওয়াড়ু।

রেফারিং নিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ : চলতি মরশুমে বারবার ভুল রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল-এই দাবিতে বুধবার শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের তরফে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন ইস্টবেঙ্গল রোডে প্রতিবাদ জানানো হয়। সেখানে রেফারি হরিশ কুণ্ডুর কুশপুতুল পোড়ান ইস্টবেঙ্গলের সদস্যরা। প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে ফ্যান ক্লাবের সচিব অনুপ বসু, সদস্য স্বস্তিক সাহা, স্বরূপ সেন, মদন ভট্টাচার্যরা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের পদত্যাগও দাবি করেছেন।

রেফারি হরিশ কুণ্ডুর কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা। বুধবার।

72198 21111 | BAJAJ SECURE | BAJAJ CREDIT

*Terms and conditions apply. *Offer available on Pulsar 125 Carbon Fibre and Pulsar 150 models. *Ex Showroom price for N160 Twin Disc variant. *Down payment for Pulsar 125 Carbon Fibre. Bajaj Auto reserves the right to withdraw any or all offers without prior notice. Stunts have been performed by experts, under professional supervision, in a controlled and enclosed environment, in isolation from general public or public roads. Do not attempt to replicate these stunts and always follow traffic and safety rules. AMC available on specific models and in specific states. Check with Bajaj dealer for more details. Roadside Assistance is provided by third parties and is subject to their terms and conditions.

Authorized Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999• Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ :9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.